কাজী আনোয়ার হোসেন
মাসুদ রানা
মৃত্যুর ঠিকানা

মৃত্যুর ঠিকানা

প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১

এক

সোহানা চৌধুরী কথা দিয়েছিল: অফুরন্ত অবসর যদি কোনদিন সংগ্রহ করতে পারো, তখন বললে তোমার সঙ্গে একমাস না হয় ঘুরেই বেড়াব ইচ্ছে মত। বলা যায় না, প্রেমেও পড়ে যেতে পারি।

তেহরান থেকে ফোনে কথা শেষ করল রানা মেজর জেনারেল রাহাত খানের সঙ্গে। জেনারেল নিজস্ব কায়দায় কনগ্রাচুলেট করলেন। বললেন, 'কাজটা অবশ্যি তেমন কিছু নয়, তবু···আই কনগ্রাচুলেট ইউ।

'থ্যাঙ্ক ইউ, স্যার।'

'দেশে কি আজই ফিরছ?'

'দেশে···' এক সেকেন্ড ভাবল রানা। ওটাকে ঠিক দেশ বলা যায় কিনা। পশ্চিম পাকিস্তানকে দেশ বলে ভাবতে পারছে না সে ইদানীং। বলল, 'না স্যার, করাচী আজই ফিরব। কিন্তু···স্যার, শরীরটা···'

'দেন টেক ফিফটিন ডেজ লিভ। ছুটি পাওনা আছে তো?'

'আছে··· ঠিক হিসেবটা জানা নেই।'

'উচিত ছিল।' বুড়ো ফোন ছেড়ে দিতেই সোহানার কথা মনে পড়ল রানার। 'এক ঢিলে দু'পাখি' মারার চিন্তা করতে লাগল ও। এবং করাচী পৌঁছেই টেলিগ্রাম করল সোহানার নামে।

'মেজর মাসুদ রানার পনেরো দিন ছুটি সোহানা চৌধুরীর নামে উৎসর্গ করা হলো। আগামীকাল এয়ারপোর্টে থাকব। মাসুদ রানা।'

সোহানা যদি আসে বুড়ো কানা হয়ে যাবে। একটু টাইট করা দরকার বুড়োকে।

কিন্তু এল না সোহানা।

ঘুঘু মেয়ে। চান্স পেলেই মিষ্টি কথা। অথচ আসল ব্যাপারে ঠিক আছে। রাগের মাথায় এয়ার ফ্রান্সের এক হোস্টেসের সাথে লাউঞ্জেই আলাপ জমিয়ে ফেলল রানা। মেয়েটাকে চায়ের দাওয়াত করল পোর্ট রেস্তোরাঁয়। 'তুমি দেখতে ঠিক আমাদের দেশের এলেন ডিলোনের মত,' চায়ে প্রথম চুমুক দিয়েই বলল মেয়েটা।

'তোমাকে ঠিক রমি স্নাইডারের মত লাগছে,' রানাও বলে ফেলল।

'স্নাইডার?' চোখ কপালে তুলে ঠকাশ করে পিরিচে কাপ নামিয়ে রাখল সুজান। 'অফকোর্স নট। স্নাইডার জার্মান এবং ব্লন্ড। আমি কোনটাই না.' বলল

ও।

'সরি।' রানা হাসল সুজানের কালো চুলের দিকে তাকিয়ে, 'পাকিস্তানে অন্ধের সংখ্যা বেশি। পুরো দেশটাই প্রোটিনের অভাবে ভুগছে।'

'তোমার চোখ খারাপ!' চোখ গোল করল মেয়েটা, তারপর হেসে ফেলল, 'ডিলোন অন্ধ হলেও আমি তার প্রেমিকা।'

'তুমি মহাভারত পড়েছ বুঝি?'

'মহাভারত?' আবার চোখ কপালে তুলল সুজান। তারপর মাথা নেড়ে বলল, 'না।' কণ্ঠে অপরাধী সুর।

'মহাভারতে একটা চরিত্র আছে, ধৃতরাষ্ট্র। আর তার স্ত্রী গান্ধারী। ধৃতরাষ্ট্র ছিল অন্ধ। সেজন্যে তার স্ত্রীও অন্ধ সেজে থাকত চোখে রুমাল বেঁধে।'

'কেন?' বিপুল বিস্ময় সুজানের কণ্ঠে।

'কারণ, প্রেমিক স্বামী যা দেখে না, আমিও তা দেখব না, এই ছিল গান্ধারীর প্রতিজ্ঞা।'

'ফ্যান্টাস্টিক!' বলল সুজান। 'তুমি সুন্দর গল্প জানো, রানা।' একটু থেমে বলল, 'আজ আমার হল্টেজ। চলো, আমার হোটেলে তোমাদের এনশিয়েন্ট লিটারেচারের গল্প শুনব।' উঠে দাঁড়াল সুজান। 'আমি এই সাবকন্টিনেন্টের সাহিত্য সম্পর্কে উৎসাহী।'

প্রমাদ গুনল রানা। সাহিত্যের পাঠ দিতে হবে শেষ পর্যন্ত! বিদ্যে ফাঁস হয়ে গেলে···ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আমাদের লিটারেচারে তোমার পড়াশুনা আছে কিছু?'

ব্যাগটা তুলে নিয়ে হাসল মেয়েটি। রানার কনুই ধরে বলল, 'হুঁ, পড়েছি। ফরাসী অনুবাদ। ইলাস্ট্রেটেড। ওটা আমার সঙ্গেই থাকে সব সময়। চলো, তোমাকে দেখাব, ডিলোন অব ইস্ট।' একটা ট্যাক্সিতে চেপে বসল দুজন।

'কি বই জিজ্ঞেস করলে না?' অন্ধকার গাড়িতে রানার গা ঘেঁষে বসল সুজান। ওর হাতটা টেনে মিনি স্কার্টের হেমে রাখল। আজকাল হেম-লাইনে হাত রাখা কোমরে হাত রাখা প্রায় এক।

মৃদু হেসে হাত টেনে নিল রানা। পকেট থেকে সিগারেট কেস বের করে ধরল সুজানের সামনে। একটা সিগারেট তুলে নিয়ে ঠোঁটে লাগাল সুজান। রনসন গ্যাস লাইটার জ্বালাতেই ওর মৃদু আলোকিত মুখ দেখল রানা। চোখে হাসি, ভেজা ভেজা ভাব।

'কি বই?' নিজের সিগারেট ধরাবার সময় কৌতূহল প্রকাশ করল রানা।

সুজানের দু'বাহু উঠে গেল রানার দু'কানের পাশ দিয়ে। 'কিস মি, ডিলোন,' ফিস ফিস করে বলল মেয়েটি। পঁয়তাল্লিশ সেকেন্ড পর ওর কাঁধে মাথা রেখে 'ভ্যু যাভায় লাই···' কি সব বিড় বিড় করে ওর গলায় নাক ঘষতে ঘষতে ইংরেজীতে বলল, 'তোমাদের কামসূত্র বইটা সত্যি আশ্চর্য জিনিস, তাই না? আমার কাছে ফরাসী এডিশন আছে। ছবিসহ। ডেনমার্কের পর্ণো-শো থেকে কিনেছি।'

সকাল এগারোটা ছাব্বিশ মিনিটে হোটেলে নিজের স্যুটে ফিরে শাওয়ারের নিচে

দাঁড়িয়েছে রানা, এমন সময় বেজে উঠল ফোন। নিশ্চয়ই সুজান। করাচীর পরিচিত কেউ তার আসার খবর পায়নি। ছ'বার রিং হবার পর কোমরে তোয়ালেটা জড়িয়ে বাথরুম থেকে বেরিয়ে রিসিভার তুলল রানা, 'হ্যালো!'

'মাসুদ রানা?' মেয়েলী গলা জিজ্ঞেস করল, 'রানা বলছ?'

সোহানা!

খুশি হয়ে উঠতে গিয়েও সামলে নিল রানা। 'বলছি,' গম্ভীর গলায় বলল ও। 'তা ট্রাঙ্ক-কলের কি প্রয়োজন? এখন আমি ছুটিতে।'

'আমি···করাচী এয়ার-পোর্ট থেকে বলছি।'

'কিন্তু···আমার ঠিকানা পেলে কোত্থেকে?' কথাটা হঠাৎ খেয়াল হলো রানার।

'তোমার মনে রাখা উচিত, মেজর, আমি একজন অপারেটর,' মুহূর্তে ছলকে উঠেই গম্ভীর হলো সোহানার কণ্ঠ। গলা নামিয়ে বলল, 'এটা অফিশিয়াল কল। আই এ্যাম হিয়ার উইথ দ্য ডিরেক্টর।'

'বুড়ো?'

'হাঁ। বুড়োর মেসেজটা টুকে নাও: সি মি এ্যাট ওরিয়েন্টাল কর্পোরেশন। টাইম: টুয়েলভ নুন। ···রানা, এখন কথা বলতে পারছি না, বুড়ো পঁচিশ হাত দূরে দাঁড়িয়ে। তিনবার এদিকে তাকিয়েছেন। নিশ্চয়ই সন্দেহ করছেন।'

'হঠাৎ ঢাকা ছাড়ল কেন?'

'জানি না। পরে কথা বলব। খোদা···' বাকিটা শোনা গেল না। লাইন কেটে দিয়েছে সোহানা।

ওরিয়েন্টাল কর্পোরেশন, অর্থাৎ ইন্টেলিজেন্সের পশ্চিম পাকিস্তানের দপ্তর।

ঘড়ি দেখল রানা। সাড়ে এগারো।

ওয়ার্ডরোব থেকে একটা গ্রে স্যুট বের করল ও। তোয়ালেটা কোমর থেকে নামিয়ে পোশাক পরতে লাগল।

ভ্রু জোড়া কুঁচকে উঠল ওর। গম্ভীর। কিছু একটা ভাবছে।

কিছু একটা ঘটেছেই। নইলে···আর কে-কে ঢাকা ত্যাগ করতে দেখা যায় না সহজে।

টাই-এর নট ঠিক করে প্রিয় সঙ্গী ওয়ালথার পি. পি. কে-র চেম্বার দেখে নিল রানা। ক্যাচ নামিয়ে আবার উঠিয়ে দিল। তারপর শোল্ডার হোলস্টারে রেখে দিয়ে একটা স্পেয়ার ম্যাগাজিন পকেটে পুরল।

দু'জন উর্দি পরা গার্ড ভাবলেশহীন মুখে পায়চারি করছে ওরিয়েন্টাল কর্পোরেশনের জেনারেল ম্যানেজারের তালাভাঙা ঘরের সামনে। প্রথম ঘরটা খালি। পরের ঘরে তিন-চারজন লোক চারদিকে ঘুরে ফিরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কি সব দেখছে। জেনারেল ম্যানেজারের চেয়ারে বসা মেজর জেনারেল রাহাত খান। হাতে বাঁকা পাইপ। রোগাটে মুখের বলিরেখায় আরও ভাঁজ পড়েছে। কাউকে দেখছেন না তিনি। একনাগাড়ে ধোঁয়া ছেড়ে চলেছেন—যেন পৃথিবীতে ওটাই তাঁর একমাত্র কাজ।

তাঁর সামনে একটা প্লাস্টিকের বাস্কেটে কতগুলো পোড়া কাগজ। মাঝে মাঝে

ওই বাস্কেটটার উপরই আটকে যাচ্ছে তাঁর চোখ।

'টেলিফোন পেয়েই আপনি রওনা দিয়েছেন। আপনার কাছে অনেক কিছু বলবার ছিল মেজর জেনারেল ওয়াসিমের। অথচ এই নির্বোধের মত কাজটা আপনি পৌঁছবার আগেই করে বসলেন তিনি। স্ট্রেঞ্জ! এছাড়া আমি আর কিছু ভাবতে পারছি না, স্যার,' গোল্ড লিফের প্যাকেটের উপর সিগারেটের মাথা ঠুকতে ঠুকতে কথাগুলো বলল ব্রিগেডিয়ার তারিক আখতার, কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স-এর করাচী অফিসের ডেপুটি চীফ।

তারিক আখতারের দিকে একবার তাকালেন মেজর জেনারেল। নির্বিকার ভাবে ধোঁয়া ছাড়লেন তিনি। তারপর ভারী কণ্ঠে উচ্চারিত হলো, 'ইয়েস, স্ট্রেঞ্জ। হি লাভড্ হিজ জব। এই তো কয়েকদিন আগেই প্রেসিডেন্ট স্বয়ং তাকে কনগ্রাচুলেট করেছিলেন আফগানিস্তানের স্পাই রিং সম্পর্কে তার স্কীমের সাফল্যের জন্যে।' রাহাত খানকে সাধারণত এত কথা এক সঙ্গে বলতে শোনা যায় না। স্বগতোক্তির মত বলে চললেন তিনি, 'সাকসেসফুল ম্যান। আত্মহত্যার প্রশ্নই ওঠে না। কেন আত্মহত্যা করল ভাববার বিস্ময়।'

'নার্ভাস ব্রেক ডাউন?' ঘরের কোণ থেকে প্রশ্ন করল একজন। এবার সোজা হয়ে বসলেন রাহাত খান। চোখের দৃষ্টি বিদ্ধ করলেন প্রশ্নকারীকে। 'তুমি আজ তিন বছর জেনারেল ওয়াসিমের সঙ্গে কাজ করে এরকম কথা ভাবছ, শেখ? না, নার্ভাস ব্রেক ডাউন, জন্ডিস, বা ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে আত্মহত্যা করার মত মানুষ ওয়াসিম ছিলেন না।' আবার হেলান দিয়ে বসে পাইপে টান দিলেন জেনারেল, 'ডাক্তার সাদেককে ডাকো।'

একসময় ঢাকা অফিসে ছিল কর্নেল শেখ। এখন করাচীর অপারেশন চীফ। রাহাত খানকে ভালভাবেই চেনে। রিসিভার কানে তুলে ডায়াল করল সে। 'ডক্টর? ব্রিং মি জেনারেল ওয়াসিমস্ ফাইল।...ইয়েস, জেনারেলস্ অফিস।'

ডাক্তার সাদেক কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের চিকিৎসক।

ঘরে নীরবতা নামল এক মুহূর্তের জন্যে।

সবাই অপেক্ষা করছে ডাক্তারের জন্যে। ব্রিগেডিয়ার আখতার পাশের ড্রয়ারগুলো খুলে সাবধানে এটা ওটা নাড়ছে। কিছু নেই। কোন কারণ পাওয়া যাচ্ছে না কেন আত্মহত্যা করলেন মেজর জেনারেল ওয়াসিম।

দরজায় নক হলো। তারপরই খুলে গেল। একটা সবুজ ফাইল হাতে ঢুকলেন ডা. সাদেক। রোগা, লম্বাটে। পোড় খাওয়া চেহারা। রাহাত খান প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে ডাক্তারের মুখের দিকে তাকাতেই সম্ভাষণসূচক হাসিটা উবে গেল ভদ্রলোকের। 'মেজর জেনারেল ওয়াসিম সামান্য ডায়াবেটিসে ভুগছিলেন,' ফাইল খুলে পড়লেন তিনি। 'খুবই সামান্য। ছ'মাস আগে আমিই পরীক্ষা করে বলেছিলাম।'

'ডায়াবেটিস!' ভুরু কুঁচকে গেল রাহাত খানের। 'অন্য কিছু?'

'না, স্যার। চমৎকার স্বাস্থ্য ছিল তাঁর।'

কোন কথা বললেন না মেজর জেনারেল।

কিন্তু সবাই তাকাল তাঁর দিকে। কথাটা যেন শোনেননি তিনি, অন্যমনস্ক হয়ে

গেছেন। সবার মাঝে একটা প্রশ্ন দেখা গেল: কেন আত্মহত্যা করলেন মেজর জেনারেল ওয়াসিমের মত ক্ষমতাশালী লোক? কেউ তাঁর জন্যে শোক প্রকাশ করার অবসর পাচ্ছে না। একটা বিস্ময় সবার ভেতর ক্রমেই সংক্রমিত হচ্ছে।

কেন আত্মহত্যা? কি ভুল করেছিলেন জেনারেল?

ঘরের কেউ বিশ্বাস করতে পারছে না জেনারেল ওয়াসিমও ভুল করতে পারেন। শুধু একভাবে ভাবছেন রাহাত খান।

রিপোর্টের ফাইলটা এগিয়ে দিতে গেল সাদেক। ইশারা করলেন আর. কে, দরকার নেই। ডাক্তার নিঃশব্দে ঘর ছাড়ার উদ্যোগ নিতেই প্রশ্ন করল ইফতিখার হায়দার, 'মানসিক দিকটা সম্পর্কে ভেবেছেন?' হায়দার পি. সি. আই-র প্ল্যানিং বিভাগের ডিরেক্টর।

'আমি জানি,' উত্তর দিলেন রাহাত খান। ভারী ভুরু জোড়া, আরও কাছাকাছি চলে এসেছে। কপালের পাশে তিরতির কাঁপছে একটা শিরা। 'ওয়াসিম খানের মানসিক দিক সম্পর্কে আমি বলতে পারি—মৃত্যুর আগ মুহূর্তেও তোমাদের যে কারও চেয়ে সুস্থ ছিল সে।'

দরজায় মৃদু নক করে ঢুকল একটি মেয়ে। বয়স ত্রিশের কাছাকাছি। সুন্দরী। চোখ-মুখের উত্তেজনায় ঢাকা পড়েছে বিষণ্নতা। 'স্যার,' জেনারেল ওয়াসিমের স্টেনো বলল রাহাত খানকে, 'আপনার টেলিফোন। মিনিস্ট্রী অব ডিফেন্স।'

সোজা হয়ে বসলেন রাহাত খান। 'বলো, মেজর জেনারেল এখন কনফারেন্স রুমে, আধ ঘন্টার মধ্যে কারও টেলিফোন রিসিভ করবেন না,' বললেন তিনি।

আরও কি বলতে গিয়ে থতমত খেয়ে বের হয়ে গেল মেয়েটি।

'স্যার,' বলল কর্নেল শেখ, 'আধঘন্টা পর···?'

'প্রেস জানবে,' বলল ব্রিগেডিয়ার তারিক আখতার। 'কাল হেডিং বেরুবে···

'অমুক ট্রেডিং কর্পোরেশনের ডিরেক্টর আত্মহত্যা করেছেন। তাতে কার কি?' বিরুক্তির সুরে বললেন রাহাত খান।

'কিছুদিন আগে ''হুরিয়াতে'' কর্পোরেশন সম্পর্কে রিপোর্ট বের হয়েছে। এবার···'

'ওরা এই আত্মহত্যা নিয়ে রিসার্চ শুরু করবে··· কেঁচো খুঁড়তে সাপ বের হয়ে পড়ার সম্ভাবনা দেখা দেবে,' কর্নেল শেখের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললেন রাহাত খান। 'সেক্ষেত্রে আমার পরামর্শ, অফিস তুলে দাও।' আবার কয়েকবার পাইপে টান দিলেন তিনি। নিভে গেছে, নতুন করে ধরালেন না আর।

একজন নীরবে সমস্ত ঘর খুঁজছিল। সিকান্দার বিল্লাহ, সিকিউরিটি ডিরেক্টর। হঠাৎ ফিরে দাঁড়াল সে। 'পারসোনাল ডোশিয়েটা পেয়েছেন?' ওকে জিজ্ঞেস করলেন রাহাত খান।

আঙুল তুলে কার্পেটের গুটিয়ে তোলা কোণটা দেখাল সিকান্দার বিল্লাহ। কিছু ছাই-এর আভাস।

তড়াক করে উঠে দাঁড়ালেন আর. কে. জ্যা মুক্ত ধনুকের মত। 'আপনি কি বলতে চান ওয়াসিম খান আত্মহত্যার আগে পারসোনাল সিকিউরিটি ডোশিয়ে পুড়িয়ে ফেলেছেন?'

'গতকাল সকালে আমার কাছে ওটা চেয়েছিলেন তিনি। আমি ডিপার্টমেন্টকে ফাইলটা পাঠিয়ে দিতে বলি। ওটাই খুঁজছিলাম এতক্ষণ।' একটা চেয়ারে বসে পড়ল বিল্লাহ।

'কিন্তু এ ফাইল আপনার অফিস থেকে রিমুভ করা হলো কেন?'

'মেজর জেনারেল অর্ডার দিয়েছিলেন।'

ঘরের মধ্যে আবার নীরবতা নামল।

'স্যার,' হঠাৎ বলল কর্নেল শেখ, 'মেজর জেনারেল কি কোন শত্রু চক্রের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েছিলেন? ডোশিয়ে পোড়ালেন কেন তিনি?'

উত্তর দিল সিকিউরিটি ডিরেক্টর বিল্লাহ। 'অনুমানও করতে পারছি না আমি। তাঁর পারিবারিক বৃত্তান্ত ছাড়া কিছুই ছিল না এটায়। পুরানো ফাইল। সাম্প্রতিক কোন তথ্য যোগ হয়নি। ফলে, কি যে ছিল ওই ফাইলে পুরো মনেও নেই আমার।'

'তবু কতটুকু জানেন আপনি?' জানতে চাইলেন রাহাত খান।

'আপনি জানেন, তিনি বিপত্নীক। একা বিরাট একটা অ্যাপার্টমেন্টে থাকতেন নার্সারী সোসাইটিতে। নারী সম্পর্কে উৎসাহ ছিল না, পরিমিত মদ পান করতেন, জুয়া খেলতেন না। লোকের সঙ্গে মেলামেশা খুবই কম ছিল। দিনে গড়ে পনেরো-ষোলো ঘণ্টা কাজ করতেন,' গড় গড় করে বলে গেল সিকান্দার বিল্লাহ। একটু নীরবতার পর আবার বলল, 'শত্রু চক্রের সঙ্গে জেনারেল ওয়াসিমের কোন যোগাযোগ বিশ্বাস করতে পারি না আমি। ভীষণ সাবধানী লোক ছিলেন। ব্যক্তিগতভাবে এবং সিকিউরিটি দিক থেকেও। আমি ভাবছি, কি এমন ছিল যার জন্যে আত্মহত্যা ছাড়া উপায় ছিল না।

'ডিরেক্টর অব সিকিউরিটি হিসেবে তোমার দায়িত্ব ছিল তাকে রক্ষা করার,' কথাটা বলল বন্ধু তারিক আখতার।

'সকাল নটা দশে আমার টেপ অফ করে দিয়েছিলেন জেনারেল। সোয়া নটায় ব্যাপারটা জানতে পারি আমি। সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে জানিয়েছি, তারিক।'

'এর আগে কোনদিন বন্ধ হয়েছে?' প্রশ্ন করলেন রাহাত খান।

'এই মাসে দু'একবার হয়েছে। তার আগে কোনদিন হয়নি।'

'এ মাসে দু'একবার বন্ধ করেছিলেন কেন?' প্রশ্ন করলেন আর. কে.।

'ধরে নিয়েছিলাম একক ভাবে তিনি কিছু করছেন।'

'একক ভাবে সবাইকে ফাঁকি দিয়ে একটা কাজই করেছেন—আত্মহত্যা,' বলল ব্রিগেডিয়ার তারিক আখতার।

'কিন্তু একটা নোট রেখে গেলেন না কেন? কেন তাঁর কোন বন্ধুকে বলে গেলেন না মৃত্যুর কারণ...' স্বগতোক্তি মত করল সিকান্দার বিল্লাহ।

'মৃত্যুর চেয়ে বড় বন্ধু আর কাউকে হয়তো ভাবতে পারেনি ওয়াসিম।' জেনারেল রাহাত খানের কণ্ঠ আরও ভারী মনে হলো। 'এবং মৃত্যুই হয়তো তার শেষ নোট সবার জন্যে: স্টপ ইট হিয়ার।'

ইন্টারকমে সিগন্যাল শোনা গেল। ঘড়ি দেখে রাহাত খান তাকালেন সবার দিকে। 'দেয়ারস এ ভিজিটর।' ইন্টারকমের সুইচ অন করলেন তিনি। 'ইয়েস, জেনারেল স্পিকিং।'

'মিস্টার মাসুদ রানা অ্যান্ড সোহানা চৌধুরী...'
'সেন্ড রানা,' সুইচ অফ করে দিলেন রাহাত খান।
কর্নেল শেখের চোখ একটু উদ্ভাসিত হয়ে উঠল, 'রানা? রানা—এখানে?'
'রানা কে?' প্রশ্ন করল ইফতিখার হায়দার।
'নামে না চিনলেও সিক্রেট নাম্বারে নিশ্চয়ই চিনবে। হেড অফিসের সবচেয়ে দামী অপারেটর,' বলল শেখ।
'এম. আর. নাইন?'
দরজা নক হলো। পরক্ষণেই জেনারেল ওয়াসিমের রিসেপশনিস্ট মেয়েটি দরজা খুলে দিয়ে সরে দাঁড়াল। ওকে নড করে ঘরে এসে দাঁড়াল রানা।
'রানা, তুমি জেনারেল ওয়াসিমকে চিনতে?' জিজ্ঞেস করলেন রাহাত খান।
বেশ জাঁকিয়ে বসেছে বুড়ো, দেখল রানা। ঢেঁকি নাকি স্বর্গে গিয়েও...আরও অনেক কিছু ভাবতে গিয়েও জেনারেল এবং অন্যদের দিকে তাকিয়ে থমকে গেল ও। কর্নেল শেখের সাথে কতদিন পর দেখা অথচ ও একটুও হাসছে না।
'স্যার, জেনারেল ওয়াসিম করাচী ব্যুরো ইনচার্জ অব কাউন্টার-ইন্টেলিজেন্স,' হঠাৎ বলতে শুরু করল রানা, '১৯৬৯ সালে করাচী ইন্টারকনে আলাপ হয়েছিল। পরিচয়টা অবিশ্যি এইমাত্র অনুমান করে নিলাম। উনি ওরিয়েন্ট কর্পোরেশনের বস্। ভদ্রলোক কথা খুব কম বলতেন...'
'হি কমিটেড সুইসাইড। তিন ঘণ্টা ছত্রিশ মিনিট আগে।' রানাকে অথৈ পানিতে ছুঁড়ে দিয়ে পাইপ ধরাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন রাহাত খান।
'কেন?' শুধু এ প্রশ্নটাই রানার মুখ থেকে বেরুল শেষ পর্যন্ত।
'আমরা এখনও কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারিনি,' বললেন রাহাত খান। আবার পুরো এক মিনিট নীরবতা। আপন মনে পাইপ টানছেন জেনারেল। রানার কাছে এগিয়ে এল কর্নেল শেখ। তারিক আখতার এগিয়ে গেল সিকান্দার বিল্লার কাছে। সবাই মৃদু কণ্ঠে আলোচনা শুরু করল।
'রানা আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবে,' হঠাৎ নাটকীয় ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়ালেন রাহাত খান। 'এই এখন থেকে তোমার নাম জেনারেল ওয়াসিম। চীফ অব করাচী ব্যুরো অব কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স।' কেউ কিছু বলা বা ভাবার আগেই রিসিভার তুলে নিলেন তিনি। 'প্লীজ, গিভ মি দ্য লাইন অব প্রেসিডেনশিয়াল সেক্রেটারিয়েট, পিন্ডি। ইয়েস, সিকিউরিটি অ্যাডভাইজার।' রিসিভার কানে রেখেই বললেন, 'তারিক, হায়দার, শেখ, সিকান্দার, রানা টেক ইয়োর সীট। তোমাদের সঙ্গে কিছু আলাপ করতে চাই।...উইথ হুম অ্যাম আই স্পীকিং...ও। আর. কে. বলছি। তিন ঘণ্টা চল্লিশ মিনিট আগে মেজর জেনারেল ওয়াসিম আত্মহত্যা করেছেন। হ্যাঁ, শকিং। খবরটা এখন চাপা দিতে চাই আমি। আই ওয়ান্ট প্রেসিডেনশিয়াল অর্ডার। ইয়েস, আমার একটা পরিকল্পনা আছে এবং সেটা কাজে লাগাতে চাই। থ্যাঙ্ক ইউ!' রিসিভার নামিয়ে রেখে রানাকে বললেন রাহাত খান, 'আজ থেকেই অফিস শুরু করতে চাও তুমি?'
'স্যার,' বলল শেখ, 'খবর আপনি চাপা দিতে পারেন। কিন্তু এই মুহূর্তে যদি কোন ফোন আসে তখন ধরা পড়ে যাবে রানা!'

'না, পড়বে না। আমরা হলোগ্রাম ব্যবহার করব।'

'সেটা, কি জিনিস?' জিজ্ঞেস করল তারিক আখতার।

'নাম শোনোনি?' বললেন জেনারেল, 'প্ল্যানিং ডিভিশনে খোঁজ নিলেই পাবে। টেপ রেকর্ডার ও সাউন্ড মিক্সচার ক্রস করে তৈরি হয়েছে রাশিয়ায়। আমরাও এনেছি। যে কোন কণ্ঠস্বর নকল করার জন্যে চমৎকার জিনিস। এ জন্যেই সেনাবাহিনীকে এখন নির্দেশ দেয়া হয় কারও ভয়েস যেন মান্য না করে কোড ছাড়া। মেজর জেনারেল ওয়াসিমের কণ্ঠস্বর প্রচুর রেকর্ড হয়ে গেছে সিকিউরিটিতে। রানার ভয়েসের সঙ্গে ওসব মিক্স করলে কেউ ধরতে পারবে না এদিকের বদলটা, অন্তত টেলিফোনে।'

'তাতে লাভ?'

'লাভ?' জেনারেল তাকালেন ব্রিগেডিয়ার তারিক আখতারের দিকে। 'এটা কি স্টক মার্কেট, ব্রিগেডিয়ার তারিক?'

ঘরটা সাউন্ড প্রুফ। নির্জনতা এবং নৈঃশব্দ্য চারদিক থেকে গ্রাস করতে লাগল রানাকে। মেজর জেনারেল ওয়াসিমের ভেলভেট মোড়া রিভলভিং চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে নিজেকে তাঁর মৃত আত্মা মনে হতে লাগল ওর। টেবিলের উপর পা তুলে দিয়ে একটা গানের কলি উচ্চারণ করতে গিয়েও সব কিছুকে মনে হলো মেকি।

ঘরের বাইরে বসা মেয়েটির নাম লায়লা-কি-যেন!

সকালে আলাপ হয়েছে। ওকে ডেকে গল্প করা যায়। কিন্তু মেয়েটিকে দেখে মনে হলো, নির্জন একাকিত্বের জন্যে এ মেয়ে বিপজ্জনক। শরীরের কার্ভগুলো রমনার রাস্তাগুলোকে হার মানায়। না, ওর কথা ভাববে না রানা। ভাবা যাক পাজী মেয়েটার কথা। হ্যাঁ, সোহানার কথা। কিন্তু সোহানা জানল না তার পদোন্নতির কথা। গতকালের পর আর দেখাই নেই। গতরাতেই বুড়োর অর্ডারে পিল পিল করে গিয়ে নিশ্চয়ই ঢাকার প্লেনে উঠেছে। বুড়োও কিছু বলবে না। করবে নাকি ঢাকা অফিসে একটা টেলিফোন। বুড়ো করাচী ইন্টারকনে। অথবা হয়তো এ অফিসের সিকিউরিটিতে বসে।

ঘড়ি দেখল রানা, মাত্র দু'ঘন্টা হয়েছে। ইন্টারকমের সুইচে চাপ দিল ও, 'কফি, প্লীজ।'

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই দরজায় নক করে ঢুকল লায়লা-কি-যেন মেয়েটি, রমনা কার্ভ নিয়ে। আবার বেল বটম সা লায়ার। মেজর জেনারেল ওয়াসিম লোকটা নাকি সাত্বিক বামুন ছিল, কিন্তু তার পার্সোন্যাল অ্যাসিসটেন্ট একেবারে লেটেস্ট মডেলের। শরীরে যত কার্ভ হোক না কেন, মেয়েটির ঠোঁটে মৃদু কাঁপুনিও দেখা গেল না। হয়তো দাঁত খারাপ। চোখ দুটি তেমনি। ওর পিছনে ট্রে নিয়ে ঢুকল নীল ইউনিফর্ম পরা এক লোক। তার মুখ নির্বিকার। লায়লা-কি-যেনকে বসতে বলল রানা। লোকটাকে ইশারায় যেতে বলে কফি বানাতে লাগল লায়লা।

'মেজর জেনারেল ওয়াসিমকে কতদিন ধরে চিনতেন আপনি?' খুব গম্ভীরভাবে জিজ্ঞেস করল রানা।

চোখ তুলে তাকাল মেয়েটি। মুখে কোন ভাষা ফুটল না। চামচ দিয়ে কফি নাড়ল। চমৎকার কাপটা রানার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'এ অফিস সংক্রান্ত কোন প্রশ্নের জবাব দিতে পারব না, দুঃখিত।'

'তবে কে দেবে?'

'সিকিউরিটি আর রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।'

'এটা কার নির্দেশ?' রানা কাপটা নিতে গিয়েও নিল না। 'মেজর জেনারেল রাহাত খানের?'

'জানি না,' বলল মেয়েটি। 'এ প্রশ্নেরও আওতার বাইরে রয়েছি আমি।'

'তবে আপনার সঙ্গে কি ধরনের আলাপ হতে পারে আমার এ চেয়ারে বসে?' হালকা ভাবে প্রশ্নটা করে কফিতে চুমুক দিল রানা। 'ব্যক্তিগত?'

'উত্তর দিতে পারি যদি...'

'যদি আপনার বয়স জিজ্ঞেস না করা হয়?' রানা হাসল। 'কফি নিন।'

একটু ভেবে আরেক কাপ কফি বানাতে লাগল মেয়েটি। 'আসলে এ ঘরে বেশিক্ষণ থাকাও উচিত নয় আমার,' বলল ও। 'হয়তো গোপন টেলিফোন আসতে পারে।'

'সেজন্যেই তো বসে আছি।' কিন্তু এ ঘরে নিজেকে বড় অনাহূত মনে হচ্ছে। একে বিদেশী...'

'বিদেশী?' চোখ বড় বড় করল মেয়েটি।

'ওই হলো। এক হাজার মাইল দূরে তো বটে,' বলল রানা।

'কিন্তু আপনি তো দেশে থাকেনই না বলতে গেলে।'

'আমাদের বুড়োর জন্যে সম্ভব হয় না সেটা।'

মেয়েটি হাসল প্রথমবারের মত। না, দাঁত খারাপ নয়। রানার সন্দেহ অমূলক।

কফি শেষ করে উঠে দাঁড়াল লায়লা-কি-যেন।

'আবার একা বসে থাকব?' বলল রানা।

আবার হাসল মেয়েটা। 'থাকতেই হবে। বরং অন্য সময়...'

'আজ সন্ধ্যায়?'

'হুঁ, আমার অবসর।'

'ঠিকানা জানলে নিয়ে আসতে পারতাম আপনাকে।'

মেয়েটি কিছু বলার আগেই ঝন ঝন করে বেজে উঠল টেলিফোন। দুজনের চেহারা মুহূর্তে বদলে গেল। হাত বাড়িয়ে হলোগ্রাম-এর সুইচ অন করল রানা। ত্রস্ত পায়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেল মেয়েটি। হ্যাঁ, ডিরেক্ট লাইনের টেলিফোনই বেজেছে। রাহাত খানের অনুমান ঠিক পথেই এগুচ্ছে।

আরাম করে বসল রানা। ছ'বার রিং হলো। সাত বারের মাথায় রিসিভারে হাত রাখল ও। তুলে নিয়ে নিচু স্বরেই বলল, 'হ্যালো!'

'ওয়াসিম?' একটা চাপা মেয়েলী সুর ভেসে এল।

একটু সামলে নিয়ে ঝাঁঝাল গলায় বলল রানা, 'এ নাম্বারে দ্বিতীয় কেউ ফোন রিসিভ করে না।'

'আপনি কথা রাখেননি!' ওপাশের কণ্ঠস্বর দ্বিতীয়বার কিছু না বলে আসল কথায়

চলে গেল। ও যে জেনারেল ওয়াসিম নয় ধরতে পারেনি ওরা। চট করে উত্তর দিল না রানা। ওপাশের গলা আবার বলল, 'আপনাকে শেষ সুযোগ দিয়েছিলাম আমি।'

'সুযোগটা গ্রহণ করতে পারিনি আমি,' বলল রানা। 'প্রেসিডেন্টের সঙ্গে জরুরী মীটিং ছিল।' উত্তেজনা বোধ করছে ও। কি এমন সুযোগ ছিল যা গ্রহণ করার চেয়ে জেনারেল ওয়াসিম মৃত্যুকে পছন্দ করলেন? কে এই মেয়ে? কে এই ব্ল্যাকমেইলার?

'আপনার অসুবিধা আমার বিবেচ্য নয়।' এবার একটু রুক্ষ শোনাল নারী কণ্ঠ। কয়েক মুহূর্তের নীরবতা। কোন কথা উদ্ধার করতে পারল না রানা, যা দিয়ে আরও কিছু কথা বের করা যায়। 'আজ সন্ধ্যায় আপনাকে আরেকটা সুযোগ দিতে পারি। যা যা জানতে চেয়েছি সব নিয়ে আজ সন্ধ্যায় না এলে আগামীকাল কারও জন্যে কেউ বসে থাকবে না।'

রানার শিরদাঁড়া বেয়ে সড় সড় করে নেমে গেল একটা শীতল স্রোত।

'শুনতে পেয়েছেন আমার কথা?' আবার প্রশ্ন করল নারী কণ্ঠ।

'সন্ধ্যা কটায়?'

'সেম টাইম। সেম প্লেস।'

ভাবার সময় নেই। দ্রুত বলল রানা, 'জায়গাটা বদল করলে ভাল হয়, আমার সেফটির জন্যে।'

'কেন?' নারী কণ্ঠে বিস্ময়।

'কারণ আমার নিরাপত্তা। রিস্ক নিতে পারি না আমি।'

'আপনি রিস্ক নিচ্ছেন না। কেউ সন্দেহও করবে না। আমরা জানি, আপনার সহযোগীরা জানে, আপনি মাঝে মাঝে একা সিনেমা দেখতে যান।'

'বিপদে পড়েছি আমি। সেটা আর বাড়াতে চাই না। অন্য কোথাও ব্যবস্থা করুন,' বলল রানা। 'অন্য হলে।'

ওপাশের মহিলা উত্তর দিল না কয়েক সেকেন্ডের জন্যে। 'ঠিক আছে,' বলল নারী কণ্ঠ, 'ব্যাম্বিনো সিনেমা হল। আগামীকাল সন্ধে সাড়ে ছটা।'

রানার উত্তর না শুনেই লাইন কেটে দিল মেয়েটা। স্তব্ধ হয়ে বসে রইল রানা। সত্যি তবে জেনারেল ওয়াসিম খানের মত মানুষ পরাজিত হয়েই আত্মহত্যা করেছে। অবিশ্বাস্য.

এ অবস্থায় বেশিক্ষণ থাকতে হলো না রানাকে। ঘরের ভেতর প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল কর্নেল শেখ, ব্রিগেডিয়ার তারিক আখতার আর সিকান্দার বিল্লাহ। উত্তেজনায় ফুটছে শেখ। যেন এই মুহূর্তে শুনতে পেয়েছে অ্যাটম বোমা নিয়ে ত্রিশটা প্লেন করাচী বম্বিং করার জন্যে ছুটে আসছে। তারিক আখতার বলল, 'তথ্য উদ্ধারের জন্যে কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারব না আমি।'

আগামীকালের কথাই ভাবল রানা। মেয়েটি কে?

সব শুনে শেখ বলল, 'আমাদের এত শক্তিশালী অর্গানাইজেশনের কাছে এই ব্ল্যাকমেইলের কথা চেপে গেলেন কেন জেনারেল ওয়াসিম?'

কঠিন প্রশ্ন। কেউ উত্তর দিতে পারল না।

সদর রোডে নামল রানা, ব্যাম্বিনো ও লিরিক সিনেমার মাঝামাঝি জায়গায়। ঠিক

সোয়া ছ'টায় ট্যাক্সি ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে নিয়ন সাইন আর পোস্টার দেখতে দেখতে এগুলো। ভাবখানা, স্ত্রী বাচ্চাদের নিয়ে মা বাপের কাছে গেছে, স্বামী বেচারা কোন কাজ পাচ্ছে না। বই-এর দোকানটা একবার দেখল ও, তারপর গিয়ে দাঁড়াল লাউঞ্জে। শো কার্ডগুলো দেখল। ছবির নামটা দেখার প্রয়োজন বোধ করল না—স্পাই ছবি। বেশ ভিড়। কারণ নিঃসন্দেহে বিকিনি পরা মেয়েটির হাতের বিশাল মাউজার। কড়ি কোমলের সমন্বয়ে অদ্ভুত অ্যারোটিক মনে হচ্ছে। আপার ক্লাস কাউন্টারের কাছাকাছি থাকল রানা। মেয়েটিকে চেনার কোন উপায় নেই। একমাত্র ভরসা ওর কণ্ঠস্বর। অথচ এর উপর ভরসা করাই উচিত নয়। মেয়েটিকে মেজর জেনারেল ওয়াসিম চেনেন অথবা মেয়েটি জেনারেলকে চেনে, অনুমান করল ও।

মেয়েরা দু'একজন আসছে, কিন্তু সন্ধ্যার শোতে একা কাউকে দেখা গেল না। একা আসাই উচিত মেয়েটির। অবশ্য, সাঙ্গপাঙ্গরা আশে-পাশেই থাকবে আশা করা যায়। হলের আশে-পাশে এবং ভেতরে কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের কয়েকজন হোমরা চোমরাও আছে। শেখ, তারিক আখতার ইত্যাদি।

ঘড়ি দেখল রানা, সাড়ে ছটা হতে তিন মিনিট বাকি। ভিড় কমে আসছে। যারা ছবি দেখবে তারা ভেতরে চলে গেছে। হঠাৎ কাউন্টারে এগিয়ে গিয়ে দুটো টিকিট চাইল ও। দাম দিতে এবং সীট চয়েজ করতে সময় নিল। একশো টাকার খুচরো বেশ গুণে-টুনে নিয়ে পকেটে রাখল।

আরও পনেরো মিনিট কেটে গেল।

মহিলা এসে মেজর জেনারেল ওয়াসিমকে না দেখে চলে গেছে, অনুমান করল রানা।

হঠাৎ বিকিনি পরা মেয়েটির দিকে তাকিয়ে চোখ আটকে গেল ওর। একটি মেয়ে আসছে। সঙ্গের লোকটা দূরত্ব রেখে আসছে। মেয়েটির চোখ ভিড়ের মধ্যে লোকগুলোকে দেখল মুহূর্তে। একটু থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। কাউন্টারে এসে ত্রিশ সেকেন্ডের মত দাঁড়িয়ে মত বদল করে গেটের দিকে এগুলো।

হ্যাঁ, এই হবে। মেয়েটির ইংরেজী উচ্চারণে ত-এর প্রভাব ছিল, স্মরণ করল রানা। মেয়েটির পরনে কালো স্ল্যাক্স, নীল পুল ওভার। কাঁধে বড় ফিতায় ঝুলছে বড় একটা চামড়ার নীল ব্যাগ। বয়স ত্রিশের উপরেই। ভরাট শরীর। কালো চুল মুখের দুপাশে ফ্রেম করা। উচ্চতা পাঁচ ফুট এক অথবা দেড় ইঞ্চি, নাক চোখের গড়ন বলে পূর্ব বাংলার পুবদিক থেকে জাপানের যেকোন অংশে জন্ম হতে পারে।

চলে যাচ্ছে মেয়েটি। পিছু নিল রানা। মেয়েটি একটা ফোক্স ওয়াগনের কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই ওর পাশে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। সিগারেট লাগাল ঠোঁটে। জ্বালাল রনসন লাইটার। তাকাল মেয়েটি। চোখা-চোখি হতেই চোখ ঘুরিয়ে নিল। কিন্তু রানার চোখ স্থির। আবার তাকাল মেয়েটি। চোখে চোখ পড়তেই আগুন নিভিয়ে স্বগতোক্তির মত বলল রানা, 'মিস্টার খান আসতে পারলেন না, বিশেষ কাজে আটকে গেছেন। এটাই জানাতে এসেছি আমি।'

চমকে গেল মেয়েটি, ভয় ফুটে উঠল চোখে। ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল সে, 'কি বলছেন আবোল তাবোল?'

কয়েক পা গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়ির ভিড়ে দ্রুত নেমে গেল ও। রানাও পিছু নিল একই গতিতে।

মেয়েটিকে লক্ষ করে বিভিন্ন দিক থেকে এগিয়ে যাচ্ছে কয়েকজন। হাঁটতে হাঁটতে জেব্রা-স্ট্রাইপের উপর দিয়ে রাস্তা পার হয়ে গাড়ির ভিড়ে ঢুকে পড়ল সে। গাড়ির ফাঁকে ফাঁকে এগুলো। চলন্ত ট্যাক্সি থামিয়ে উঠে পড়ার চেষ্টা করবে মেয়েটি এবার। দূরত্ব কমিয়ে আনল রানা।

হঠাৎ একটা দোকানে ঢুকে পড়ল মেয়েটি, ডিপার্টমেন্টাল স্টোর। প্রমাদ গুনল রানা। প্রায় দৌড়ে পিছু নিল। দেখল একটি অ্যাংলো সেলস্ গার্লের সঙ্গে কথা বলে 'উইমেন্স-ওয়্যার' ডিপার্টমেন্টে ঢুকে পড়েছে মেয়েটি। রানা পিছু নিতেই বাধা দিল সেলস্ গার্ল, 'ওনলি ফর...'

'মাই ওয়াইফ। আমার পার্স ওর কাছে রয়ে গেছে...ট্যাক্সি ভাড়া...' বলতে বলতে অ্যাংলো মেয়েটিকে সরিয়ে এগিয়ে গেল রানা! পাশের ঘরে মেয়েটি একটা কাউন্টারের পাশ দিয়ে মোড় নিল। একটু অবাক হয়ে পাশের দরজা দিয়ে অন্য ঘরে চলে এল রানা। অনুসরণ করেই বুঝল এটা সিঁড়ি। অন্ধকার। দেখা গেল না মেয়েটিকে। রানা থমকে দাঁড়াতেই একটা মৃদু শব্দ হলো উপরে। উপরে উঠে যাচ্ছে মেয়েটি। নিঃশব্দে উপরে উঠতে শুরু করল রানা, একটু নিচু হয়ে। উপরে হাই হিলের মৃদু খুটখাট শব্দ শোনা যাচ্ছে।

'ডোন্ট মুভ। অর আই উইল শুট।'

কথাটা কানে যেতেই সিঁড়ির উপর একটু সরে গিয়ে বসে পড়ল রানা। নীরবতা। নিচে একটা পায়ের শব্দ শোনা গেল। উঠে আসছে উপরে।

'ডোন্ট মুভ!' নারী কণ্ঠের হুঁশিয়ারী শোনা গেল আবার।

'ড্রপ ইয়োর গান।' শোনা গেল শেখের গলা।

উপর থেকে কোন উত্তর এল না। কিন্তু মৃদু পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। জুতো খুলে রেখে আরও উপরে উঠে যাচ্ছে মেয়েটি।

নিঃশব্দে উপরে উঠতে লাগল রানা। চিলে কোঠা। ছাদের দরজা খোলা। ছাদের দিকেই গেছে মেয়েটি। রানা একটু অপেক্ষা করে হোলস্টার থেকে বের করল ওয়ালথার পি.পি.কে.। তারপর হঠাৎ নিচু হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল ছাদে। না, কেউ গুলি করল না। উঠে দাঁড়াল রানা। কেউ নেই ছাদে। অন্ধকার ছাদের এক কোণে একটা পানির ট্যাঙ্ক, অন্য দিকে তিনটে টেলিভিশন অ্যানটেনা রাতের রাজপথ থেকে প্রতিফলিত আলোয় কঙ্কালের পাঁজরার মত লাগছে।

আর কারও ছায়া নেই। অথচ, জানে রানা, মেয়েটা যখন অশরীরি নয়, তখন উবে যায়নি। আশেপাশেই কোথাও আছে। ভুল হয়ে গেছে ওর। এই মুহূর্তে অন্ধকারের গায়ে মিশে থেকে হয়তো তাকে টার্গেট করছে সে। কোন আড়াল নেই ওর।

নড়ল না রানা। আরও প্রখর করে তুলল কানজোড়া। নামিয়ে দিল ওয়ালথারের সেফটি ক্যাচ।

গুলির শব্দ।

পায়ের শব্দ।

চিৎকার।

সিঁড়িতে। এক লাফে সিঁড়িতে পড়ে দৌড়ে নামতে শুরু করল রানা। অন্ধকার। মেয়েটির খুলে রাখা একপাটি জুতো পড়ল পায়ের নিচে। প্রথম তাক পার হতেই দেখল কর্নেল শেখ বাঁ হাতে পিস্তল তুলে ধরে সিঁড়ির নিচের দিকে তাক করেছে।

'ডোন্ট শুট,' চিৎকার করে উঠল রানা। দেখল গুলি লেগেছে শেখের ডান হাতে। কিন্তু দাঁড়াল না ও, ছুটে নামল নিচের দিকে। মেয়েটিও দৌড়ে নামছে। নিঃশব্দে। হাতে পিস্তল। দরজা খুলে দুজন লোক উঁকি দিয়েই দড়াম করে বন্ধ করে দিল দরজাটা। মেয়েটি দোকানের দরজা দিয়ে না ঢুকে সিঁড়ি ধরে নিচে নেমে আসছে। উপর থেকে রানা দেখল গুলির শব্দে অনেক লোক জড়ো হয়েছে নিচে। নেমে গেল মেয়েটি। লোকজন ছিটকে পড়ল চারদিকে। খুনে পিস্তল সবাই চেনে।

খাকি পোশাক পরা এক পুলিস চেঁচিয়ে কি যেন জিজ্ঞেস করেই তাকাল ছুটে আসা মেয়েটির পিস্তলের দিকে। মুহূর্তে তার হাত চলে গেল রিভলভারে। কিন্তু বের করতে পারল না। তার আগেই মেয়েটির হাতের ছোট বেরেটা থেকে আগুনের ঝলকের সঙ্গে বেরিয়ে এল তপ্ত সীসা। ককিয়ে উঠেই বসে পড়ল পুলিসটা।

মেয়েটি ছুটে বেরিয়ে গেল রাস্তায়। খালি পায়ে।

পিস্তলটা পকেটে ফেলে রাস্তায় বেরুল রানা। মিশে গেল ভিড়ে। মেয়েটি ছুটছে।

লম্বা বয়স্ক এক পুলিস সার্জেন্ট রিভলভার বের করে তাক করেছে মেয়েটিকে। রানা নিষেধ করতে গেল। কিন্তু দেরি হয়ে গেছে। মাটিতে লুটিয়ে পড়ল মেয়েটি। ওর কাছে গেল না সার্জেন্ট, পালস দেখার জন্যে আহত পুলিসের হাতটা তুলে ধরল। ছুটে গেল রানা। ব্যথায় বাঁকা হয়ে গিয়ে রানার দিকে তাকাল মেয়েটা। ওকে উঁচু করে ধরল রানা, 'কে আপনি? কে পাঠিয়েছিল?'

উত্তর দিল না মেয়েটি। চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে জ্বল জ্বল করে উঠল। তারপর স্থির হয়ে গেল।

লাশটা কংক্রিটে নামিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল রানা। ভিড় জমে গেছে আশপাশে। ভিড়ের ভেতর সার্জেন্টকেও দেখতে পেল ও। উঠে দাঁড়িয়ে ভিড় ঠেলে বাইরে এল রানা। চারদিকে চোখ মেলে খুঁজতে লাগল ব্যাগটা। ওই মেয়েটির হাতে একটা ব্যাগ ছিল। পিস্তলটা দেখল ফুটপাথে। ব্যাগটা ছিটকে পড়েছে রাস্তায়। একটা পার্ক করা গাড়ির পাশে পড়ে আছে।

ব্যাগটা তুলেই খুলে ফেলল রানা। ভেতরটা দেখল। কিছু টাকা আর মেয়েলী জিনিসের সঙ্গে পাসপোর্টটাও রয়েছে। বের করল সেটা। না দেখেই পকেটে ফেলল। তারপর ব্যাগটা ফেলে দিল রাস্তায়। মিশে গেল ভিড়ে। কেউ লক্ষ করার আগেই পালাতে হবে।

প্রচণ্ড শব্দে স্কীড করে একটা কালো মার্সিডিজ থামল ঠিক ওর সামনে। হাতটা হোলস্টারে পাঠিয়ে দেবার আগেই রানা দেখল: লেফট-হ্যান্ড ড্রাইভিং সীটে বসা ড্রাইভার একজন মহিলা। বোরখা পড়া কালো নেকাবে মুখ ঢাকা। খুলে গেল

দরজা।

'উঠে আসুন,' পরিষ্কার বাংলায় বলল বোরখা পরা মহিলা। কণ্ঠস্বরে চেনা যায় তাকে।

সীট থেকে ডানদিকে সরে গেল সোহানা। লাফ দিয়ে উঠে পড়ল রানা। সশব্দে দরজা বন্ধ করে একসিলারেটরে চাপ দিল ও। গাড়ি ছুটে চলল নেপিয়ার রোডের দিকে।

'হুঁ, তারপর?' জিজ্ঞেস করল রানা, 'এ পোশাকে কেন সুন্দরী?'

'ফলো করছিলাম আপনাকে,' বলল সোহানা।

দ্বিতীয়বার আপনি বলতে শুনে অবাক হয়ে ওর দিকে তাকাল রানা। সোহানা তো তুমি করেই কথা বলে ওকে।

'সোজা হেডকোয়ার্টারে চলে যাও।'

ব্যাক সীট থেকে ভেসে এল অতি পরিচিত গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বর। মেজর জেনারেল রাহাত খান। একটু বিভ্রান্ত হয়েই গাড়ির স্পীড বাড়িয়ে দিল রানা। আড়চোখে তাকাল পাশে। নেকাবে ঢাকা মুখ। চোখ দুটো দেখা যাচ্ছে। উপচে পড়ছে হাসি। ভাবখানা, কেমন জব্দ!

দুই

সারা ঘরে থম থমে নীরবতা।

মেজর জেনারেল রাহাত খান, ব্রিগেডিয়ার তারিক আখতার এবং রানা ঝুঁকে পড়ে দেখছে। সাদা অ্যাপ্রন পরা ল্যাবরেটরি চীফ পরীক্ষা করছে ডিটেকটর দিয়ে। দু'মিনিট রশ্মি ফেলে দেখে বলল, 'না, বিস্ফোরক জাতীয় কিছু নয়।'

চৌকা ছোট একটা বাক্স—সিগারেটের প্যাকেটের আকার। হলদে কাগজে মোড়া। এসেছে ব্যাঙ্কক থেকে, একটা ঠিকানা আছে প্রেরকের—প্রাপক মেজর জেনারেল ওয়াসিম খান। বাক্সটা দু'ঘণ্টা আগে এসেছে তার বাড়ির ঠিকানায়।

বাক্সটার চেহারা দেখলে মনে হয় নববর্ষের উপহার-টুপহার গোছের কিছু হবে একটা।

কিন্তু এসেছে ব্যাঙ্কক থেকে। সে জন্যে এটাকে সাধারণ কিছু মনে করতে পারছে না ওরা। যে মেয়েটি পুলিসের গুলিতে মারা গেছে, পাসপোর্টে তার নাম মোনিকা দোজাই। দশ দিন আগে ব্যাঙ্কক থেকে এসেছে থাই-এয়ারে। বয়স ৩৩। সিঙ্গাপুরের মেয়ে। জাপানে বিয়ে করেছিল, বিচ্ছেদ হয়ে গেছে। এখন থাইল্যান্ডের সিটিজেন। ব্যাঙ্ককে একটা আর্ট গ্যালারি পরিচালনা করে। প্রচুর ছবি বিক্রি হয় সেখানে। ক্রেতা আমেরিকান ও দূরপ্রাচ্যের রাজ পরিবার। বিভিন্ন এশিয়ান দেশগুলো ঘুরে শিল্পীদের কাছ থেকে ছবি সংগ্রহ করে। এসব তথ্য সংগ্রহ করা গেছে এখানকার এক খ্যাতনামা শিল্পীর কাছ থেকে। শিল্পী কিছুদিন আগে ওই মহিলার সঙ্গে আর. সি. ডি. দেশগুলো সফর করেছে গাড়িতে।

ওই শিল্পী এখন পুলিসের পাল্লায় পড়ে হাজত বাস করছে।

মেয়েটি সম্পর্কে আর কোন তথ্য পাওয়া যায়নি তখনও। এই বাক্সটা পাওয়ার আগে পর্যন্ত প্রায় অপ্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছিল তার অস্তিত্ব।

'রানা, সাবধান,' বলল ব্রিগেডিয়ার আতিক।

খুব সাবধানে এলুমিনিয়াম নির্মিত বাক্সের মোড়ক খুলল রানা। তাকাল জেনারেলের দিকে। ইশারা করলেন তিনি। হুক আলগা করে দিয়ে ঢাকনাটা খুলে ফেলল ও।

সবার শ্বাস পড়ল এক সাথে। এবং এক সঙ্গেই ঝুঁকে পড়ল সবাই। বাক্সের ভেতর একটা সাদা প্লাস্টিকের মোড়ক। মোড়কটা বের করল রানা। মোড়কের দু'পাশ সেলাই করে দেয়া। কাঁচি এগিয়ে দিল ল্যাবরেটরি চীফ। রানা কাটল একটা দিক। স্টেনলেস স্টীলের কিডনী ও ট্রেটা এগিয়ে দিল ব্রিগেডিয়ার তারিক। মোড়কটা কাত করল রানা।

চমকে উঠল ও। রি রি করে উঠল সমস্ত শরীর।

'স্ট্রেঞ্জ!' সিধে হয়ে গেলেন মেজর জেনারেল।

একটা মানুষের কড়ে আঙুল। কোন মেয়ের। রক্ত লেগে আছে, প্রায় কাঁচা। নখে রঙ নেই। হাজারটা সদ্য প্রসূত ইঁদুরের বাচ্চা ছুটে বেড়াতে লাগল রানার সারা গায়ে।

'কল ডক্টর সাদেক,' বললেন রাহাত খান। রানা তাকাল তাঁর দিকে। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন তিনি। সাদা কালো চুল, বলিরেখা ভরা মুখের ভেতর সদা জাগ্রত দুটো চোখ। কিন্তু এতদিন একসাথে থেকেও ওই চোখ জোড়াকে এমন বিভ্রান্ত হতে আর কখনও দেখেনি রানা। জেনারেলকে উত্তেজিত মনে হচ্ছে।

ব্রিগেডিয়ার তারিক ফোনে ডাকল ডাক্তার সাদেককে।

তিন মিনিট পর ডাঃ সাদেক আসতেই কাটা আঙুলটাকে দেখিয়ে বললেন জেনারেল, 'টেল আস হোয়াট ইজ দ্যাট, ডক্টর। কুইক।'

ঝুঁকে পড়ে আঙুলটা একবার দেখে নিয়েই সবার দিকে তাকাল ডাক্তার। আবার মনোনিবেশ করল কাজে। একটা গ্লোভ পরে দু'আঙুলে ওটা ধরে গন্ধ শুঁকল, চেপে দেখে রেখে দিল টেবিলে। 'এটা একটা মেয়ের হাতের কড়ে বা কেনি আঙুল,' বললেন তিনি। 'মেয়েটির বয়স বেশি নয়, এক সপ্তাহের মধ্যেই কাটা হয়েছে। জীবন্ত মানুষের হাত থেকেই। কেটেছে ধারাল অস্ত্রে এবং যে কেটেছে সে একজন সার্জন। এটা কোত্থেকে এল, স্যার?'

'ব্যাঙ্কক,' বললেন রাহাত খান, 'আর কিছু তথ্য দিতে পারেন, ডক্টর সাদেক?'

'চোখে দেখে আর কিছু বলা সম্ভব নয়। কেমিক্যাল অ্যানালাইসিসে হয়তো আরও কিছু বেরবে।'

'ঠিক তাই করুন। যতটা সম্ভব জানতে চাই আমরা,' কথা কটা বলেই দরজা খুলে বেরিয়ে গেলেন আর. কে.।

রানা ও ব্রিগেডিয়ার আতিক পিছন পিছন এগুলো। রাহাত খান সোজা গিয়ে ঢুকলেন মেজর জেনারেল ওয়াসিমের ঘরে। বসলেন কোণের সোফায়।

'আঙুলটা কার, স্যার?' জিজ্ঞেস করল ব্রিগেডিয়ার আতিক।

'কার?' রাহাত খান তাকালেন ব্রিগেডিয়ারের দিকে। সেই চোখ। 'আঙুলটা কার নিঃসন্দেহে বলতে পারতেন একমাত্র মেজর জেনারেল ওয়াসিম,' বললেন তিনি।

নীরবতা নামল ঘরে।

বাইরে রাত। নিয়নের নীলাভ আলোয় ঘরটা ভরে আছে। তিনজন বসে আছে একভাবে। রাহাত খান ধোঁয়া ছাড়ছেন পাইপের।

'স্যার,' ব্রিগেডিয়ার তারিক আবার নীরবতা ভাঙল, 'মেজর জেনারেল ওয়াসিম কি নারী ঘটিত সমস্যায় পড়ে···

'এর উত্তর আপনারই জানা উচিত। ওয়াসিমের সঙ্গে আমি কাজ করেছি উনত্রিশ বছর আগে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে। আমি তখন মেজর। ও ক্যাপ্টেন। আপনারা ছিলেন ওর বর্তমান কালের সঙ্গী।'

ব্রিগেডিয়ার তারিক বলল, 'তাঁর রেকর্ড যা এদিক সেদিক পেয়েছি তাতে মেয়েঘটিত ব্যাপার সম্পর্কে কোনো উল্লেখ নেই। তাঁর সঙ্গে ক্লাবে যারা মিশেছে তারা রসিকতা করে বলে স্ত্রী মারা যাবার পর মেজর জেনারেলের অ্যাপার্টমেন্টে কোন মেয়ে ঢোকেনি।'

'তবে আঙুলটা কার?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'তুমি কি ভাবছ এ সম্পর্কে?' পরীক্ষকের মত জিজ্ঞেস করলেন রাহাত খান।

'আমার ধারণা এ আঙুল যার তার সঙ্গে মেজর জেনারেল ওয়াসিমের নিকট সম্পর্ক থাকাটাই স্বাভাবিক,' বলল রানা। 'জেনারেল যেদিন প্রথমে ওদের ডেট মিস করেন সেদিনই ওই আঙুলটা কাটা হয়েছে তাঁকে ভয় দেখানোর জন্যে। কাটা হবে সে কথা জানতেন জেনারেল। সে জন্যেই তিনি আত্মহত্যা করেছেন।

'হুঁ।' রানাকে থামিয়ে পাইপে টান দিলেন রাহাত খান। 'এখন আমরা কি করতে পারি?'

'ওদের থামাবার জন্যে চেষ্টা···

'একটি মেয়েকে বাঁচাতে গিয়ে পুরো ডিপার্টমেন্টই স্ক্যান্ডালে জড়িয়ে পড়বে,' ব্রিগেডিয়ার বলল।

'স্ক্যান্ডাল?' একটু ভেবে রাহাত খান জিজ্ঞেস করলেন, 'ওয়াসিম সাধারণত কোথায় কাটাত সন্ধেটা?'

'বাড়িতে।'

'বেস্ট ফ্রেন্ড কে ছিল?'

'করাচী ইউনিভার্সিটির একজন অধ্যাপক।' একটু ভেবে তারিক আখতার বলল, 'নাম আশেক আনোয়ার।'

'রানা,' বললেন রাহাত খান, 'তুমি নাম ঠিকানাটা নাও। আমাদের জানতে হবে কার জীবন রক্ষার জন্যে ওয়াসিম নিজের জীবন দিল। কে তার কাছে এমন মূল্যবান ছিল?'

ড. আশেক আনোয়ার ছোটখাট মানুষ, কিন্তু ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন চেহারা। দিল্লির লোক। বিশুদ্ধ উচ্চারণে ইংরেজি বলেন। তাঁর ড্রইং রুমটা সাজানো গোছানো।

দেয়ালে সাদেকীনের পেইন্টিং। বাড়িটা একেবারে নির্জন স্বাভাবিক ভদ্রলোক অবিবাহিত।

নিজের পরিচয় দিল রানা সি. আই. ডি-র লোক বলে

অবাক হয়ে ওর দিকে তাকালেন ডক্টর আশেক।

'ডক্টর,' বলল রানা, 'আপনার কাছে এসেছি কয়েকটা তথ্য জানতে।'

'বলুন কি করতে পারি?' হাতের বইটা পাশের টেবিলে রাখলেন অধ্যাপক।

'আপনি মেজর জেনারেল ওয়াসিমের বন্ধু। ওঁর সম্পর্কে কিছু কথা জিজ্ঞেস করব আপনাকে, কথাগুলো একান্তই গোপনীয়।

কোন কথা বললেন না ডক্টর। শুধু দুই ভুরুতে একটা গিট পড়ল

'আপনার সঙ্গে মেজর জেনারেলের আলাপ কত দিনের?'

রানার দিকে একভাবে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন ডক্টর আশেক। তারপর বললেন, 'আমাদের আলাপ ছেলেবেলা থেকে। দুজনেই দিল্লির লোক। মাঝখানে দেখা কম হত, কারণ ও ছিল আর্মিতে। তারপর ও করাচীতে সেটল করার পর আবার নতুন করে গড়ে ওঠে বন্ধুত্ব। তারও প্রায় বিশ বছর হয়ে গেল হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন?'

ডক্টরের প্রশ্নের কোন জবাব দিল না রানা। কিছুটা সময় নিয়ে আবার প্রশ্ন করল, 'সম্প্রতি, মানে স্ত্রী মারা যাবার পর, জেনারেলের ব্যক্তিগত জীবনে কোন নারী...'

'নারী!' বিস্মিতভাবে তাকালেন ড. আশেক। তারপর চোখ দুটো ছোট করে দেখলেন রানাকে। লাফ দিয়ে উঠলেন সোফা ছেড়ে। 'কি সব নোংরা প্রশ্ন করছেন? আপনি কে, আমি এখুনি ফোন করব ওয়াসিমকে।' রিসিভারটা সত্যি সত্যি তুলে নিলেন তিনি।

'উনি এ মুহূর্তে এখানে নেই,' বলল রানা। 'মেজর জেনারেল ওয়াসিমের জন্যেই প্রশ্নটা করছি আপনাকে।'

'কিন্তু ওয়াসিমকে জিজ্ঞেস না করে তার সম্পর্কে কোন প্রশ্নের জবাব আমি দেব না,' বললেন ড. আশেক। 'টেকনিক্যাল অসুবিধা আছে'

'যেহেতু তিনি সিক্রেট সার্ভিসের লোক?'

চমকে তাকালেন ডক্টর আশেক। 'আপনি কে?'

'একই ডিপার্টমেন্টের লোক,' বলল রানা। 'এবার আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন?'

'আপনাদের ডিপার্টমেন্ট চীফের বিরুদ্ধে স্পাইং করাচ্ছে?' নিখাদ বিস্ময় ফুটে উঠল ডক্টর আশেকের গলায়। 'কি হয়েছে ওয়াসিমের?'

'মেজর জেনারেল ওয়াসিম মারা গেছেন,' বলল রানা।

'কী!' থমকে তাকালেন অধ্যাপক। মুখ থেকে সব রক্ত যেন সরে গেল। 'কি বললেন?'

'হি ইজ ডেড,' আবার বলল রানা। 'ডক্টর আশেক, এই মুহূর্তে তাঁর মৃত্যু সম্বন্ধে আর কিছু জানাতে পারছি না। ব্যাপারটা এখন স্টেট-সিক্রেট আপনি এ বিষয়ে কারও সঙ্গে আলোচনা করবেন না। তাঁর মৃত্যুটা দুঃখজনক এই ব্যাপারে

আমরা তদন্ত করছি। সেজন্যেই আপনার কাছে আসা। আশা করছি এবার আমার প্রশ্নের গুরুত্ব বুঝতে পারছেন আপনি?'

'ওয়াসিমের মৃত্যু কি স্বাভাবিক ভাবে হয়নি?'

'কিছু বলতে পারছি না, দুঃখিত।' রানা জিজ্ঞেস করল, 'মেজর জেনারেলের জীবনে এমন কোন মহিলা ছিলেন কি যার জন্য তিনি সব কিছুকে তুচ্ছ ভাবতে পারেন?'

'নারী!' বিভ্রান্ত ভাবে শব্দটা উচ্চারণ করলেন ডক্টর আশেক 'না, কোনো নারী ওয়াসিমের মত স্বয়ংসম্পূর্ণ লোককে সব কিছু তুচ্ছ করতে উৎসাহিত করতে পারত না ও ছিল আদর্শবাদী মানুষ। একটু পুরানো ধরনের আদর্শবাদী বলতে পারেন। ওর স্ত্রী সাঈদা ক্যান্সারে মারা গিয়ে ওর প্রেম-জীবনও শেষ করে দেয়। আবার বিয়ে করার কথা বলেছি। কিন্তু ও কান দেয়নি।'

'এমন তো হতে পারে গোপনে তাঁর কেউ ছিল?' বলল রানা

'অসম্ভব। করাচীতে আমরা নিয়মিত মিশেছি বিশ বছর এর মাঝে আর কোন মেয়ে সম্পর্কে ভাবতে দেখিনি তাঁকে।'

'কিন্তু কেউ নিশ্চয়ই ছিল, ডক্টর,' হঠাৎ রুক্ষ কণ্ঠে বলল রানা। 'হয় আপনি লুকাচ্ছেন, অথবা জানেন না। কিন্তু কেউ একজন ছিলই

রানার মুখের দিকে তাকালেন অধ্যাপক রানা দেখল তাঁর চোখ দুটো ভেজা, অসহায়।

'মিস্টার মাসুদ,'...কিছু বলতে গিয়ে থমকে গেলেন তিনি।

'ব্যাঙ্ককে কে আছে তাঁর?' আচমকা জিজ্ঞেস করল রানা।

'ব্যাঙ্ককে?' এবার ভীষণ চমকে উঠলেন ডক্টর আশেক।

'কে?' জিজ্ঞেস করল রানা, 'মেয়েটি কে?'

'মেয়েটি...' সোজা হয়ে দাঁড়ালেন ডক্টর আশেক, 'মেয়েটি অন্য কেউ নয়, ওয়াসিমের একমাত্র কন্যা সাকী!'

এবার যেন সমস্ত ঘটনা থেকে ছিটকে পড়ল রানা। 'তাঁর মেয়ে?' কোনমতে বলল ও। 'কিন্তু তাঁর মেয়ে তো দশ বছর আগে রোড অ্যাকসিডেন্টে মারা গেছে!'

মাথা নাড়লেন ডক্টর আশেক, 'না, মারা যায় নি। ওয়াসিম সবাইকে মৃত্যুর খবর দিলেও মারা যায় নি ও। আমরা কয়েকজনই মাত্র আসল ঘটনাটা জানি। এখনও বেঁচে আছে সাকী।'

'কিন্তু কি ভাবে এবং কেন চাপা দেয়া হলো ব্যাপারটা?'

'তা আমি ব্যাখ্যা করতে পারব না। তবে এটুকু বলতে পারি বউকে চিকিৎসার জন্যে টোকিও নিয়ে গিয়েছিল ওয়াসিম। তার মৃত্যুর পর দশ বছরের সাকীকে নিয়ে ফারইস্টের বিভিন্ন দেশে ঘুরে বেড়ায় সে। আপনি হয়তো জানেন, মোটর অ্যাকসিডেন্টটা ঘটে থাইল্যান্ডে। চানথাবারি থেকে গাড়িতে ফিরছিল ওয়াসিম। নিজেই ড্রাইভ করছিল। পাহাড়ি অঞ্চল, হঠাৎ গাড়ি উল্টে যায়। গাড়িতে সাকী ছিল। কিন্তু সে মরেনি। মাথায় আঘাত পায়। চানথাবারি অঞ্চলের একটা হাসপাতালে সুস্থ হয়ে ওঠে। কিন্তু দেখা গেল মানসিক দিক থেকে ঠিক হলো না সাকী।'

'পাগল?'

'না। আরও খারাপ। শিশুর মত হয়ে গেল ও। স্মৃতিশক্তিহীন। কিন্তু শারীরিক দিক থেকে স্বাভাবিক ভাবেই বেড়ে উঠল।'

'এখন তার বয়স কত?'

'আঠারো উনিশ হবে।'

'এখন কোথায় আছে ও?'

'থাইল্যান্ডের একটি আমেরিকান হোমে। ওখানে তাকে নানা ধরনের চিকিৎসা করা হয়, কিন্তু লাভ হয়নি। ওয়াসিম সারা জীবন নিজেকেই এর জন্য দায়ী করেছে। বছরে একবার ব্যাঙ্কক গেছে, কিন্তু মেয়ের এই অবস্থা সহ্য করতে পারত না ও। মেয়েও তাকে চিনতো না অথচ ওয়াসিম মনে করত তার মেয়ে একদিন ভাল হয়ে উঠবেই।'

'হোমের ঠিকানাটা জানেন আপনি?'

'না ঠিকানার প্রয়োজন আমার কোনদিন হয়নি।'

'এই চিকিৎসার খরচ চালাত কে?'

'অফকোর্স, ওয়াসিম। তার ব্যাঙ্ক রেগুলার টাকা পাঠাত।' অধ্যাপকের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল রানা। এগিয়ে গেল ফোনের কাছে ডায়াল করল একটা নাম্বারে ওপাশে শুনতে পেল মেজর জেনারেল রাহাত খানের জলদ কণ্ঠস্বর।

'স্যার,' বলল ও, 'উই নিড জেনারেল ওয়াসিমস ব্যাঙ্ক ম্যানেজার আমি আসছি।'

রিসিভার নামিয়ে রেখে ডক্টর আশেককে বলল রানা, 'ধন্যবাদ। পরে দেখা হবে।' উত্তরের অপেক্ষা না করে বেরিয়ে এল বাইরে।

'আমরা এখন কি করতে পারি?' জিজ্ঞেস করল ব্রিগেডিয়ার তারিক

'সাকীকে উদ্ধার করব,' বললেন মেজর জেনারেল রাহাত খান। 'এই ঘটনার পেছনের চক্রান্তকে ভাঙতে হবে। সব চেয়ে বড় কথা জানতে হবে কেন ওয়াসিম আত্মহত্যা করল।'

'তিনি আত্মহত্যা করেছেন যাতে তার মেয়ের কোন ক্ষতি না হয়। যারা তাঁকে ব্ল্যাকমেইল করতে চেয়েছে তাদের এখন আর কিছু করার নাই,' বলল তারিক আখতার।

'কিন্তু ওরা জানে এখনও বেঁচে আছে মেজর জেনারেল ওয়াসিম,' বলল রানা। 'আমরা দুটো কাজ করতে পারি। এক, প্রেসের কাছে জানিয়ে দেয়া জেনারেলের মৃত্যু খবর। তারপর অপেক্ষা করা—কোথাকার পানি কোথায় যায়। কিন্তু এব্যাপারে পুরো নিয়তির উপর নির্ভর করতে হচ্ছে। দুই, অ্যাকশান। সাকীকে উদ্ধারের জন্যে পুরো শক্তি নিয়োগ।'

'কিন্তু তাতে লাভ?' প্রশ্ন করল ব্রিগেডিয়ার তারিক। 'ওরা মেরে ফেলবে সাকীকে।'

'যাই ঘটুক,' রাহাত খান তাকালেন সবার দিকে, 'উই উইল সেন্ড এ মিশন। এটা ব্ল্যাকমেইলের সাধারণ ঘটনা নয়। যাকে ব্ল্যাকমেইল করা হচ্ছিল তার টাকা

নেই। ছিল শুধু কিছু সিক্রেট। জেনারেল ওয়াসিমের কাউকে কিছু দেয়ার থাকলে দিতে পারত শুধু অফিসিয়াল সিক্রেট। আর তা দিতে চায়নি বলেই আত্মহত্যা করেছে ও।'

দরজায় নক করে ভেতরে ঢুকল সায়লা। 'টেলিফোন। ব্যাঙ্ক থেকে,' বলল ও

রানাকে ইশারায় বললেন জেনারেল। টেবিল থেকে রিসিভার তুলে নিয়ে রানা বলল, 'কিছু জরুরী ইনফর্মেশনের জন্য আপনাকে খবর দিয়েছি। আমি স্টেট সিকিউরিটি থেকে বলছি।' একটু থেমে বলল, 'জেনারেল ওয়াসিম খানের মেয়ে সাকীর ঠিকানা কি?'

ওপাশে ব্যাঙ্ক ম্যানেজার কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'এ বিষয়ে আমি জেনারেল ওয়াসিম ছাড়া আর কারও সাথে আলাপ করতে পারি না।'

'কিন্তু স্টেট সিকিউরিটি থেকে আপনাকে তুলে আনার জন্যে এখনই দুজন আর্মড পুলিস পাঠানো হলে?' হুমকি দিল রানা।

আবার নীরবতা। তারপর শোনা গেল, 'বলুন কি জানতে চান?'

'ঠিকানা।'

'ব্যাঙ্কক থেকে ৭৫ মাইল উত্তরে ফম দানগ্রাক অঞ্চলের আমেরিকান হোম। পরিচালক ড. স্টুয়ার্ট রেগান। ওটা রেগান ক্লিনিক বলে পরিচিত।'

'ওখান থেকে সম্প্রতি কোন খবর পেয়েছেন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'না,' বলল ম্যানেজার। 'আমি ডক্টর রেগানের সঙ্গে যোগাযোগ করি না কখনও, টাকা পাঠানো ছাড়া।'

'মাসে কত টাকা?'

'তিন হাজার। অবশ্য ডলারেই দিতে হয়।'

'শেষবার টাকা কবে পাঠিয়েছেন?'

'বারো দিন আগে।'

'ধন্যবাদ,' বলল রানা। 'আপনি দৃঢ় চরিত্রেব লোক বলেই জেনারেল আপনাকে বিশ্বাস করেছিলেন। এখন আমার অনুরোধ আমাদের এই আলোচনাটা একান্ত গোপনীয় বলে ধরবেন।'

নিজেকে দায়িত্বশীল বলেই দাবি করল ব্যাঙ্কার। রিসিভার নামিয়ে রাখল রানা। বলল, 'অল রাইট, স্যার।'

'তোমরা বোধহয় একটু চিন্তায় পড়েছ,' ওদের দিকে তাকিয়ে বললেন জেনারেল, 'বাট আই উইল সেন্ড মাই মিশন!'

'ফ্রম ঢাকা?' জিজ্ঞেস করল ব্রিগেডিয়ার।

'নো।' বললেন রাহাত খান। 'এখান থেকেই যাবে। রানা, তুমি তৈরি?'

বুড়ো ভুলে গেছে ছুটির কথা। 'ইয়েস, স্যার,' মৃদু হেসে বলল রানা।

'গুড।' উঠে দাঁড়ালেন জেনারেল।

'ওয়ান ম্যান মিশন?' জিজ্ঞেস করল ব্রিগেডিয়ার তারিক।

উত্তর দিলেন না রাহাত খান। খুলে রাখা কোটটা হ্যাঙ্গার থেকে নিয়ে বাম হাতের ওপর ফেলে বের হয়ে গেলেন ঘর থেকে।

তিন

সাউথ ইস্ট এশিয়ার বৃহত্তম শহর ব্যাঙ্কক। ৩৫ লক্ষ লোকের বাস। ১৭৮২ সাল থেকে থাইল্যান্ডের রাজধানী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন শহর। ছবির মত করে সাজানো চারদিক। প্রকৃতি একে সারা বছর বর্ণিল করে রাখে। এর মাঝখান দিয়ে প্রবাহিত মেনাম চাওফিয়াও-এর স্রোত।

'অ্যাটেনশন প্লীজ,' মাইক্রোফোনে ক্যাপ্টেনের গলা শুনে একটা কান খাড়া করল রানা। গাইড বইটা রেখে দিল। 'ব্যাঙ্কক এসে গেছে। এখন প্লেন থাইল্যান্ডের মাটি স্পর্শ করবে,' ঘোষণা শেষ হলো।

প্লেন ল্যান্ড করল দনসুয়াং এয়ারপোর্টে।

এক সপ্তাহ সময় দেয়া হয়েছে ওকে। এর ভেতর উদ্ধার করতে হবে সাকীকে। এক সপ্তাহ পর সরকারী ভাবে মেজর জেনারেল ওয়াসিমের মৃত্যু সংবাদ প্রকাশ করা হবে। প্লেন থেকে নামতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল রানা। তার সামনে এয়ারপোর্টের কালো চত্বরে সার বেঁধে নেমে যাওয়া লোকের সারিতে ছাই রঙের স্যুট পরা লোকটাকে চেনা মনে হচ্ছে। লিউ ফু-চুং। চাইনিজ ইন্টেলিজেন্সের কোলকাতা ব্যুরো চীফ। চাইনিজ সিক্রেট সার্ভিসও এখানে মিশন পাঠিয়েছে। লিউ ওর পুরানো বন্ধু। কিন্তু এখন নয়। দুজনই এখন ছদ্ম পরিচয়ে আছে। এখানে রানার পরিচয় জুট ম্যাগনেট।

মিষ্টি কণ্ঠ শুনে ঘাড় ফিরিয়ে থাই এয়ারের সুন্দরীকে দেখল রানা। 'দুঃখিত' বলে এগিয়ে গেল ও। সময় থাকলে সুন্দরীকে খুশি করা যেত।

ঠিক ছিল হোটেল হিলটনে উঠবে রানা। কিন্তু সিদ্ধান্ত বদলে ফেলল গাড়িতে উঠে। ট্যাক্সি ড্রাইভারকে নির্দেশ দিল 'হোটেল এরাওয়ান।'

দনসুয়াং এয়ারপোর্ট থেকে ট্যাক্সি ছুটে চলল শহরের দিকে। বিকেল সাড়ে চারটা।

হোটেল রুম থেকে পরেরদিন নটায় বেরুল রানা। সোজা নেমে গেল নিচে। একটা গাড়ি ভাড়া করল সোফার ছাড়া। সিক্সটি সেভেন মডেল শেভ।

পনেরো মিনিটের মধ্যে রানাকে দেখা গেল বিজয় স্তম্ভের পাশ দিয়ে এগিয়ে যেতে উত্তরে। ত্রাচাথিপাত রোডে উঠে গাড়ির স্পীড মিটারের কাঁটা ষাট মাইলের কোঠায় নিয়ে এল ও। রাস্তার মাইল স্টোন দেখল; ফম দনগ্রাক ৬৫ মাইল।

এক ঘণ্টার মধ্যে নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে গেল রানা। পাহাড়ী অঞ্চল। হাইওয়ে থেকে কাঁচা রাস্তায় নেমে এল রানা। এগিয়ে গেল আধ মাইলের মত। তারপর ব্রেক করল। গাড়িটা রেখে কিছুদূর পায়ে হেঁটে এগুলো ও। 'ডক্টর রেগানস ক্লিনিক।' তীর চিহ্নিত সাইনবোর্ড ধরে এগিয়ে গেল রানা। দেখতে পেল পাহাড়ের গায়ে আধুনিক স্থাপত্যের নিদর্শন। সাদা ধবধবে কতগুলো একতলা বাড়ি। চারদিকে তারকাঁটার বেড়া।

গেটের দিকে পা চালাল ও।

কেউ নেই গেটে। বাগানটা সুন্দর করে সাজানো। তারপরেই গাড়ি-বারান্দা গেট খুলে গাড়ি বারান্দার দিকে এগিয়ে গেল রানা। বারান্দাও খালি

হঠাৎ কোলাহল শুনে চারপাশে তাকাল ও। একদল ছেলেমেয়ে আসছে। তাদের সামনে সাদা পোশাক পরা একটি মেয়ে মেয়েটির চোখ রানার উপর। ছেলেমেয়ের দলটা ভেতরে চলে গেল। মেয়েটি দাঁড়াল ওর সামনে। 'ড. রেগানের সঙ্গে দেখা করতে চাই আমি,' ইংরেজিতে বলল রানা

'আপনার অ্যাপয়েন্টমেন্ট কটায় ছিল?'

'অ্যাপয়েন্টমেন্ট—না, অ্যাপয়েন্টমেন্ট করার সময় পাইনি। আমি এসেছি—'

'দুঃখিত। অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়া ডক্টর কারও সঙ্গে দেখা করেন না,' বলে মেয়েটি আর দাঁড়াল না ওখানে।

বেগতিক দেখে এগিয়ে গিয়ে ওর পথ আটকে দাঁড়াল রানা। বলল, 'আমি ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করার জন্যে করাচী থেকে এসেছি ' নিজের কার্ডটা বের করে মেয়েটির হাতে দিল ও। 'ডক্টরকে বলুন, জীবন-মরণ সমস্যাই আমার আসার কারণ। তাঁর সঙ্গে দেখা না করে আমি এক পাও নড়ছি না

কার্ডটা ধরে মেয়েটি রানার দিকে চেয়ে বিরত বোধ করল যেন। তারপর ওটা প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে দরজা খুলে চলে গেল ভিতরে

সব কিছু রহস্যময় মনে হচ্ছে। অথচ গতকাল ব্যাঙ্কক থেকে পাওয়া খবর থেকে জানা গেছে, ইনি বেশ নামকরা ডাক্তার। গত তেইশ বছর ধরে এই হোম গড়ে তুলেছেন। ফোর্ড ফাউন্ডেশনের টাকায়। কোন স্পাই রিং বা ব্ল্যাক মেইলারদের সঙ্গে এই লোকের জড়িত থাকা অসম্ভব না হলেও ভাবতে হোঁচট খেতে হয়। সাকী যে এখানে নেই, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবুও এখান থেকেই শুরু করতে হবে কাজ। ডক্টর রেগান আগে থেকে টের পেয়ে থাকতে পারেন কিছু একটা হয়েছে সাকীর।

দরজা আবার খুলল।

মেয়েটি তেমনি স্থির মুখে রানাকে দেখে নির্বিকার ভাবে বলল, 'আসুন।' ওর গলার স্বর আর চেহারা থেকে অনুমান করা যায় হুকুম হলে এভাবেই বলত সে, 'নো, গেট আউট।'

সাদা করিডর ধরে মেয়েটিকে অনুসরণ করে এগিয়ে চলল রানা। একটা দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল মেয়েটা। কপাটে লেখা: ডক্টর স্টুয়ার্ট রেগান।

দরজা খুলে ধরে আবার বলল মেয়েটি, 'আসুন।'

সুন্দর করে সাজানো, আলোকিত বিরাট ঘরের একটা দিকে ভারী পর্দা ঝুলছে। বিশাল এক টেবিল। তার ওপাশে একটু কাত হয়ে বসা এক বৃদ্ধ। সাদা চুল। ফ্রয়েডের মত দাড়ি। হাতে রানার কার্ড।

'আপনার নাম মাসুদ রানা?'

'হ্যাঁ।' বলল রানা। লক্ষ করল মেয়েটি তখনও দাঁড়িয়ে আছে দরজায়। মেয়েটিকে দেখিয়ে ডাক্তারকে বলল ও, 'আমি কয়েকটা কথা বলতে চাই—শুধু আপনাকেই।'

অবাক হয়ে তাকালেন ডাক্তার। রানা শুনল পেছনের দরজা খুলে আবার বন্ধ হয়ে গেল। বেরিয়ে গেল মেয়েটি। এগিয়ে গিয়ে একটা চেয়ারে বসল রানা।

'বলুন,' বলল রেগান।

'করাচী থেকে এসেছি, ওয়াসিম খানের কন্যা সাকী সম্পর্কে কিছু জানতে,' বলার সময়ে ডাক্তারের মুখের দিকে তাকিয়ে তাঁর প্রতিক্রিয়া দেখার চেষ্টা করল রানা।

রেগান কেবল একবার চোখ তুলে তাকালেন। 'আপনি কি অথরাইজড্ পার্সন?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'না,' বলল রানা মৃদু কণ্ঠে।

'তবে আপনি একটু ভুল করে এতদূর চলে এসেছেন, মিস্টার মাসুদ,' বললেন ডা. রেগান। 'চিকিৎসা চলাকালে একমাত্র অথরাইজড্ পার্সন ছাড়া আর কারও সঙ্গে রোগীকে নিয়ে আলোচনা বা তার সম্পর্কে তথ্য দেই না আমরা। আপনার কাছে কোন চিঠি আছে?'

'না, নেই।' ব্রীফকেস খুলে তার ভেতর থেকে একটা কাগজ বের করল রানা। বলল, 'তবে আমি এসেছি একটা খবর পেয়ে। আমরা খবর পেয়েছি এখন সাকী এখানে নেই। হ্যাঁ, আপনিও জানেন কথাটা, সাকীকে কিডন্যাপ করা হয়েছে এখান থেকেই।'

'স্ট্রেঞ্জ!' উঠে দাঁড়ালেন রেগান, 'কিন্তু আপনার গল্প শোনার সময় আমার নেই।'

'ডক্টর,' রানাও উঠে দাঁড়াল, 'আপনার মত আমিও ঘটনাটা আপাতত গোপন রাখতে চাই ইনভেস্টিগেশনের জন্যে। আপনি জানেন মিস্টার ওয়াসিম খান একজন পদস্থ সরকারি কর্মচারী। তিনি এ ব্যাপারটা এখনও জানেন না। আপনি প্রশ্নের উত্তর না দিলে কালই থাই পুলিস আমাদের সরকারের অনুরোধে তল্লাশি চালাবে। তার ফলাফল আপনি জানেন—ইন্টারন্যাশনাল স্ক্যান্ডাল!'

এবার দেখা গেল রেগান কিছুটা অস্বস্তি বোধ করছেন। রানার কার্ডটা আবার দেখলেন তিনি। বুঝলেন, জুট ম্যাগনেট সাধারণ কেউ নয়। আঙুলের দিকে তাকিয়ে বোঝা গেল বৃদ্ধ বেশ বিচলিত হয়ে পড়েছেন। রানাকে একবার দেখেই বললেন, 'মিস্টার খানকে আমি আজই জানাব তার কন্যাকে আর এখানে রাখা সম্ভব নয়...আমি...'

'সাকী কোথায়?' কেটে কেটে বলল রানা, 'এটুকুই আপনার কাছ থেকে জানতে চাই আমি।'

কার্ডটা নামিয়ে রাখলেন বৃদ্ধ। 'এখানে নেই,' বললেন তিনি। 'কিন্তু আগামী সোমবারেই ফিরে আসবে।'

'আগামী সোমবার?' শূন্য দৃষ্টি মেলে তাকাল রানা। 'সোমবার কেন?'

চেয়ারটায় বসে পড়ে এক মিনিট চুপ করে থেকে ডাক্তার বললেন, 'ওকে সমুদ্র পাড়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, সঙ্গে একজন রয়েছে। এটা মিস্টার খানের অনুরোধেই করা হয়েছে।'

'ডক্টর রেগান,' বলল রানা, 'আমি এখানে এসেছি সাকীর খোঁজে। এবং

আমাদের হাতে প্রমাণ আছে সাকীকে এখান থেকে কিডন্যাপ করা হয়েছে। এখন, ডক্টর, আপনি যদি পুরো সহযোগিতা না করেন আমি পুলিসের সাহায্য নিতে বাধ্য হব। প্রেস কনফারেন্স ডাকব।'

'মিস্টার মাসুদ, ভয় দেখাবার চেষ্টা করবেন না,' বললেন রেগান 'আপনার গল্প যদি সত্যি হয়, তবে মিস্টার ওয়াসিম খান নিজেই আসতেন। আমি···'

'আপনি আমাকে সাহায্য করবেন কিনা সেটাই বলুন,' স্পষ্ট গলায় উচ্চারণ করল রানা।

উত্তর দিলেন না রেগান। এক মুহূর্ত রানার দিকে তাকিয়ে থেকে এগিয়ে গেলেন কালো মেহগনি কেবিনেটের দিকে। কেবিনেট থেকে একটা ফাইল বের করে দেখলেন উল্টেপাল্টে। তারপর এগিয়ে এলেন টেবিলের কাছে। একটা কাগজের টুকরো ফাইল থেকে বের করে এগিয়ে দিলেন রানার দিকে। 'এটা চানথাবারির ঠিকানা। এখানে মিস খানকে পেতে পারেন।'

'ডক্টর,' নির্বিকার কণ্ঠে বলল রানা, 'আপনি ওখানে একটা টেলিফোন করুন।'

'কিন্তু···'

'দেখুন ওখানে সাকী সত্যি সত্যি আছে কি না,' রানা সহজ ভাবেই বলল, 'আপনার মত নিশ্চিত আমি নই।'

দুজন কয়েক সেকেন্ড পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে রইল। রেগান রিসিভার তুলে ইন্টার ডিস্ট্রিক্ট লাইন চেয়ে নাম্বারটা বললেন। একটু পর রিসিভার নামিয়ে রাখলেন তিনি। বললেন, 'এ নাম্বারে কোন রিসিভার নেই।' তাঁর চাউনি ফ্যাকাসে।

'এখন দেখুন ও নামে কোন ক্লিনিক আছে কি না।'

অন্য নাম্বারে ডায়াল করে সিয়ামিজ ভাষায় তিন মিনিট কথা বললেন রেগান। রিসিভার নামিয়ে রেখে আবার মাথা নাড়লেন, 'নেই।'

'তবে?'

'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না মিস্টার মাসুদ।' দ্রুত পায়চারি করতে লাগলেন তিনি। 'ওরা অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে এসেছিল, ডাক্তার নার্স সহ। জাপানী ডাক্তার মিস্টার ওয়াসিম খানের নিজের হাতে লেখা অথরাইজেশন লেটারও দেখিয়েছিল, আমাকে দিয়েছিল। আমি আপনাকে সেটা দেখাচ্ছি!'

ডা. রেগান ফাইল থেকে আরেকটা কাগজ বের করলেন। এগিয়ে দিলেন রানার দিকে। রানা পড়ল টাইপ করা চিঠি, নিচে মেজর জেনারেল ওয়াসিমের স্বাক্ষর। নিঃসন্দেহে বলা যায় নকল সই। ওতে বলা হয়েছে পত্র বাহকের হাতে সাকীকে যেন তুলে দেয়া হয়।

'এর একটা কথাও মিস্টার ওয়াসিম খানের নয়—এটুকু বলতে পারি,' বলল রানা। 'এখন আমার প্রশ্নের উত্তর দিন কোন ঘটনা চেপে না রেখে।'

'বলুন,' আত্মসমর্পণ করলেন রেগান।

'এ চিঠিকে এতখানি বিশ্বাস করলেন কেন?'

'অবিশ্বাস করার কিছু দেখিনি। আগে তিনবার এমনি বিভিন্ন ডাক্তারের কাছে তাকে নেয়া হয়েছে।'

'যেমন?'

'একবার টোকিও, এই কিছুদিন আগে ক্যালিফর্নিয়া—আমি নির্দেশ পেলেই পাঠিয়ে দিয়েছি,' বললেন রেগান। 'আমি জানি সাকী কোনদিন ভাল হবে না। কিন্তু মিস্টার খান সব সময় আশাবাদী। তিনি কোনখানে কারও কথা শুনলেই আমাকে লিখে জানিয়েছেন।'

একটু ভাবল রানা। জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, নকল ডাক্তারের চেহারার বর্ণনা দিতে পারেন?'

'হ্যাঁ। মধ্যবয়স্ক, ছোটখাট মাপের জাপানী। ভদ্রলোক নকল ডাক্তার নন আমি তাঁর সঙ্গে অনেক জটিল বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি। তিনি অনেক কিছু জানেন। নিজের নাম বলেছিলেন মাস্নিমো আকিহিতো।'

'সাকী যেতে আপত্তি করেনি?'

'না। ওকে আদর করলেই সব ভুলে যায়, একেবারে শিশুর মত।'

'ওদের চিনতে পারবে ও?'

'না। ও এইমাত্র যাকে দেখে পর মুহূর্তেই তাকে ভুলে যায়।' তারপর হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন রেগান, 'মিস্টার মাসুদ, আমার এখন কি করা উচিত, পুলিসে খবর দেয়া?'

'পুলিসের আওতায় এটা আর নেই। বেশ ঘোরাল হয়ে গেছে ব্যাপারটা ভাল করে বসে একটা সিনিয়ার সার্ভিস ধরাল রানা। 'পুরো ঘটনা একটু গুছিয়ে বলুন আমাকে,' বলল ও।

'ওরা এসেছিল ঠিক সকাল নটার দিকে,' বলতে লাগলেন রেগান। 'তার আগে অবশ্য ডা. আকিহিতো আমার সঙ্গে ফোনে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে রেখেছিলেন। নটার সময় আমাকে আকিহিতো মিস্টার খানের চিঠি দেন। আমি তাঁর সঙ্গে সাকী প্রসঙ্গে আলাপ তুলি। এ বিষয়ে বেশ কিছুক্ষণ আলাপ হয় আমাদের মাঝে। তারপর আমরা সাকীকে দেখতে যাই। ওকে একজন আমেরিকান নার্স অ্যাম্বুলেন্সে করে নিয়ে যায়, আমি ডক্টর আকিহিতোকে নিয়ে অ্যাকাউন্টস্ অফিসে যাই।'

'কেন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'আমার ক্লিনিকে নিয়ম, কেউ এখান থেকে বেরুতে হলে অ্যাকাউন্টস থেকে ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট লাগে এখানে বেশিক্ষণ লাগেনি—আকাহিতো সঙ্গে সঙ্গে একটা চেক দেন।'

'চেক।' উঠে দাঁড়াল রানা। 'কোথায় সে চেক?'

'নেই। কিন্তু ওটার ফটোকফি আছে। অ্যাকাউন্টস অফিস যে কোন মোটা অঙ্কের চেক জমা দেবার আগেই ফটোকপি করে রাখে। দাঁড়ান, আমি অ্যাকাউন্টস ক্লার্ককে ডাকছি।' রিসিভার তুলে সিয়ামিজে কাউকে কিছু নির্দেশ দিলেন রেগান।

তিন মিনিট পর অ্যাকাউন্টের লোক এল ফটোকপি নিয়ে। রানা দেখল চেকে কোনো স্বাক্ষর নেই। স্বাক্ষরের জায়গায় বসানো শুধু একটা নাম্বার: 394201. ও বুঝল, এটা গোপন নাম্বার অ্যাকাউন্টের চেক। ব্যাঙ্কের নাম-ঠিকানা দেখে নিল রানা। সুখোথাই ব্যাঙ্ক। ৩৯ বামরাংমুয়াং রোড, ব্যাঙ্কক।

'কিছু বোঝার উপায় নেই,' বললেন রেগান, 'নাম্বার ও অ্যাকাউন্ট আমিও

একটা খুলেছি। ব্যাঙ্ক থেকে এ নাম্বারের গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।'

রানা জানে হয়. পুলিস ইচ্ছে করলে নাম বের করতে পারে। সুইজারল্যান্ডের মত এদেশে আইন পাস করা সম্ভব হয়নি। আপনার কাছে সাকীর ছবি আছে?' জিজ্ঞেস করল ও।

ড্রয়ার খুলল রেগান. এখুনি দেখাতে পারি আমি প্রায়ই ছবি তুলে পাঠাতাম মিস্টার খানকে আরেকটা ফাইল বের করে তার ভেতর থেকে পোস্টকার্ড সাইজের একটা ছবি বের করে ওকে দিলেন তিনি একটি সুন্দরী মেয়ের মুখ স্বাস্থ্য-জ্বলজ্বলে চেহারা। মুখের দুপাশ দিয়ে বেয়ে নেমেছে রেশমের মত কালো চুল. বিশাল দুটো চোখ। মৃদু হাসছে. গালে গভীর টোল পড়েছে।

'অপূর্ব সুন্দরী মেয়ে তো!'

'নিঃসন্দেহে। শরীরে এর কোন খুঁত নেই। শুধু যদি···

'ছবিটা আমি নিতে পারি?'

'নিন।'

রানা ব্যাগে রাখল ওটা 'আপনি আপাতত একটা কথাও কাউকে বলবেন না.' বলল ও 'পুলিসকেও না। পুলিস জানা মাত্র সাকীকে হত্যা করবে ওরা

'হত্যা!' মাথা নাড়ল ডক্টর। 'না. এত সহজে ওকে হত্যা করবে না ওরা মনের দিক থেকে সাকী চার বছরের হলেও শরীরে আঠারো বছরের যুবতী এবং অদ্ভুত একটা জিনিস. বুদ্ধিবৃত্তি না থাকলেও যৌনানুভূতি তার মধ্যে স্বাভাবিক আছে। সুস্বাস্থ্যের অধিকারী একটি সাধারণ মেয়ের মতই এসবের অনুভব তার। এবং বুদ্ধি কম থাকায় প্রকাশটা ঘটে একটু দ্রুত ভাবে। ওরা সহজে ওকে মারবে না। আমি কি বলতে চাই আশা করি বুঝতে পারছেন।'

'আসলে ওকে শুধু জীবিতই দেখতে চাই আমি.' বলল রানা। 'আবার দেখা হবে ডক্টর।'

রানা বের হয়ে এল রেগানস ক্লিনিক থেকে। শেভটা তেতে উঠেছে রোদে।

ব্যাঙ্ককের দিকে গাড়ি ছুটে চলল তীব্র গতিতে। চোখের সামনে বার বার ভেসে উঠছে সাকীর মুখ। ইনোসেন্ট. নির্বোধ। ওর মনে এক অস্বস্তি বাসা বাঁধল গাড়ির গতি আরও বাড়ল। একটা আক্রোশ রানার রক্তে রক্তে ছড়িয়ে পড়ছে। একটা ইচ্ছেই তার হচ্ছে--খুনের।

কিন্তু কাকে?

চার

ব্যাঙ্ককে ঢুকল রানা বেলা আড়াইটায়।

গাঢ় নীল শেভ এগিয়ে চলল শহরের পশ্চিম দিকে। যত পশ্চিমে যেতে লাগল ততই প্রকাশ পেতে থাকল ব্যাঙ্ককের আসল রূপ। বর্তমান মিশেছে ইতিহাসের সঙ্গে। মনটা অন্য রকম হয়ে গেল রানার।

লাংলয়াং রোড থেকে একটা ট্রাফিক-জ্যাম পেরিয়ে বাঁক নিয়ে বামরাংমুয়াং

রোডের উপর এসে পড়ল ও। এখানেই কোথাও পাওয়া যাবে সুখোথাই ব্যাঙ্ক।

গাড়িটা একটা সিনেমা হলের সামনে পার্ক করল রানা। একটি মেয়ে হাসছে বিরাট দাঁত বের করে। প্ল্যাকার্ডটা দেখতে দেখতে গাড়ি থেকে নেমে কালো অ্যাটাচি কেসটা হাতে নিয়ে দরজায় চাবি লাগাল রানা।

দুটো বাড়ির নাম্বার মিলিয়ে দেখল কোন দিকে যেতে হবে, আপ না ডাউন।

ফুটপাথ ধরে পশ্চিম দিকে এগিয়ে গেল ও। শো কেস, শো কেসের ম্যানিকিন আর স্ল্যাকস পরা পাঁচ ফুট অ্যাভারেজ উচ্চতা বিশিষ্ট থাই মেয়েগুলোকে দেখতে দেখতে। স্ল্যাকস এরা বেশি পরে।

নাম্বারটা পেয়ে গেল ও। কিন্তু গ্রাউন্ড ফ্লোরে কোন সাইন বোর্ড নেই। তবে বিল্ডিংয়ে তিন-চার তলার কাছাকাছি দেখা গেল একটা ছোট সাইন বোর্ড: সুখোথাই ব্যাঙ্ক। নতলা বিল্ডিংটার সিঁড়ি ও লিফটের সামনে নিশানা পেল, 'সুখোথাই ব্যাঙ্ক, সেকেন্ড ফ্লোর।' তিনতলায় উঠতে সিঁড়িটাই নির্বাচন করল রানা। পা বাড়াতেই দেখল লিফট গ্রাউন্ড ফ্লোরে নেমে এসেছে। চারজন স্যুট পরা লোক নামল। একজন ইউরোপীয়। ওরা রাস্তায় নেমে গেল রানা উঠল লিফটে লিফট বয় দরজা টেনে দিতে গিয়েও থমকে গেল।

হুড়মুড় করে লিফটে ঢুকল লাল হলদে জাতীয় কিছু রানা দেখল জিনিসটা আনুমানিক একশো পাঁচ পাউন্ড ওজন এবং পাঁচ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট একটা ডিনামাইট বিশেষ।

থাই-বিউটি। গোলাকার মুখ, ভারী ঠোঁট, ছোট নাক। হাঁপাতে হাঁপাতে মেয়েটি বলল 'সরি!' একটু লজ্জা পেয়েছে যেন। ভারী নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে আলোড়িত হচ্ছে বুক। অরেঞ্জ কালারের শার্ট যেন ছিঁড়ে যাবে। মিনি স্কার্ট পরেছে। কোমরে কালো চওড়া বেল্ট ভরা শরীর—না উরু না, এরগলার নিচে তাকানো রীতিমত কষ্ট সাধ্য ব্যাপার। তেমনি চোখ ফেরানোও!

ফেরাতে হলো না চোখ। লিফট বয়কে মেয়েটি কি সব বলতেই থেমে গেল লিফট। দরজা খুলতেই নেমে গেল সে। লিফট বয় জিজ্ঞেস করল ইংরেজিতে, 'কোন ফ্লোর, স্যার?'

'সেকেন্ড,' বলল রানা।

'এটাই।'

রানা এগিয়ে গেল সামনে। মেয়েটির গমন পথেই। মেয়েটি পায়ের শব্দে পেছন ফিরে তাকিয়ে গতি বাড়িয়ে দিল। রানা ভাবল কোন দিকে যাই মেয়েটাতো ভেবে বসে আছে তাকেই ফলো করছে সে—নিতম্বের দোল দেখে তাই মনে হচ্ছে।

বিরাট বাড়ি। টানা করিডর। দু'পাশে বিভিন্ন অফিসের সাইনবোর্ড। মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করা যেত, অথবা লিফট বয়কে। লিফট বয় নেই, ফিরে দেখল ও। মেয়েটিও থেমে পড়ল একটা লোহার দরজার সামনে। দরজা খুলে দিচ্ছে দারওয়ান, দারওয়ানের পিঠে রাইফেল। পিতলের ফলকের দিকে তাকাল রানা। সিয়ামিজে বড় বড় লেখা অক্ষরগুলোর নিচে ছোট করে লেখা ইংরেজিতে: সুখোথাই ব্যাঙ্ক, ব্যাঙ্কক।

তিন লাফে এগিয়ে গেল রানা। মেয়েটি ভেতরে ঢুকে পড়েছে। লোহার গেট

টেনে দিচ্ছে দারওয়ান। রানা ভেতরে ঢুকতে গেল। বাধা দিল লোকটা। কি যেন বলল. হাঁ করে ওর মুখের দিকে তাকাল রানা। লোকটা এবার ঘড়ি দেখিয়ে আঙুলটা আরেক দিকে নির্দেশ করল। রানা দেখল একটা কাঠের ফলক ঝুলছে ভেতরের কাঁচের দ্বিতীয় দরজাটার সঙ্গে ক্লোজড।'

লোকটাকে বোঝাতে চেষ্টা করল ও সে ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করতে চায়। হাঁ করে তাকিয়ে থেকে আবার সিয়ামিজে কি সব বলল দারওয়ান। রানা হাঁ করে তাকিয়ে থেকে দেখল ভেতরটা। প্রায় নির্জন। দু'একজন এক মনে কাজ করছে। কাউন্টারের ওদিকে মেয়েটি থমকে দাঁড়িয়েছে। ও অনুমান করল মেয়েটি ধরে নিয়েছে. লোকটা তাকেই ফলো করছে যেমন সব সুন্দরীরাই মনে করে থাকে। চোখে চোখ পড়তেই বেশ রাজরাণীর মতই ভেতরে চলে গেল মেয়েটা। চোখে নিক্ষেপ করল বিচিত্র হাসি।

ভেতরে থেকে প্রায় ছুটে বের হয়ে এল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এক তরুণ। তার চোখেও হাসি। বুঝল মেয়েটি এ হাসি সংক্রমিত করেছে। 'এ ব্যাঙ্ক দুটোর পর বন্ধ হয়ে যায়. আপনি কি চান?' জিজ্ঞেস করল তরুণ

এ ব্যাঙ্কের যথেষ্ট খ্যাতি আমার দেশেও আছে কিন্তু···' একটু বিরক্ত কণ্ঠেই বলল রানা 'এই দারওয়ানের কথা আমাদের জানা ছিল না পকেটে হাত দিয়ে দামী ভিজিটিং কার্ডটা বের করল ও তরুণের হাতে দিয়ে বলল. 'আমি ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

'মিস্টার রামাধিবাদীর সঙ্গে?' থতমত খেয়ে তরুণ জিজ্ঞেস করল।

'এ ব্যাঙ্কে কজন ম্যানেজার?' তেতে উঠল রানা। পকেট থেকে বের করল সিনিয়র সার্ভিসের প্যাকেট। সিগারেট ঠোঁটে লাগাল। 'মিস্টার রামাধিবাদীকে বলুন আমার সময় খুব কম। আজকে কিছুক্ষণ আগের ফ্লাইটে এসেছি. পরের ফ্লাইটে ফিরে যাব।'

'মানে. স্যার. আসুন। মিস্টার রামাধিবাদী একজন ক্লায়েন্টের সঙ্গে কথা বলছেন।' ওকে নিয়ে ভিজিটর্স রুমে বসাল লোকটা। বলল. 'স্যার. যদি কিছু মনে না করেন একটু অপেক্ষা করুন। আমি আপনার ব্যস্ততার কথা মিস্টার রামাধিবোদীকে বলছি।'

বেরিয়ে গেল লোকটা। রানা মুখের স্টিফ করে রাখা মাস্‌লগুলো আলগা করে দেয়ালে টাঙানো থাই রাজা-রাণী ভুম আর সিরিকেটের যুগল ছবিটি দেখতে লাগল। সিয়ামিজদের রাণী সুন্দরী হওয়াতে বেশ সুবিধে হয়েছে। এক ঢিলে দুই পাখি।

ঘরের দরজায় পদশব্দ শুনে রানা আবার স্টিফ করে ফেলল মুখের মাস্‌ল্। ঘরে এল ফিলিপিনো প্রেসিডেন্ট মারকোসের ট্রু কপি। গোলগাল দিব্যি সুখে থাকা চেহারা।

'মিস্টার মাসুদ রানা, আমি দুঃখিত আপনাকে বসিয়ে রাখার জন্যে।' ট্রু কপি হাতে বাড়িয়ে আবার টেনে নিল রানার ভাবসাব দেখে। বলল, 'আমি রামাধিবাদী।'

লোকটা আসন গ্রহণ করলে রানা একগাল ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'আপনার সঙ্গে কিছু গোপনীয় কথা বলতে চাই।' ও জানে গোপনীয়তার প্রতি এধরনের র‍্যাঙ্কারদের অসীম দুর্বলতা।

'গোপনীয়তাই আমাদের বিজনেস, স্যার।' লোকটার হাতে রানার কার্ড। ওটা আবার দেখল সে।

'আমার কথাগুলো আপনি ছাড়া আর কেউ জানুক আমি চাই না।' চারদিকে তাকাল রানা, 'এ ঘরটা কি...'

উঠে দাঁড়াল রামাধিবাদী। 'আপনি আমার চেম্বারে আসুন। আপনি কোনরকম অস্বস্তি বোধ করেন, আমি চাই না,' সবিনয়ে বলল সে।

রানা উঠল। হাতে অ্যাটাচি কেসটা নিল।

করিডরে একজন পিয়ন ছাড়া কেউ নেই। চারদিকটা দেখতে দেখতে এগুলো রানা। রামাধিবাদী একটা দরজা খুলে সরে দাঁড়াল। ভেতরে ঢুকল ও। ঘরের ভেতর অনেক কিছুর মধ্যে বসে আছে সেই 'ডিনামাইট'। ওর চেহারা দেখে বুঝল মেয়েটার প্রদর্শনবাদ আপাতত নেই। চোখের কটাক্ষও উধাও।

রানাকে পথ দেখিয়ে রামাধিবাদী আরও ভেতরের ঘরটায় বসল। মেয়েটি ম্যানেজারেরই পি. এ.। অর্থাৎ বিনয়ের অবতার মহাশয় রসিক লোক।

বিরাট সেক্রেটারিয়েট টেবিলের দুদিকে বসল দুজন। আরেকটা সিনিয়র সার্ভিস ধরাল রানা। কোন কথা বলল না। ব্যাঙ্কার মিষ্টি হাসি নিয়ে অপেক্ষা করছে। শেষ পর্যন্ত অধৈর্য হয়ে বলল, 'বলুন, আপনাকে কি সাহায্য...'

'একাউন্ট নাম্বার 394201 হ্যাঁ, আপনার একজন ক্লায়েন্ট, তার সঙ্গে আমার একটা বিজনেস ডিল আছে। তার সঙ্গে আজই দেখা হওয়া দরকার আমার। কেন তা আপনাকে বলতে পারছি না, কিন্তু খুবই জরুরী। এদিকে তার ঠিকনা আমার জানা নাই,' বলল রানা। 'আমাকে আপনি এ বিষয়ে কি সাহায্য করতে পারেন?'

একটু হতাশ হলো রামাধিবাদী। একাউন্ট নাম্বার 394201 চোখ কপালে তুলে একটু ভাবল ও, 'আমার ক্লায়েন্ট হলে আমি তাকে সাহায্য করবই। আপনি একটা নোট লিখে দিন আমাকে, আমি জানিয়ে দিচ্ছি তাকে।'

ধড়িবাজ লোক। রানা বাঁ কনুই একটু চেপে ওয়ালথারের অস্তিত্ব দেখে ঘরের চারদিকটা দেখল। বেশ নির্জন। পাশের ঘরে অবশ্যি ডিনামাইটটা হাউ মাউ করে উঠলেই পুরো ব্যাঙ্ক হুমড়ি খেয়ে পড়বে। না, ওয়ালথার অচল। ভয় দেখিয়ে এর কাছ থেকে কথা বের করা যাবে না। যদি যেত তবে এ ব্যবসা এতদিনে লাটে উঠত।

'আমি যে বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতে চাই সেটা হয়তো আপনার মারফতে জানানো সম্ভব নয়।' একটু সোজা হয়ে বসল রানা। 'টু স্পীক ফ্রাঙ্কলি, আমি তার কাছ থেকে আপনার ব্যাঙ্কের পরিচয় পেয়েছি—অবশ্যি একটু ইনডাইরেক্ট ভাবে। আমি জুটের ব্যবসা করি। তা ছাড়াও দেশ-বিদেশে কিছু অন্য ব্যবসাও আছে।' রহস্য মিশিয়ে হাসল রানা, 'আর আমি চাই স্ট্যান্ডার্ড কারেন্সী। ওসব টাকা-ফাকায় কিছু হবে না। চাই ডলার, চাই স্টার্লিং।' চক চক করে উঠল রামাধিবাদীর চোখ। একটু থেমে স্বগতোক্তির মত বলল রানা, 'এবং যা চাই তা পেয়েও যাই। মিস্টার রামাধিবাদী, আমাদের দেশের থ্রী নট থ্রীর কথা শুনেছেন আপনি?'

'শুনেছি।' হাসল রামাধিবাদী. 'ওদের মধ্যে দু'একজনের একাউন্ট হয়তো আমার এখানেও আছে আমি অবশ্যি ক্লায়েন্টের ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে ভাবি না।'

'এদের কয়েকজন আমারও ক্লায়েন্ট' বেমালুম মিথ্যে কথা বলল রানা। 'অবাক হবেন না. আমাদের ওখানে এসব আমলাদের গ্রুপিং আছে। গ্রুপিংটা হয় আমাদেরই ঘিরে। আমার গ্রুপের সাহায্যে কিছু দেশী টাকাকে ডলার করেছিলাম আমি। এখন সেগুলো বিদেশী ব্যাঙ্কেই আছে। কিন্তু আমি সিক্রেসির প্রয়োজন অনুভব করছি ওরা কেউ কেউ ধরা পড়াতে। গ্রুপিং অনুসারে আমাদের পেছনেও লোক লাগাতে পারে: অ্যান্টিকরাপশনের লোক।'

'আপনি আমাদের বিশ্বাস করতে পারেন' রামাধিবাদী বলল, 'কেবল বিদেশী লোকই না, বিদেশী সরকারও আমাদের মারফত অনেক গোপন পেমেন্ট করে থাকে।'

'যেমন সি আই এ. বা কে জি. বি?'

'হতে পারে, রামাধিবাদী বলল. 'আমরা বাছ-বিচার করি না। আপনার ডলার আমাদের···'

'নিশ্চিন্তে থাকবে বুঝতে পারছি,' বলল রানা 'কিন্তু, রামাধিবাদী, আমি ব্যবসায়ী এবং ধর্মযুগের সততায়ও বিশ্বাস নেই আপনার সঙ্গেও বিজনেস করতে চাই আমি

'যেমন?' অবাক হলো লোকটা।

'আমি আপনার এখানে ডলার রাখব.' রানা বলল. 'কিন্তু একাউন্ট নাম্বার 394201-এর নাম আমার প্রয়োজন।'

'মিস্টার মাসুদ আপনি আমাদের ব্যাঙ্কের পুরো আইন জানেন না বলেই এ প্রস্তাব করছেন.' প্রতিবাদ করল ম্যানেজার। 'আমাদের এখানে প্রায় প্রত্যেকটা মিনিস্টার, রাজ পরিবারের লোক, এমন কি কুইনেরও ব্যক্তিগত গোপন অ্যাকাউন্ট আছে যাঁরা গোপনীয়তার কথা জানেন তাঁরা অন্যের ব্যাপারে কৌতূহল প্রকাশ করেন না'।

উঠে দাঁড়াল রামাধিবাদী। রানা তাকাল লোকটার চোখে। একভাবে তাকিয়ে থেকে বলল, 'এই ডলারের পরিমাণ যদি বিশ লক্ষ হয়?'

চমকে গেল রামাধিবাদী। একটু সময় নিয়ে বলল, 'তবুও না।' ঘুরে দাঁড়াল আয়রন চেস্টের সামনে।

'যদি পঞ্চাশ হাজার ডলার আপনাকে দেই?'

রামাধিবাদী প্রতিবাদ করতে গিয়ে থমকে গেল।

'এক লাখ?' জেদী কণ্ঠে বলল রানা। অ্যাটাচিটা কাছে টানল ও। ব্যাঙ্কারের চোখ অ্যাটাচির উপর একটু থামল। আবার ঘুরে দাঁড়াল সে।

রামাধিবাদীর হাত উঠে গেল চেস্টের ডালায়। নাম্বার মিলিয়ে হঠাৎ ডালাটা খুলে ফেলল সে। পকেট থেকে চাবি বের করে খুলল ভিতরের ড্রয়ার। ড্রয়ারের ভিতর উঁকি মেরে একটা খাতা উল্টিয়ে দেখতে দেখতে বলল, 'আমি আমার নিয়ম মেনে চলি মিস্টার মাসুদ।'

'ভেবে দেখুন—একলক্ষ ডলার। পুরো ডলার আপনার হাতে দিয়ে নামটা নেব.

তার আগে নয়। অথচ আপনার ক্লায়েন্ট কোনদিন জানবে না।'

কাগজ উল্টাল রামাধিবাদী। হঠাৎ থেমে গেল লোকটা। দড়াম করে বন্ধ করে দিল ড্রয়ার। ফ্যাকাসে হয়ে গেল মুখ। 'এক কোটি দিলেও না। অসম্ভব!' বলল সে।

অবাক হয়ে গেল রানা। লোকটা হঠাৎ ভয় পেয়ে গেছে, যেন ভূত দেখেছে। বন্ধ করছে ড্রয়ার। টেনে দিতে গেল ভারী কপাট—মুহূর্তে রানার হাত থেকে ছুটে গেল অ্যাটাচিটা। বলল, 'টেক ইট।' উঠে দাঁড়িয়েছে ও। হাতে বেরিয়ে এসেছে ওয়ালথার পি. পি. কে।

অ্যাটাচির ধাক্কায় সরে গেছে ব্যাঙ্কার।

'রামাধিবাদী,' সেক্রেটারিয়েট টেবিল ঘুরে দু'পা এগিয়ে গেল রানা, 'আপনি একলাখ ডলার এবং জীবন দুটোই এক সঙ্গে হারাতে চান! অ্যাটাচিটা খুলে দেখুন।'

রক্ত শূন্য মুখে বিস্ময় আর দ্বিধা ছাড়া কোন কথা বেরুল না। শুধু দেখল কালো অ্যাটাচিটা পায়ের কাছে পড়ে আছে। আবার চোখটা রানার ওয়ালথারের দিকে স্থির হলো। সময় নষ্ট করল না রানা—লোকটার কাছে গিয়ে পড়ল। পিস্তল একটুও না সরিয়ে বাঁ হাতটা প্রচণ্ড বেগে ঘুরিয়ে মারল ওর গলার পাশে। উক্ করে উঠল রামাধিবাদী। চোখটা একটু বিস্ফারিত হলো, এবং হাঁটু ভেঙে পড়তে চাইল। ধরে ফেলল রানা। কোন শব্দ হলো না। শুইয়ে দিল কার্পেটে। ওয়ালথার যথাস্থানে চালান করে কপাটটা পুরোপুরি খুলে ফেলে চাবি লাগানো ড্রয়ার টানল ও।

লাল রঙের সাধারণ খাতা। বের করল রানা। পৃষ্ঠা উল্টে গেল।··· ত্রিশ হাজার, বত্রিশ, আটত্রিশ··· বের করল পাতাটা। হ্যাঁ, এই তো নাম্বারের পাশে নাম, ঠিকানা। ছিঁড়ে ফেলল পুরো পাতাটা। বন্ধ করল ড্রয়ার। বন্ধ করল কপাট।

রানার কপালে ঘামের বিন্দু।

ঝন ঝন করে বেজে উঠল টেবিলের টেলিফোন।

কাগজটা পকেটে রাখল রানা।

পরপর আরও দুবার বাজল। রিসিভারটা তুলল ও। পাশে নামিয়ে রেখে দিল। কালো অ্যাটাচিটা তুলে নিয়ে দরজার দিকে এগুলো। একলাখ ডলার!

দরজায় নকের শব্দে থমকে দাঁড়াল রানা এক মুহূর্তে। কে? কেউ নবে হাত দেবার আগেই দরজাটা খুলে ফেলল ও অ্যাটাচি ধরা হাতে। ডান হাত শোলডার হোলস্টারে ওয়ালথারের বাটে রেখে।

সেই মেয়েটি। তার চোখে উদ্বেগ। রানা ওকে একটু সরিয়ে দরজাটা টেনে দিল।

'মিস্টার রামাধিবাদী টেলিফোনে কথা বলছেন না কেন?' বলল মেয়েটি। 'প্রিন্সের ফোন···'

'বলছেন। আমার জন্যে একটু সঙ্কুচিত ছিলেন,' বলল রানা। 'এ ধরনের গোপনীয় টেলিফোন আপনি রিসিভ করেন?'

'আমি···'

'রামাধিবাদীর পি. এ.' বলল রানা, 'আপনার মত পি. এ. যদি টেলিফোন রিসিভ করে তবে মাসুদ রানার দৈনিক দশটা কল রিসিভ করতে হবে। আমি এ ব্যাঙ্কের নতুন ক্লায়েন্ট। অবশ্য এটা হঠাৎ করে ঘটল। যদি আজ লিফটে আপনার সঙ্গে দেখা না হত তবে হয়তো···হ্যাঁ,' মৃদু হাসল রানা, 'আপনাকে একটা কমপ্লিমেন্ট দিতে চাই. মিস্টার রামাধিবাদীকেও বলেছি, এ ব্যাঙ্কে সবচেয়ে দামী ডিপোজিট আপনি!'

মেয়েটি লজ্জা পেয়ে বলল, 'ধন্যবাদ।' দরজার দিকে যেতে চাইল ও। রানা একটু সরে বাধা দিল ওকে। বলল, 'আমি ব্যাঙ্ককে একেবারে নতুন এবং একা। আপনি আজ সন্ধ্যায় কি করছেন?' ওকে ব্যস্ত রাখতে চায় রানা।

'সন্ধ্যায়?' মেয়েটি এবার হাসল মুখ তুলে, বলল, 'আমার বাড়িতেই কিছু কাজ···'

'তবে হিলটনে ডিনার খেতে পারি একসঙ্গে?' প্রস্তাব দিল রানা।

'মানে···' ইতস্তত করল মেয়েটি, খপ করে ওর হাত ধরে বসল রানা। কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে টেনে নিল বুকে। চুম্বন করল মেয়েটির লিপস্টিক চর্চিত ঠোঁটে।

এক ঝটকায় নিজেকে মুক্ত করল মেয়েটি। হাতটা উঠে আসতে গিয়েছিল রানার গালে। খপ করে ধরে ফেলল ও। তাকিয়ে দেখল মেয়েটির মুখ। না, চোখের রাগ আক্রোশ দেখার আগ্রহ রানার নেই। দেখল লিপস্টিকে মাখামাখি, সারা গালে, কপালে।

হাতটাও ছাড়াল মেয়েটি রাগে। রানার দিকে তাকিয়ে কেঁদেই ফেলল প্রায়। 'আপনি একজন বিবাহিতা মহিলাকে অপমান করছেন,' বলল সে।

'বিবাহিতা!' ওকে আবার দেখল রানা, কারও পি. এ. যে বিবাহিতা হয় এই প্রথম শুনল ও। 'সরি' বলল। 'আমি ভাবতে পারিনি···' রানা পকেট থেকে রুমালটা বের করে হাতে দিতে গেলে হাতটা সরিয়ে দিল ডিনামাইট। রামাধিবাদীর দরজা দেখিয়ে বলল 'আমি এক্ষুণি যদি আমার স্বামীকে বলি?'

'রামাধিবাদী?' অবাক হয়ে প্রশ্নটা করেই হাসল রানা। 'বলতে পারেন। কিন্তু সঙ্গে আমার অজ্ঞানতার কথাটাও বলবেন। আর হ্যাঁ, ঘরে যাবার আগে মুখটা মুছে নেবেন। শুনেছি সুন্দরী স্ত্রীর স্বামীরা সাধারণত একটু বেশি সন্দেহপ্রবণ আর জেলাস হয়ে থাকে।' কথাটা বলে আর দাঁড়াল না রানা।

দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ করতে করতে ভাবল, আচ্ছা ধড়িবাজ লোক। বউটাকে বানিয়েছে পি. এ.। কাউকে বিশ্বাস করে না।

অথবা পি. এ-টাকে বউ বানিয়েছে। কে জানে!

রানা বেরিয়ে যেতেই মেয়েটি একটু ইতস্তত করে এগিয়ে গেল নিজের টেবিলের কাছে। রানাকে চলে যেতে দেখল দৃঢ় পদক্ষেপে, এতকিছু করে গেল একটা মেয়ের সঙ্গে বোঝার কোন উপায় নেই লোকটা কেমন।

ডেস্ক থেকে ভ্যানিটি ব্যাগ তুলে নিয়ে ছোট আয়নায় দেখল নিজের মুখ। ঠোঁট থেকে লিপস্টিক সারা গালে লেগেছে।

লালের দিকে তাকিয়ে থেকে মেয়েটির গালে আরও লাল এসে জমল। চোখ গেল চুলে—হাত তুলে দেখল কাঁটা খসিয়ে দিয়েছে! মেঝে থেকে কাঁটাটা খুঁজে বের করে লাগাল ও। শার্টের দুটো বোতাম খোলা। একটা ছিঁড়েই গেছে। ডাকাত।

নিজেকে মেরামত করে মেয়েটি রামাধিবাদীর ঘরের দরজা খুলল। ভিতরে গেল। তারপর চিৎকার করে উঠল। সবাই ছুটে এল। ওর বর্ণনার পর একজন ছুটল বাইরে—দারওয়ান বলল সাহেব কখন বেরিয়ে গেছে!

জ্ঞান ফিরে এল রামাধিবাদীর। জ্ঞান ফিরতেই খুলল ড্রয়ার। দেখল পাতাটা ছেঁড়া। ফ্যাকাসে মুখে চিৎকার করে উঠল, 'গেট আউট, সবাই বেরিয়ে যাও।'

টেলিফোন ডায়াল করল ও। কাঁপছে রামাধিবাদী। ত্রিশ সেকেন্ড পর ওপাশ থেকে কেউ ফোন তুলল। কম্পিত কণ্ঠে বলল ব্যাঙ্কার, 'হিজ হাইনেস, প্রিন্সের সঙ্গে কথা বলতে চাই...'

রানার স্যুইট। ছিঁড়ে রাখা কাগজটা পকেট থেকে বের করে কোটটা ঝুলিয়ে দিল চেয়ারের হাতলে। খুলল কাগজটা। অ্যাকাউন্ট নাম্বারের পাশের ঘরে লেখা নামটা আবার দেখল: প্রিন্স কুয়ানটাং শাহনেওয়াজ আদিব-অর-রহমান অব মালয়েশিয়া। থাইল্যান্ডের ঠিকানা মেকং ভিলা, চিয়েনমাই।

চিয়েনমাই থাইল্যান্ডের ৭১টা চাওয়াট (প্রদেশ)-এর সর্ব উত্তরে পাহাড়ী শহর। ট্যুরিস্ট গাইডে শহরটির লোভনীয় নৈসর্গিক বর্ণনা আছে। শিকারের জন্যে লোকে ওদিকে যায়। মালয়েশিয়ান প্রিন্সের এখানে কাঠের ব্যবসা আছে, অথবা সে শিকার ভক্ত। প্রিন্সের নাম আগে কোথাও শুনেছে রানা। কিন্তু কোথায় মনে করতে পারল না।

টাইটা আলগা করে ফোনটা কানে তুলে নিয়ে ডায়াল করে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল রানা। ডায়াল করেছে থাই এয়ারের ডোমেস্টিক সার্ভিসে।

জানতে চাইল চিয়েনমাই নেক্সট প্লেন কটায়। এক নারী কণ্ঠ মুখস্থ আবৃত্তি করল, 'এই মুহূর্তে একটা ছেড়ে যাচ্ছে, আরেকটা যাবে আগামীকাল সকাল সাড়ে সাতটায়।'

অর্থাৎ ওর হাতে এখন পাক্কা ১৪ ঘণ্টা সময়। ফু-চুং ব্যাটার দেখা পেলেও হত! অথবা ব্যাঙ্কের সেই মেয়েটা!

সন্ধ্যা নেমে আসছে চিনেমাই শহরে।

নির্জন এয়ারপোর্টের ধারে এগিয়ে যাচ্ছে একটা আলফারোমিও গাড়ি। এয়ারপোর্টের মেন বিল্ডিঙের পোর্টিকোয় থামল গাড়িটা। এয়ারপোর্টের একজন অফিসার এসে দাঁড়াল। গাড়ি থেকে নামল প্রিন্স কুয়ানটাং শাহনেওয়াজ। জনৈক অফিসার প্রিন্সকে রিসিভ করল। প্রিন্সের সঙ্গে নামল মার্কিন মেয়ে লিন্ডা ও তার বয় ফেন্ড ট্রয়।

'শিকার মিলল?' অফিসার জিজ্ঞেস করল আমেরিকান দুজনকে। প্রিন্সকে বলল, 'প্রোগ্রাম বদলে ফেললেন, ইয়োর হাইনেস?'

একটু গম্ভীর মনে হলো প্রিন্সকে। উত্তর দিল না। আলফারোমিওর পেছনে এসে

দাঁড়াল একটা ফোর্ড। সেটা থেকে নামানো হলো কয়েকটি রাইফেল, গলফ-ব্যাগ, এবং একটা স্বাভাবিক আকারের চেয়ে বড় বাক্স।

একটা লোক তদারক করছে বাক্সের গায়ে একটা আঁচড় না লাগে, কাঁচা রঙ না ওঠে।

প্রিন্স তাঁর বিদেশী বন্ধুদের নিয়ে এগিয়ে গেল ভি আই পি লাউঞ্জের দিকে। লাউঞ্জে আগেই একজন সিয়ামিজ পুলিস গার্ড দিচ্ছিল। প্রিন্স বাইরে গেলে সব সময় সে দেশের পুলিসের সাহায্য নিয়ে থাকে। দূরপ্রাচ্যের প্রায় প্রত্যেকটা দেশেই স্টেট গেস্টের সম্মান পায় সে। তার জীবনের উপর নাকি কয়েকবার হুমকি এসেছে।

লাউঞ্জে দাঁড়াতেই অফিসার আবার দৌড়ে এল। সঙ্গে কাস্টমসের একজন লোক। কাস্টমসের লোকটি জিজ্ঞেস করল, 'হ্যাজ ইয়োর এক্সেলেন্সি এনিথিং টু ডিকলেয়ার?'

'নো,' অফিসারের দিকে না তাকিয়েই বলল প্রিন্স।

অফিসার সবিনয়ে একটা স্বাক্ষরিত কাগজ প্রিন্সের তদারককারী লোকটার হাতে দিয়ে প্রিন্সের উদ্দেশে বলল, 'বন ভয়েজ, ইয়োর এক্সেলেন্সি!'

'থ্যাঙ্ক ইউ।'

পনেরো মিনিটের মধ্যে প্রিন্সের নিজস্ব হলুদ ডাকোটায় মালপত্র তোলা হলো।

এমন সময় পোর্টে তৃতীয় গাড়িটা দেখা গেল। সেটা থেকে নামল কালো স্যুট আর টুপি পরা এক লোক প্রিন্স তাকে দেখেই এগিয়ে গেল। জিজ্ঞেস করল, 'কি হলো, ডক্টর কোথায়?'

'ডক্টর বদ্ধ মাতাল হয়ে পাগলামি করছে। কাছে গেলে গাল দেয়, চিৎকার করে। ওকে আনা বিপজ্জনক।'

সূর্যাস্ত দেখছিল লিন্ডা। ঘুরে দাঁড়াল সে। সোনালী চুল, নীল চোখ। মৃদু কণ্ঠে উচ্চারণ করল, 'ওকে গুলি করা হয়েছে?'

মাথা নাড়ল নবাগত, 'না।'

লিন্ডা কিছু না বলে এগিয়ে গেল ট্রয়ের পাশে। তার হাতটা ধরে বলল, 'আরও দুদিন এখানে থেকে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে আমার।'

'ওকে নিয়ে আসব?' লোকটা জিজ্ঞেস করল প্রিন্সকে।

'না,' ধমকে উঠল প্রিন্স। তারপরই হাসল, 'থাক, ও ফাঁদের কাজ করবে। স্পাই কুত্তাটা এলে এক সঙ্গে...'

কথাটা শেষ না করেই প্রিন্স ডাকোটার দিকে এগুলো।

দশ মিনিটের মধ্যে প্রিন্সের ডাকোটা আকাশে উড়ল। পাক খেয়ে উড়ে গেল দক্ষিণে।

সিয়ামিজ ড্রাইভার চিয়েনমাই এয়ারপোর্ট থেকে ছয় মাইল পেরিয়ে নিয়ে এল গাড়িটা এক নির্জন লেকের কাছে। সকালের রোদে ছুটে চলল গাড়িটা লেকের সাইড় রোড ধরে। তখনই রানার চোখে পড়ল একটা টিলার উপর, প্যাগোডার মত বাড়ি।

ড্রাইভার দাঁত বের করে বলল, 'ওই দেখছেন, ওটাই মেকং ভিলা।'

ড্রাইভারটা ভাঙা ইংরেজি জানে বলে বেশি কথা বলার চেষ্টা করে। এয়ারপোর্টে রানাকে প্রায় বগলদাবা করে গাড়িতে তুলেছে অন্যদের কাঁচকলা দেখিয়ে।

ভিলার গেটে গিয়ে ড্রাইভার তার বিদঘুটে হর্নটা চেপে ধরল। গেটের পাশে অচেনা গাছটায় বিভিন্ন রঙের কতগুলো অচেনা পাখি আর্তনাদ করে উঠল।

'কেউ নেই স্যার,' বলল ড্রাইভার। 'দেখে আসব?'

'না।' গাড়ি থেকে নামল রানা। ব্যাগটা হাতে নিল। 'তুমি একটু দাঁড়াও, আমি আবার ফিরে যাব,' বলল ও।

ভিলার গেট খুলে ভিতরে দাঁড়াল রানা। কেউ নেই কোথাও। গেট থেকে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে হয়। একটু থমকে দাঁড়িয়ে থেকে উপরে উঠে গেল ও। ভিলার বারান্দা নেট দিয়ে ঘেরা, কতগুলো ডেক চেয়ার পাতা রয়েছে—কিন্তু কারও সাড়া শব্দ নেই। পাখির ডাক আর দূরে গাড়ির হর্ন ছাড়া সব কিছুর মধ্যে এক অদ্ভুত নীরবতা।

'কাকে চাই?'

পিছন ফিরে তাকাল রানা। একটি মহিলা দাঁড়িয়ে—এ দেশী। দেখলে মনে হয় দারওয়ানের বউ হবে। 'প্রিন্স কুয়ানটাং-এর সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছে ছিল,' বলল রানা।

'কে আপনি?'

'বন্ধু।'

'প্রিন্স গতকাল বিকেলে এখান থেকে চলে গেছেন,' মহিলা কথাটা বেশ থেমে থেমে বলল ভাঙা ইংরেজিতে।

'কোথায়?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'আমি জানি না,' একই ভাবে বলল সিয়ামিজ।

'এখানে আর কেউ থাকে না?'

'আমি আর আমার স্বামী থাকি। ও বাজারে গেছে।'

'আর কেউ?' বলল রানা। 'মানে···'

'আছে···এক পাগলা ডাক্তার।'

'আকিহিতো?'

'হ্যাঁ।'

'তার সঙ্গেই দেখা করতে চাই আমি।'

একটু ভেবে বলল মহিলা, 'আপনি ডানদিক দিয়ে পেছনে চলে যান।'

ফুলের বাগানের ভিতর দিয়ে এগিয়ে গেল রানা। বাংলোর পিছনে গিয়ে দেখল টিলা এখানে প্রায় খাড়া হয়ে নিচে নেমে গেছে। দাঁড়িয়ে পড়ল ও। নিচে, বেশ নিচে একটা ছোট পুকুরের মত। তার পারে বসা সাদা স্যুট পরা একটা লোক। লোকটা কি যেন ছুঁড়ে ছুঁড়ে পানিতে ফেলছে। একটু দাঁড়িয়ে থেকে রানা ব্যাপারটা বুঝতে পারল। পুকুরটা কুমীরে ভরা। লোকটা ওদের খেতে দিচ্ছে।

নেমে গেল রানা। লোকটা একবার তাকাল। ওকে দেখেও দেখল না। পায়ে পায়ে পাশে গিয়ে দাঁড়াল রানা। দেখল: লোকটার হাতে মরা ব্যাঙ, ছোট মাছ, ইঁদুর।

পাশে পড়ে আছে আধ খাওয়া ব্ল্যাকডগের একটা বোতল।

ভারী গলায় লোকটা বলল, 'কি সুন্দর দেখতে, না? ওরা আমার বন্ধু। এরই মধ্যে আমাকে চিনে ফেলেছে। আমার পায়ের শব্দ পেলেই পানি থেকে উঁকি মারে।'

'ডক্টর আকিহিতো?' রানা জিজ্ঞেস করল কোনো কথায় কান না দিয়ে।

রানার দিকে এবার তাকাল জাপানী। তারপর হঠাৎ হো হো করে হেসে উঠল।

'ডক্টর মাসুিমো আকিহিতো?' আবার বলল রানা।

এতক্ষণে লোকটা যেন সংবিৎ ফিরে পেল। ভাল করে রানাকে দেখল, 'প্রিন্সের কাছে এসেছেন?'

'না,' বলল রানা, 'আপনাকেই আমার প্রয়োজন।'

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল ডা. আকিহিতো। চিৎকার করে বলল, 'গেট আউট! আই সে গেট আউট!'

আকিহিতোর দিকে দু'পা এগিয়ে গেল রানা। ঘাবড়ে গেল মাতাল লোকটা। একটু পিছনে সরল। চিৎকার করে উঠল, 'স্টপ! আর এক পা এগুলে আমি পানিতে লাফিয়ে পড়ব!' পানি দেখাল আকিহিতো। 'ওদের আমি মাছ খেতে দি। কিন্তু আমাকে পেলে খুব খুশি হয়েই টুকরো টুকরো করে খাবে। আমি কোথাও যাব না। গেট আউট ফ্রম হিয়ার।'

এবার রানার ঘাবড়াবার পালা। দাঁড়িয়ে পড়ল ও। বলল, 'সাকী কোথায়?'

'সাকী?' অবাক হলো ডাক্তার। জ্বল জ্বল করে তাকিয়ে আবার জিজ্ঞেস করল, 'সাকী?' রানাকে ভাল করে দেখে মাতাল চেঁচিয়ে উঠল, 'হু আর ইউ?'

পাঁচ

'ড. আকিহিতো, সাকীকে আপনি চেনেন। যার একটা আঙুল বিচ্ছিন্ন করেছেন কয়েকদিন আগে। যাকে আপনি ড. রেগানের ক্লিনিক থেকে নিয়ে এসেছিলেন।' বলল রানা।

'ওহ!' একটা নিঃশ্বাস ফেলে তাকাল আকিহিতো। 'আপনিই তবে সেই স্পাই,' বলল সে। 'সাকীকে নিতে এসেছেন। কিন্তু সাকী নেই।'

'কোথায় গেছে?'

একটু চুপ করে থেকে আকিহিতো ব্ল্যাক-ডগের বোতল থেকে ঢক ঢক করে পান করে বলল, 'প্রিন্স আর আমেরিকান কুত্তা আর কুত্তিটা চলে গেছে। অথচ লিন্ডা আমাকে প্রেমের কথা বলে সিঙ্গাপুর থেকে নিয়ে এসেছিল। আর এখানে এসে প্রিন্স আর ট্রয়ের সঙ্গে আমার সামনেই···সেজন্যেই আমি যাইনি। আমি মাতাল হয়েছি।'

কথা কটা বলে চুপ করে থাকল আকিহিতো। তারপর মুখ তুলে তাকিয়ে হাসল, করুণ হাসি।

'সাকী কোথায়?' আবার জিজ্ঞেস করল রানা।

উত্তর দিল না আকিহিতো। খেপেও উঠল না।

কিন্তু রানা গরম হয়ে উঠল আরও দুবার প্রশ্ন করে। বের করল ওয়ালথার পি. পি. কে।

চমকে তাকাল আকিহিতো। এবং যেন খুশি হয়ে উঠল। বলল, 'আমি আপনাকে বলব। কিন্তু বিনিময়ে একটা উপকার করতে হবে, স্যার।'

'বলুন।'

'আমি কয়েকদিন ধরে চেষ্টা করছি এ পুকুরে লাফিয়ে পড়তে। কিন্তু সাহস পাই না। সত্যি বলতে কি ওদের আমি ভয় পাই।' কুমীরগুলো দেখাল ডাক্তার, 'আপনি একটা গুলি করুন আমার মাথার ভেতর।'

'মানে?'

'সাকীর খবর পেতে হলে গুলি করতেই হবে!'

রানা লোকটার চোখ দেখে বুঝল মিথ্যে বলছে না। সত্যি সত্যি মরতে চায় ডাক্তার।

'সাকীর আঙুল আপনি কেটেছিলেন?'

'উত্তর দেব না।'

'ঠিক আছে। আপনার প্রস্তাবে আমি রাজী,' রানা বলল। 'বলুন, অপারেশন কে করেছিল?'

'সামান্য অপারেশন। দশ মিনিটের ব্যাপার।'

'এখন সাকী কোথায়?'

'মালয়েশিয়া। তাইপিং বীচে, ওখানেই প্রিন্সের স্টেট।'

'মালয়েশিয়া,' উত্তেজিত হয়ে রানা বলল, 'কিভাবে ওকে নিল?'

'একটা ট্রাঙ্কে। ট্রয়ের বুদ্ধি এটা।'

'ট্রয়?'

'ট্রয় রুজভেল্ট। শালা নিজেকে রুজভেল্টের বংশধর বলে দাবি করে। আসলে লিভার···' কথাটা শেষ না করে এক গাদা থুথু ফেলল আকিহিতো।

'আমেরিকান দুজন কি প্রিন্সের বন্ধু?'

'বন্ধু।' আরেকবার থুথু ফেলল ডাক্তার, 'ওরা সি. আই-এর লোক এবং রোগগ্রস্ত স্যাডিস্ট। সেজন্যেই প্রিন্সের সঙ্গে খাতির।'

আবার সি. আই. এ! মেজর জেনারেল দু দুবার সি. আই. এ-র সঙ্গে কাজ করতে পাঠিয়েছে ওদের কর্মপদ্ধতি জানতে। কিন্তু আবার! মনে পড়ল এয়ারপোর্টে দেখা চীনা ইন্টেলিজেন্সের কোলকাতা ব্যুরো চীফ ফু-চুং এর কথা। সি. আই. এ. সাকীকে দিয়ে কি করবে? ফু-চুংই বা এখানে কেন?

হঠাৎ একটা প্রচণ্ড শব্দ হলো। ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়ল রানা। হাতের আঁকড়ে ধরা ওয়ালথারটা পড়ে গেল মাটিতে। ধাক্কা দিয়েছে আকিহিতো। চিৎকার করল সে, 'ওরা গুলি করছে।'

উপরের দিকে তাকাল রানা। টিলার উপরে দাঁড়িয়ে সেই ট্যাক্সী ড্রাইভারটা। তার মাথার উপর সূর্যটা জ্বলছে। হাতে রাইফেল। ডক্টর শুয়ে পড়তে গিয়ে আবার

উঠে এগিয়ে গেল ওয়ালথারের দিকে। দ্বিতীয়বার ফায়ার হলো। চিৎকার করে কুঁকড়ে গেল আকিহিতো। গুলি এসে লেগেছে ওর মাথায়। আবার গুলি করল লোকটা কুঁকড়ে যাওয়া ডাক্তারকে। রানা গড়িয়ে গিয়ে পড়ল পিস্তলের কাছে। পিস্তলটা নিয়ে চিতার মত ছিটকে পড়ল পাথরের বসার টুলের আড়ালে। থতমত খেয়ে গেল রাইফেলধারী। বসে পড়ল।

উপরে গুলি করল রানা আন্দাজ করে। উত্তর হলো না তার।

কেউ নেই ওখানে।

ঝপাৎ করে শব্দ হলো একটা। ফিরে তাকাল রানা। পানিতে মহা উৎসব লেগে গেছে। ক্ষুধার্ত কুমীরগুলো লাফাচ্ছে। আকিহিতোকে দেখতে পেল না রানা। দেখতে চেষ্টাও করল না। আস্তে আস্তে হটতে লাগল পেছনে। হঠাৎ উঠে দৌড়াতে শুরু করল জঙ্গলের দিকে। একটা ঝোপের আড়ালে গিয়ে বসল। খুব সাবধানে পিছন দিকে সরতে লাগল ও। আধঘণ্টা পর হঠাৎ দেখতে পেল একটা রাস্তা।

কোন্ দিকে যাবে? রানা জানে আজকে বিকেলে ব্যাঙ্ককের প্লেন ধরা যাবে না। এয়ারপোর্টের কোথাও লুকিয়ে থাকবে মৃত্যুদূত। এরা প্রস্তুত হয়ে গেছে। পালিয়ে যাবার আগে লোক রেখে গেছে। মনে মনে হিসেব করল ও। এখন বেলা দশটা পনেরো। চিয়েনমাই ব্যাঙ্কক ফ্লাইট নন স্টপ নয়। মাঝপথে তাক-এ দশ মিনিটের জন্যে প্লেন নামে।

একটা অটো-রিকশায় করে শহরের প্রাণকেন্দ্রে এল রানা। ভাড়া করল ট্যাক্সী। একশো বাহ্‌ত এর বিনিময়ে।

একশো বাহ্‌ত খুব বেশি নয়, পঁচিশ টাকার মত।

তাক থেকেই ব্যাঙ্ককগামী প্লেন ধরবে রানা।

ব্যাঙ্ককে প্লেন ল্যান্ড করল পাঁচটা পাঁচে। এয়ারপোর্টেই খোঁজ নিল রানা কুয়ালালামপুরগামী পরবর্তী প্লেন কটায় ছাড়বে।

'গারুডা'র একটা ইন্টারন্যাশনাল ফ্লাইট আছে আর দু'ঘণ্টা পর, কিন্তু কুয়ালালামপুর নয়, সিঙ্গাপুর যাবে। সঙ্গে সঙ্গে সীট বুক করল ও। গারুডার কাউন্টারেই মালয়েশিয়ান এয়ারে সিঙ্গাপুর জর্জ টাউনের সীট বুক করল পরদিন সকালের ফ্লাইটে।

জর্জ টাউন থেকে ট্যাক্সিতে আধঘণ্টা লাগল তাইপিং বীচে পৌঁছাতে। রানার ড্রাইভারটা ভারতীয় শিখ। যদিও দুপুরুষ যাবৎ এখানে আছে। এখানে বেশ কয়েকজন শিখ ড্রাইভার দেখে বেশ অদ্ভুত লাগল ওর।

ড্রাইভারটা বলল মালয়ের এই দেনাং প্রদেশে পাক-ভারতীয় সংখ্যা গত সেন্সাসে দেখা গেছে শতকরা পনেরো ভাগ। ইংরেজরা এদেশ দখল করে রবার চাষ শুরু করে এই শতাব্দীর প্রথম দিকে। তখনই সাউথ ইন্ডিয়া থেকে অনেক উপজাতীয় কর্মঠ লোকদের ধরে এনেছিল। এই রবারই মালয়েশিয়ার অর্থনীতির ভিত্তি।

রানা ভাবছিল প্রিন্সের কথা। প্রিন্স, সি. আই. এ জুটি; ফু-চুং, করাচীর সেই মেয়েটি, এদের মধ্যে যোগসূত্রটা কি! মাতাল আকিহিতো হয়তো উত্তর দিতে পারত। কিন্তু উত্তর দেবার জন্যে মাতালকে ওরা বাঁচিয়ে রাখেনি। রেখেছিল ফাঁদ হিসেবে রানাকে ধরতে।

'কোন্ হোটেলে উঠবেন, স্যার?' জিজ্ঞেস করল শিখ।

'প্রিন্স হোটেলে।'

'ভাল্ হোটেল…' শিখ বলল, 'যদি শুধু অবসর কাটাতে এসে থাকেন তবে বেস্ট হচ্ছে হোটেল…'

'প্রিন্সে আমার স্যুইট বুক করা হয়েছে।' রানা বলল।

'প্রিন্স হোটেল। চমৎকার। ওখানে বীচটা বেশ নির্জন। প্রিন্স কুয়ানটাং শাহনেওয়াজের এলাকা। তার ইচ্ছেতেই ওটা তৈরি হয়েছে। হোটেলের কাছেই প্রিন্সের প্যালেস,' বলল শিখ। 'অবশ্য, স্যার, প্রিন্স হোটেলটা টু মাচ এক্সপেনসিভ।'

উত্তর দিল না রানা। ভাবল: মেজর জেনারেল রাহাত খান অপ্রয়োজনে এক্সপেনসিভ হতে নিষেধ করেন।

লাক্সারী স্যুইট। নাম্বার ৬৩৬।

আরাম করে অনেকক্ষণ ধরে বাথটাবের সুরভিত ফেনায় ডুবে এয়ারপোর্ট থেকে কেনা তাইপিং-এর ট্যুরিস্ট গাইডটা পড়ল রানা। পড়তে পড়তে চোখ লেগে এল ঘুমে। ঘুম নয় তন্দ্রা। তন্দ্রার ঘোর হঠাৎ একটা শব্দে কেটে গেল। কে যেন নক করছে দরজায়। রুম সার্ভিস? না। রানা তড়াক করে উঠে দাঁড়াল। ঘরের মধ্যেই কেউ এসেছে! টবের পাশে রাখা ওয়ালথার পি.পি.কে উঠে এল হাতে।'

'ডোন্ট শুট, ফ্রেন্ড।' ভেসে এল কণ্ঠস্বর।

বাথরুমের দরজায় দাঁড়িয়ে পুরানো বন্ধু ফু-চুং। ফু-চুং এর হাতেও পিস্তল। ওটা জ্যাকেটের ভেতর চালান করে দাঁত বের করে হাসল ও। বলল, 'আগে শুনেছিলাম, এবার কথাটার প্রমাণ পেয়ে গেলাম। হাতে ওয়ালথার থাকুক আর কামান থাকুক, কাপড় না থাকলে পুরুষ মানুষকে অসহায় আর বোকা বোকা লাগে। নে, শালা, তোয়ালেটা জড়িয়ে নে।' দরজাটা বন্ধ করে দিল ফু-চুং। চমৎকার বাংলা বলে ও। আফটার অল কোলকাতা চীফ।

রানার তন্দ্রা-ফন্দ্রা মুহূর্তে উধাও হলো। মনে হলো একেবারে অসহায় সে নয়। যুদ্ধক্ষেত্রে একা লড়া যায়, কিন্তু যেখানে হাজারটা চোরাগুলি ওৎ পেতে আছে?

না, রানা একা নয়।

বাইরে এসে দেখল রুম সার্ভিসের দিয়ে যাওয়া ডিম্পলের বোতলটা প্রায় অর্ধেক বানিয়ে ফেলেছে ফু-চুং। দরজা খোলে নি সে। কোন্ দিক দিয়ে এল তবে? ব্যালকনির দরজাও বন্ধ।.

জানালা।

ফু-চুং হাসল, 'ঘাবড়াস নে, পাশের ঘরেই আছি।'

'কো-ইন্সিডেন্স?' রানার সন্দেহ ঘটনাটা অন্যরকম।

'অনেকটা। আমি এসেছি গতরাতে। আমাদের এজেন্ট জর্জ টাউন এয়ারপোর্ট থেকে তোর খবর দিয়েছে। আমিই তোর জন্যে এ স্যুইটটা ঠিক করে দিয়েছি। নইলে আজ কিছুতেই প্রিন্সে জায়গা হত না।'

'ডাঁট রাখ,' ডিম্পলের বোতল থেকে গ্লাসে কিছুটা নিয়ে বলল রানা। 'তুই এখানে কেন?'

'সিক্রেট।' ফু-চুং হাসল, 'তুই?'

'সিক্রেট।'

দুইজন হো হো করে হেসে উঠল। সারা দুপুর গল্প করে কাটাল ওরা। কিন্তু কেউ আসল ব্যাপারে আর প্রশ্ন করল না, ধারে কাছ দিয়েও গেল না।

চারটার সময় ঘড়ি দেখে রানা বলল, 'আমি একটু বাইরে বেরুব রে।'

'ঘুরতে?'

'প্রিন্স কুয়ানটাং-এর প্রাসাদটা দেখে আসি।' কথাটা বলে ফু-চুং-এর মুখের ভাব দেখল রানা। 'শুনেছি প্রাচ্যস্থাপত্যের এমন নিদর্শন আর পাওয়া যায় না।'

'স্থাপত্যের উপর ডক্টরেট করার ইচ্ছে আছে বুঝি?' ব্যালকনির দিকে এগিয়ে গেল ফু-চুং। হেসে বলল, 'আবার দেখা হবে, দোস্ত। আর হ্যাঁ ডোন্ট আন্ডারএস্টিমেন্ট প্রিন্স কুয়ানটাং। একটু সাবধানে থাকিস।' উত্তরের জন্যে দাঁড়াল না ও।

হোটেল থেকে ভাড়া করা ফিয়াট রাখল রানা প্রাসাদের গেটে। প্রিন্সের নিজস্ব পুলিস বাহিনী আছে। তাদের পোশাক অদ্ভুত। দেখলে মনে হয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের জার্মান জেনারেল।

রাইফেলধারী পুলিস রানার দিকে তাকাল।

রানা বলল, 'আমার সঙ্গে প্রিন্সের অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে ঠিক পাঁচটায়।'

'অ্যাপয়েন্টমেন্ট?' লোকটা অবাক হলো, 'আমি কোন ফোন পাইনি।'

'আমি অনেক দূর থেকে এসেছি,' বলল রানা। 'বিদেশী।'

'বিদেশী?' গেট খুলে দিল গার্ড। কিন্তু রানা গাড়িটা বাইরে রেখেই বিরাট ফুলে ভরা বাগানের ভেতর দিয়ে এগিয়ে চলল। পানির ফোয়ারা আর মার্বেল পাথরের নগ্ন মূর্তি সাজানো পথের দুপাশে। বাগানের ফাঁকে ফাঁকে বাংলো প্যাটার্নের বাড়ি। কেউ থাকে বলে মনে হলো না। গেস্ট হাউজ হবে হয়তো।

প্রাসাদের সিঁড়ির নিচে দাঁড়াতেই জেনারেল মার্কা পোশাক পরা গার্ড ছুটে এল রাইফেল টার্গেট করে। 'আমি প্রিন্স কুয়ানটাং শাহনেওয়াজের সঙ্গে দেখা করতে চাই,' বলল রানা।

রানার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে রাইফেলের মাথার বেয়নেট দিয়ে লোকটা ইশারা করল ওকে সিঁড়ির নিচে গার্ড হাউজের দিকে যেতে। রানা সুবোধ বালকের মত আর নির্দেশ মত এগিয়ে গেল।

গার্ড হাউজে যে ঘরটাতে হাজির করা হলো ওকে সেখানে সাদা পোশাক পরা এক মালয়েশিয়ানকে দেখতে পেল রানা। সেক্রেটারিয়েট টেবিলে কি যেন লিখছে। ওকে কি সব বোঝাল গার্ড। লোকটা ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি

কোত্থেকে এসেছেন?'

ব্যস্ততার ভাব দেখিয়ে রানা বলল, 'আমি হিজ এক্সেলেন্সি প্রিন্সের কাছে গোপন খবর পৌঁছাতে চাই। এটা খুবই জরুরী।' ভিজিটিং কার্ডটা বের করে লোকটার হাতে দিল ও, 'প্রিন্স আমাকে জানেন। এটা দিলেই তিনি বুঝবেন।'

লোকটা কার্ডটা দেখতে দেখতে বের হয়ে গেল। ফিরে এল সাড়ে তিন মিনিট পরেই। দাঁত বের করে বলল, 'হিজ এক্সেলেন্সি আপনার সঙ্গে দেখা হয়তো করবেন। কিন্তু অপেক্ষা করতে হবে। আসুন।'

লোকটা রানাকে নিয়ে সিঁড়ি ধরে উপরে উঠে গেল। উপরের বারান্দা পেরিয়ে ঢুকল বিরাট ঘরে। ঘরটার পুরো মেঝে কার্পেটে মোড়া, বিচিত্র আকারের লাইট শেড আর পেইন্টিংএ সাজানো দেয়াল।

বসে রইল রানা একা। কারুকাজ করা ফার্নিচারগুলো অদ্ভুত। ঘরের একটা দেয়ালে অনেকগুলো ঢাল তরবারী ঝুলছে। অদ্ভুত নকশা করা ঢাল। এগুলো হয়তো প্রিন্সের পূর্বপুরুষরা ব্যবহার করত।

মৃদু কাশির শব্দে ফিরে তাকাল রানা।

দরজায় দাঁড়িয়ে বেঁটে মত একটা মানুষ। স্যুট পরা, মাথায় টুপি। অথচ চেহারা দেখলে মনে হয় সিঙ্গাপুরে এর কাঁচা গোল্লার দোকান আছে। লোকটা কাছে এগিয়ে এসে বলল, 'আমার নাম আহমেদ। সেক্রেটারি টু হিজ এক্সেলেন্সি।'

প্রত্যেকটা কথা বের হলো থেমে থেমে, মেপে মেপে। উঠে দাঁড়াল রানা। লোকটার চোখের পাতা একবারও পড়ল না। 'প্রিন্স এমুহূর্তে কারও সঙ্গে দেখা করবেন না। এখন তাঁর ঘুমাবার সময়। রাতে তাঁকে অনেক গেস্ট রিসিভ করতে হয়। সপ্তাহে দু'বার ২৬ জনের ডিনার পার্টি দেন। ২৬ তাঁর প্রিয় নাম্বার, লাকী নাম্বার।' রানাকে সোফায় বসতে বলে নিজেও একটা সোফায় বসতে গেল লোকটা, কিন্তু বসতে পারল না। তড়াক করে উঠে দাঁড়াল। রানা দেখল আহমদের মুখ ফ্যাকাসে। কিছু বোঝার আগেই লোকটা ফ্যাঁশফ্যাঁশে কণ্ঠে বলল, 'হিজ এক্সেলেন্সি প্রিন্স...'

রানা তাকিয়ে দেখল তার থেকে দশ ফিট দূরে দাঁড়িয়ে প্রিন্স কুয়ানটাং শাহনেওয়াজ আবিদ-অর-রহমান।

প্রিন্সের মোহনীয় ফোলা ফোলা চোখ রানার উপর স্থির।

রানা দেখল এই লোক সাকী নামে নির্বোধ মেয়ের জীবন নিয়ে খেলছে। এই লোকই দায়ী মেজর জেনারেল ওয়াসিমের মৃত্যুর জন্যে। এই লোকই তাকে হত্যা করতে চায়। অথচ লোকটা দেখতে সাধারণ। পরনে লুঙ্গি, শার্ট। মাথায় বাঁধা স্কার্ফ। এ মানুষটার নাম চেনা মনে হয়েছিল। চেহারা আরও চেনা মনে হলো। হ্যাঁ, একে ঢাকায় দেখেছে সে, স্টেট গেস্ট হিসেবে গিয়েছিল। এ লোক ইউনিসেফের কি এক ফান্ডের প্রেসিডেন্ট না চেয়ারম্যান যেন।

'বসুন,' বলল প্রিন্স। আহমেদকে ইশারা করতেই সে বেরিয়ে গেল। রানা বসলে প্রিন্সও একটা সোফায় পা এলিয়ে দিল। 'আপনি কি এখানে বেড়াতে এসেছেন?' উত্তরের অপেক্ষা না করে বলল, 'ইউ উইল লাইক ইট। মোস্ট বিউটিফুল বীচ ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। এই তো কয়েক দিন আগে প্রিন্সেস সুরাইয়া বেড়িয়ে

গেল। লোনলি উওম্যান। রিয়েল উওম্যান···'

'আমি এসেছি আপনার সঙ্গে দেখা করতে,' প্রিন্সের কথায় বাধা দিয়ে স্পষ্ট কণ্ঠে বলল রানা।

হাসল প্রিন্স। 'এখানে যারা আসে সবাই আমার গেস্ট। প্রিন্সেস সুরাইয়াও আমার গেস্ট ছিলেন। আরও কিছুদিন কাটাবার ইচ্ছে তার ছিল কিন্তু দুনিয়ার সাংবাদিকরা এসে হাজির হলো। সাংবাদিকের মত নিকৃষ্ট জীবন পৃথিবীতে দেখেছেন? কে কাকে নিয়ে বিছানায় যায়···'

'ইয়োর এক্সেলেন্সি।' রানা আবার বাধা দিল, 'আমি আপনার সঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলাপ করতে চাই।'

এবার চুপ করে তাকাল প্রিন্স।

'বিষয়টা একটু অপ্রিয়···'

'অপ্রিয়?' প্রিন্স বলল, 'বুঝলাম না।'

'ইয়োর এক্সেলেন্সি, আপনি একটি বিরাট ভুল করেছেন। আমি সেটা একটু সহজ করতে চাই।'

'ভুল করেছি?'

'আমি এখানে এসেছি সাকীর খোঁজে। হ্যাঁ, মিস্টার ওয়াসিম খান নামে জনৈক ব্যক্তির কন্যা সাকী। আমি জানি তাকে আপনি অপহরণ করে এনেছেন এখানে।' অপহরণ শব্দটার উপর কথাটায় জোর দিল রানা।

প্রিন্স রানার মুখের দিকে ত্রিশ সেকেন্ড একভাবে তাকিয়ে থেকে বলল, 'হু আর ইউ?'

'সিক্রেট সার্ভিসে কাজ করি। নাম মাসুদ রানা।'

'আপনার মাথা ঠিক আছে তো?'

'শতকরা একশো ভাগ,' বলল রানা। 'সাকীর একটা আঙুল কাটার পর তাকে কি করেছেন?'

'কি ভয়ঙ্কর,' বলল প্রিন্স।

'সে কথাই আমরা ভাবছি,' বলল রানা।

পর্দাটা কাঁপল। মৃদু শব্দ। রানা আড়চোখে দেখল। বুঝতে অসুবিধে হয় না পর্দার আড়ালেই কেউ দাঁড়িয়ে কান পেতে আছে। হয়তো হাতে রয়েছে উদ্ধত পিস্তল।

উঠে দাঁড়িয়েছে প্রিন্স। রানা উঠল না। বাঁ কনুইটা চেপে শুধু অনুভব করল পিস্তলের অস্তিত্ব।

'আমি এ মুহূর্তে আপনাকে এখানে থেকে, তাইপিং থেকে বের করে দিতে চাই,' বলল প্রিন্স। 'আপনি চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে মালয়েশিয়া ত্যাগ করুন।'

'ওটা কি খুব শোভন হবে?' উঠে দাঁড়িয়ে বলল রানা। 'কি চান আপনি মিস্টার ওয়াসিমের কাছে? যা-ই চান না কেন—আর লাভ নাই।' একটু থেমে ও বলল, 'মিস্টার ওয়াসিম মারা গেছেন।'

'গেট আউট,' দাঁতে দাঁত চেপে উচ্চারণ করল প্রিন্স।

'ইয়োর এক্সেলেন্সি,' উগ্র, উত্তেজিত কণ্ঠে বলল রানা, 'আপনি ভয়ে কাতর

স্নেহশীল পিতার সঙ্গে কথা বলছেন না, যিনি মেয়ের জন্য নিজের জীবন দিতে কুণ্ঠাবোধ করেননি, কথা বলছেন একজন সিক্রেট এজেন্টের সঙ্গে। আপনার ভাবার একটা বিষয় দিচ্ছি: এখন আপনার বিরুদ্ধে শুধু আমি নই আমাদের পুরো ডিপার্টমেন্ট দাঁড়িয়েছে। আমাকে কিছু করলে ওরা আরও চারশো এজেন্ট পাঠাবে। তাদের প্রত্যেকের অ্যাসাইনমেন্ট থাকবে আপনাকে খুন করার। এরা ভয়ঙ্কর। পৃথিবীর যে কোন জায়গায় এরা আপনাকে খুঁজে বের করে হত্যা করবেই।' রানা বলে চলল, 'তারচে আসুন, সাকীকে ফেরত দিয়ে দিন, সবাই পুরানো কথা ভুলে যাব।'

'আপনার মাথা খারাপ,' প্রিন্স দ্রুত উচ্চারণ করল।

'আমার ধারণা আপনার মত শিগগিরই বদল হবে,' রানা বলল, 'যদি হয়, আমাকে খবর দেবেন হোটেল প্রিন্সে। আমি আবার মনে করিয়ে দিয়ে যাই: আমরা সাকীকে ফেরত চাই। মিস্টার ওয়াসিম খান এখন মৃত। দু'এক দিনের মধ্যে খবরটা উঠবে কাগজে। সাকী আপনাদের কাছে এখন অপ্রয়োজনীয় জিনিস। সাকীকে পেলে আমরা সব ভুলে যাব।'

দরজায় দাঁড়িয়ে কালো এক বিশালকায় দানব। রানা তাকে পার হয়ে এগিয়ে গেল বাইরের দিকে দৃঢ় পদক্ষেপে। গাড়ির কাছে এসে পেশীতে ঢিল পড়ল ওর। প্রাসাদের দিকে তাকাল। এখান থেকে কিভাবে সাকীকে বের করা সম্ভব! ভাবতে গিয়ে শিউরে উঠল রানা।

পর্দার আড়াল থেকে বের হয়ে এল ট্রয়। হাতে তখনও পয়েন্ট থারটি সিক্স ব্রাউনিং পিস্তলটা রয়েছে। হাসতে হাসতে এগিয়ে এল সে। প্রিন্স হাসল না।

'ইয়োর এক্সেলেন্সিকে একটু সিরিয়াস মনে হচ্ছে?'

'দে ওয়ান্ট টু কিল মি?' প্রিন্স বলল, 'ওরা আমাকে বিপদে ফেলবে সাকীকে না ছাড়লে।'

'ওরা কি আমাদের চেয়ে শক্তিশালী?' জিজ্ঞেস করল ট্রয় রুজভেল্ট।

'কিন্তু আমাকে দিয়ে এ কাজ কেন করাচ্ছেন, মিস্টার রুজভেল্ট?' বলল প্রিন্স। 'ওরা আমাকে হত্যা করতে চায়।'

'ওরা মানে ওই ভেতো বাঙালীটা?' ব্রাউনিংটা পকেটে রাখল ট্রয়। 'আমি তো ওকে এক ফুঁয়ে শেষ করে দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু প্রাসাদে নয়। ওকে আন্দামান সাগরে ডুবিয়ে মারাই নিরাপদ।'

'কিন্তু ওয়াসিম খান তো মারা গেছে,' বলল প্রিন্স। 'সাকীকে রেখে আর কি লাভ?'

'ওয়াসিম খান সুন্দর স্বাস্থ্যের ভদ্রলোক। উনি এত তাড়াতাড়ি মারা যাবেন না,' বলল ট্রয়। 'আরেকটা আঙুল পাঠালেই সোজা ভাবে কথা বলবে ব্যাটা। আপনি যা চান পেয়ে যাবেন ওয়াসিম খানের কাছ থেকে।'

'আমি?'

'আমরা।' ট্রয় হাসল। 'ভাববেন না, মালয়েশিয়ান সরকার আপনার স্টীল মিলের প্রোজেক্ট আর আটকে রাখবে না। যুক্তরাষ্ট্র আপনাকে ফরেন এক্সচেঞ্জ দেবে।'

লোভে চক চক করে উঠল প্রিন্সের চোখ।

ঘরে ঢুকল লিন্ডা। পরনে সংক্ষিপ্ত বিকিনি, হাতে ব্যাগ। ট্রয়কে বলল, 'হানি, তোমাকে খুঁজছি তখন থেকে। প্রিন্সের সুইমিং পুলে সাঁতার কাটব। হারি।'

ট্রয় লিন্ডার সঙ্গে বেরিয়ে যেতে প্রিন্স সোফায় বসে পড়ল। অদ্ভুত মেয়ে এই লিন্ডা। লিন্ডা বিজেল। ফ্রেঞ্চ অরিজিন, আমেরিকান। ও-ই সিঙ্গাপুরে এক পার্টি শেষে প্রস্তাব দিয়েছিল। দিয়েছিল বিছানায় শুয়ে। চাদরটা লাথি মেরে মেঝেতে ফেলে দিয়েছিল। তারপর প্রিন্সের মুখ থেকে সিগারেট নিয়ে মৃদু টান দিচ্ছিল তাতে। প্রিন্স তখন ওর মসৃণ কোমর আর নিতম্বে হাত বুলোচ্ছিল। লিন্ডা আরও কাছে সরে এসে কথাগুলো বলেছিল প্রেম নিবেদনের মত করে। ওর কথা শুনে হাত থেমে যায় প্রিন্সের। উঠে বসে বিছানায়। 'কিন্তু, আমি করব কেন?' জিজ্ঞেস করল সে।

'মেজর জেনারেল ওয়াসিম আপনার পরিচিত, প্রিন্স,' লিন্ডা বলছিল, 'এবং আমরা আপনাকে স্টীল মিলের জন্যে ফরেন এক্সচেঞ্জ দেব।'

'আমরা?'

'সি. আই. এ.' বলেছিল লিন্ডা। অক্টোপাসের মত জড়িয়ে ধরে শরীরের সঙ্গে পিষে ফেলতে চাচ্ছিল প্রিন্সকে অন্য কিছু ভাবার অবসর না দিয়ে জাগিয়ে তুলেছিল তার শরীর।

ব্যাংকক, করাচী, ঢাকা বিভিন্ন জায়গায় মেজর জেনারেল ওয়াসিমের সঙ্গে দেখা করেছিল প্রিন্স। স্টীলের লোভ আছে! কিন্তু তারচেয়ে বড় লোভ বেঁচে থাকার। প্রিন্স জানে, সি. আই. এর এই প্রস্তাব মেনে না নিলে গুপ্তঘাতকের হাতে প্রাণ দিতে হবে তাকে।

প্রিন্সের দুঃখ হয় মনিকার জন্যে। অনেক দিনের বান্ধবী। প্রিন্সের জন্যেই স্বামীকে ছেড়েছিল। তার কথায় করাচী গিয়েছিল। মনিকার আততায়ীরা এখন এখানে ধাওয়া করেছে।

প্রতিশোধের আগুন জ্বলে উঠল প্রিন্সের মাথায়। এখন তার ইচ্ছে আর সি. আই. এর ইচ্ছের ভিতর তফাৎ নেই।

তাছাড়া এখন অন্য কথা চিন্তা করছে লিন্ডা। ভয়ঙ্কর মেয়ে ও। ভয়ঙ্কর পরিকল্পনা হাতে নিতে চায়। লিন্ডা এই প্রাসাদের প্রেমে পড়েছে।

ছয়

'সিক্স থ্রী সিক্স সব সময় আমার জন্যেই থাকে, এবারও থাকবে,' ঘোষণা করল শাড়ি পরা মেয়েটি। চাবি নিয়ে কাউন্টারের কাছে থমকে দাঁড়াল রানা তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর শুনে। লম্বা পাইপে জ্বলছে সিগারেট, গাল ভরে ধোঁয়া ছাড়ছে, ক্ষিপ্ত মুখশ্রী, হোটেলের লোকজন ছুটোছুটি করছে। 'সিক্স থ্রী সিক্স আমার চাই,' শেষ বারের মত বলল মেয়েটি ডেস্কে একটা চাপড় মেরে।

রানা ভাল করে দেখল ওকে। নীল শাড়ি, তার উপর সোনালী কাজ করা। মাথায় বিরাট খোঁপায় সোনার কাঁটা গোঁজা। হাতের সোনালী ব্যাগ কাউন্টারের

উপর রেখে একটু কাত হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাঁ হাতের আঙুলের ফাঁকে নয় ইঞ্চি পাইপে জ্বলছে সিগারেট।

'কিন্তু···' হোটেলের লোকটি কিছু বলতে গিয়ে থমকে গেল। মেয়েটির অগ্নি দৃষ্টি ভস্ম করে দিল তাকে।

'রুম নাম্বার সিক্স থ্রী সিক্স। তা না হলে আমি এখুনি তাইপিং ছেড়ে চলে যাব হিজ হাইনেস প্রিন্স শাহনেওয়াজকে বলে। আমি প্রিন্সের গেস্ট।'

'আমরা জানি, ইয়োর হাইনেস, প্রিন্সেস অলোকা। কিন্তু ভুল করে স্যুটটা অন্যকে দেয়া হয়েছে। আপনাকে রয়াল স্যুট দেয়া হচ্ছে টেনথ ফ্লোরে।'

'ড্যাম ইয়োর রয়াল স্যুট! সিক্স থ্রী সিক্স হচ্ছে আমার লাকি নাম্বার।'

এগিয়ে গেল রানা। 'নাক গলাবার জন্য দুঃখিত,' বলল ও। 'সিক্স থ্রী সিক্স আপনার লাকি নাম্বার হলে আপনি নিতে পারেন ওটা।'

'আপনি এ হোটেলের কর্মচারী?' প্রশ্ন করল অলোকা নামের মেয়েটি। গলার স্বর আগের মতই তীক্ষ্ণ।

'না,' বলল রানা। 'আমি একজন বাঙালী ট্যুরিস্ট। ওই স্যুট আমাকেই দেয়া হয়েছে।'

'বাঙালী?' সিগারেট হোল্ডার নিচু হলো, 'কোলকাতা?'

'না, ঢাকা।'

হঠাৎ হইচই বন্ধ করে দিল মেয়েটা। একটা অস্বস্তিকর নীরবতা নেমে এল রিসেপশন ডেস্কে।

'কিন্তু আপনি কোথায় থাকবেন?'

'যে কোন স্যুট হলেই চলবে।' রিসেপশনিস্টকে বলল রানা, 'আমার জিনিস-পত্রগুলো বের করতে হবে।'

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল হোটেলের লোকগুলো।

অলোকা চলল রানার পিছু পিছু। লিফটে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে মেয়েটিকে দেখল ও। শাড়িটা রাজকীয় কিন্তু পরেছে নাভির তিন ইঞ্চি নিচে নামিয়ে। অবশ্যি পরার বা দেখাবার অধিকার আছে মেয়েটির। ব্লাউজ সংক্ষিপ্ত। রানা জিজ্ঞেস করল, 'আপনি ভারতীয়?'

'না,' মেয়েটি সাফ জবাব দিল। 'নেপাল থেকে আসছি। নাম অলোকা গিরি।'

'প্রিন্সেস?'

'ওটা ওরা বলে, নেপাল রাজ পরিবারের সঙ্গে আমাদের আত্মীয়তা আছে বলে,' বলল অলোকা, 'বেশির ভাগ সময় বাইরেই কাটাই আমি। আপনার···'

'মাসুদ রানা।'

'রানা?' অবাক হয়ে তাকাল মেয়েটি, 'আমাদের কিং-এর কেউ? রানা তো রাজা মহেন্দ্রর পদবী।'

হাসল রানা, 'তেমন হলে খুশিই হতাম আপনার মত একজন সুন্দরী মহিলার আত্মীয় হতে পেরে।'

পোর্টার রানার জিনিস-পত্র রুম নাম্বার সিক্স থ্রী ফোরে নিয়ে গেল। ফু-চুং-এর নাম্বার ফাইভ।

রানাকে বারবার ধন্যবাদ জানাল অলোকা। নতুন স্যুইটে এসে অলোকার কথা ভাবতে গিয়ে পোশাক ছাড়বার পরিকল্পনা স্থগিত রাখল রানা। কেন যেন মনে হলো অলোকা আবার আসবে। এখনই।

বসার ঘরে ডিভানে গা এলিয়ে দিল ও। অপেক্ষা করে রইল দরজায় নক শোনার জন্যে। নক হলো না। কিন্তু রানা যখন ওর উপলব্ধি শক্তির ওপর আস্থা হারাতে বসেছে ঠিক তখনই ঝন ঝন করে বেজে উঠল গোলাপী টেলিফোনটা। রিসিভার কানের কাছে ধরতেই শুনল, 'মিস্টার মাসুদ আজকের ডিনার আমরা এক সাথে করতে পারি?'

অলোকার গলা।

'সানন্দে।' খুশি হলো রানা আত্মবিশ্বাস হারাতে হলো না বলে। এ হোটেলেই না বাইরে কোথাও?'

'আমার ঘরেই,' বলল অলোকা। 'রুম সার্ভিসে অর্ডার দিয়ে দিচ্ছি। আপনি দশ মিনিট পর চলে আসুন।'

যেন দশ লক্ষ মিনিট এক ভাবে বসে থেকে কাটিয়ে অলোকার ঘরে নক করল রানা। ঘর থেকে অলোকা সাড়া দিল, 'কাম ইন, প্লীজ।'

বাইরের ঘরে কেউ নেই। রানা ঘরের ভেতর গিয়ে দাঁড়াতেই অলোকা এসে দাঁড়াল শোবার ঘরের দরজায়। এ তো অন্য অলোকা। মনে হয় পটে আঁকা ছবি, ফ্রেম থেকে উঠে এসেছে। গভীর লাল ঘাগরা, লাল চেলি; মাথার উপর গোলাপী ওড়না। ঘাগরা আর সংক্ষিপ্ত ব্লাউজে মধ্যবর্তী অঞ্চল উন্মুক্ত চমৎকার পোশাক। কাছে এগিয়ে এল অলোকা—নাকে কানে অদ্ভুত সব গড়নের অলঙ্কার। 'অপূর্ব!' বলল রানা।

'সত্যি?' অলোকা হাসল।

'এত সত্যি জীবনে বলিনি।'

'এটা বিশেষ অর্ডারে বানিয়েছি। কোনদিন পারিনি। আজ আপনার সামনে ট্রায়াল দিয়ে নিলাম।' বলে চলল অলোকা, 'আগামীকাল পরব, প্রিন্সের পার্টিতে। আমি একটু ফর্মাল পোশাকই পরছি—কিন্তু পার্টি একটু অন্য রকম।'

'কোথায় হবে পার্টি, এ হোটেলে?' সরল প্রশ্ন রানার।

'না, না। ও পার্টি এখানে হলে...' রহস্যময় হাসি হাসল অলোকা, 'প্রাসাদের ভেতর খুব সিলেক্টেড গেস্টদের নিয়ে পার্টি। যে কারও, যারা ইনভাইটেশন পায়নি, ঢোকা সম্ভব নয়।'

'কেন?'

'এখানে অনেক হোমরা চোমরারা আসবে। নর্মাল পার্টি না। কার্ডে বলা হয়েছে সাইকাডেলিক পার্টি। প্রিন্সের নির্দেশে লিখেছেন পুরুষরা যে কোন পোশাক, কিন্তু মেয়েদের ইনডিসেন্ট হতেই হবে,' বলল অলোকা। 'আমি অজন্তার পোশাক পরব ঠিক করেছিলাম। কিন্তু আমাকে থাকতে হবে গেটে, গেস্টদের রিসিভ করার জন্যে।'

'আপনি কেন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'এ অঞ্চলের রাজ পরিবার এবং পুরো জেট-সেট আমার চেনা,' বলল

অলোকা। 'এরকম পার্টি বছরে একবারই আয়োজন করে প্রিন্স।'

'নিমন্ত্রিতরা নিঃসন্দেহে ভাগ্যবান,' বলল রানা। 'রীতিমত ঈর্ষাবোধ করছি।'

'আপনিও ভাগ্যবানদের একজন হতে চান নাকি?'

'না,' বলল রানা, 'আমার আগ্রহ ততটা নয়। তবে কৌতূহল আছে প্রচুর। সম্ভব হলে যেতাম দেখতে।'

'যেতে পারেন। সবাই থাকবে ফ্যান্সি ড্রেসে…'

'মেয়েরা আনড্রেসড,' মনে করিয়ে দিল রানা।

'হ্যাঁ,' হাসল অলোকা। 'কিন্তু মুখটা তাদেরও ঢাকা থাকবে। আপনি গেলে কেউ চিনবে না। কারণ ছদ্মবেশ নিতে হবে আপনাকে।'

'গেটে তো চেক হবে।'

'গেটে থাকব আমি।'

নক হলো দরজায়। অলোকা খুলে দিলে ট্রলি হাতে বেয়ারা ঢুকল ডিনার নিয়ে।

খাওয়া শেষে দু'জন মিলে আধঘণ্টা গোলাপী শ্যাম্পেন পান করার পর উঠে দাঁড়াল রানা। 'আপনি প্লেন জার্নিতে ক্লান্ত,' বলল ও। 'তাছাড়া কাল আপনাকে রাত জাগতে হবে।'

'আমার অভ্যেস আছে,' বলল অলোকা। 'কাল আসবেন তো?'

'দেখি।' শ্রাগ করল রানা। 'পার্টিতে দেখা না হলে এখানে নিশ্চয়ই দেখা হবে,' বলল ও।

'যদি ফিরি।' মৃদু হাসল অলোকা, 'আমার কিন্তু ঘুম আসছে না।'

'এক্ষুণি এসে যাবে।' দরজার গোড়ায় এসে বলল, 'গুড নাইট।'

তন্দ্রা লেগে এসেছিল রানার। হঠাৎ ঘুম ভেঙে উঠে বসল। দরজায় কে যেন ধুমধাম ধাক্কাচ্ছে। বিছানার পাশ থেকে ড্রেসিং গাউনটা কোনমতে কাঁধে ফেলে দরজা খুলে দিতেই ঘরের ভেতর ছিটকে পড়ল অলোকা। ওর পরনে শোবার পোশাক। থর থর কাঁপছে, শীতে নয়, ভয়ে। ফ্যাকাসে মুখ। কথা বলতে পারছে না। ওর কথায় রানা যা বুঝল, তা এই: অলোকার ঘরে জানালা দিয়ে কে যেন ঢুকেছিল। অলোকা ভয়ে চেঁচিয়ে উঠতেই পালিয়ে গেছে। রানা পিস্তলটা নিয়ে দৌড়ে গেল। বেলবয়ও ছুটে এসেছে চিৎকার শুনে। পুরো স্যুইট খুঁজে দেখল রানা। কেউ কোথাও নেই। ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়াতেই ফু-চুং-এর ঘরের আলো নিভে গেল!

কে এসেছিল—ফু-চুং? ওর সাথে আড্ডা মারতে?

পরিষ্কার হয়ে গেল সব। মনে মনে এক চোট হেসে বেলবয়কে বলল রানা, 'কিছু না, তুমি যাও।'

অলোকার ঘরের দরজা ভেজিয়ে দিয়ে নিজের ঘরে ফিরে এল রানা। অলোকা তখনও একই জায়গায় দাঁড়িয়ে কাঁপছে! রানা গম্ভীর মুখে জরিপ করল ওকে। এই শোবার পোশাকটাকেই বিজ্ঞাপনে বলা হয় 'নটিয়েস্ট নেগলেজি।' স্বচ্ছতম গোলাপী সিনথেটিকে তৈরি। ঝুল উরুর শুরুতেই শেষ হয়ে গেছে। স্বচ্ছতার নিচে

কালো সংক্ষিপ্ত লেস-পেন্টি ছাড়া কিছু নেই। নগ্ন ঊরু, খালি পা। সুডৌল বুক সগৌরবে অস্তিত্ব ঘোষণা করছে। 'কিছু না। ছায়া দেখে ভয় পেয়েছেন। চলুন পৌঁছে দিয়ে আসি আপনার ঘরে।' ওকে আশ্বস্ত করল রানা।

'আমি নিজের চোখে দেখেছি,' তবু প্রতিবাদ করল অলোকা।

'ভুল দেখেছেন—চলুন···'

'আমি নিজে···' বিভ্রান্ত মনে হলো অলোকাকে।

রানা দরজা খুলে সরে দাঁড়াল।

'না,' ঘোষণা করল অলোকা। 'আমি ও ঘরে শোবো না। আজ এখানে একটু শুতে দিন। ভয় করছে। আমি মরে যাব।'

একটু ভেবে দরজা বন্ধ করল রানা। একদিনে দু'দুবার সৌজন্য দেখানো হলো। এ মেয়ে এখন ওর হাতের মুঠোয়।

অলোকা সোফাটা দেখিয়ে বলল, 'আমি এখানেই শুতে পারব।'

'আজ বেশ শীত পড়েছে,' স্বগতোক্তি করল রানা। 'উই নিড অ্যানাদার ব্লাঙ্কেট। আমি অবিশ্যি আপনার ঘরে গিয়ে শুতে পারি।' আরও একবার সৌজন্য দেখাতে চাইল রানা।

রানার দিকে চোখ তুলে তাকাল অলোকা। মৃদু হেসে এগিয়ে গেল বেডরুমের দিকে। হয়তো মনে মনে ভাবছে সরল বাঙালী। একা ঘরে নগ্ন যুবতী দেখলে তার নিউমোনিয়ার কথা মনে হয়। বেডরুমের দরজায় একটু কাত হয়ে দাঁড়াল, প্রায় নগ্ন যুবতী, 'উই ক্যান শেয়ার দা ব্লাঙ্কেট।' এগিয়ে গেল রানা। চোখে চোখ রেখে চুপ করে দাঁড়াল অলোকার সামনে।

অলোকা তার নগ্ন শরীর ওর শরীরে মিশিয়ে দিয়ে বলল, 'আজকে একা শুতে আমার ভয় করবে!'

'কিন্তু সিক্স থ্রী সিক্স তোমার লাকি নাম্বার।'

'দ্য লাকি বেড···আই লাভ মোস্ট।'

আর সৌজন্য দেখাবার সুযোগ রানা পেল না। এ মেয়েকে ভয়হীন মিলনের নেশায় পেয়েছে।

সকালে ঘুম ভাঙল রানার মুখের ওপর পর্দার ফাঁক দিয়ে আসা রোদ পড়ে। ক্লান্ত হয়ে মাথা সরিয়ে আবার ঘুমাবার চেষ্টা করল ও। পিঠের নিচে কি যেন ঠেকল একটা। হাত দিয়ে জিনিসটা বের করল ব্ল্যাঙ্কেটের বাইরে। প্রথমে ভেবে ছিল রুমাল। না, রুমার নয়, কালো লেসের প্যান্টি। তখনি অলোকার কথা মনে পড়ল রানার। সকালে উঠে নিজের লাকি নাম্বারে ফিরে গেছে। এটা রেখে গেছে হয়তো স্যুভেনির হিসেবে। প্যান্টিটা ঘরের কোণে ছুঁড়ে ফেলল ও।

কিন্তু অলোকাকে প্রয়োজন ওর। আজই প্রিন্সের সাইকাডেলিক পার্টি।

উঠে বসল রানা।

আধঘণ্টা পর ঘর থেকে বেরুল। সোজা নক করল অলোকার ঘরে। কয়েকবারেও সাড়া না পেয়ে নব ঘুরাল। তালামারা।

নিজের ঘরে ফিরে রুম সার্ভিসে নাস্তার অর্ডার দিল রানা। বেল বয় আসতেই

জিজ্ঞেস করল, 'প্রিন্সেস অলোকা কি ঘরে আছেন?'

'প্রিন্সেস সিক্স থ্রী সিক্স?' বেল বয় বলল, 'নো, স্যার।'

'কোথায় গেছেন জানো?'

'বোধ হয় বীচে।'

বীচে অলোকাকে দেখল না রানা।

কিন্তু ফু-চুংকে পেল। ওকে কিছু বলতে গিয়ে রানা দেখল ব্যাটা বালিতে কাত হয়ে অন্যদিক ঘুরে বসল। চারদিকটা দেখল ও। বসে পড়ল পাশেই, কিন্তু অন্যদিকে ফিরে। বীচ কোটটা পাশে রাখল খুলে।

'কাল তোর ঘরে ও মালটা কে ছিল?' ফু-চুং-এর কণ্ঠ। রানা দেখল আড়চোখে ফু-চুং চিৎ হয়ে শুয়েছে, বেতের হ্যাটটা মুখের উপর দেয়া।

'তুই কেন, শালা, ব্যাচেলারের ঘরে রাত-বিরেতে উঁকি মারতে যাস?' রানাও বলল অন্য দিকে তাকিয়ে, 'আশেপাশে তোর মক্কেল আছে বুঝি!'

'নইলে কি, শালা, শখ করে রোদে পুড়ি!' বলল ফু-চুং। 'রোদে এমনিতে আমার এলার্জি।'

ফু-চুং এর ওপাশে বিশ হাত দূরে এক স্বর্ণকেশী কাত হয়ে বসে উরুতে লোশন লাগাচ্ছে। 'আমেরিকান নাকি?' মেয়েটাকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল রানা।

'কথা বের করার চেষ্টা করিস না শালা,' জবাব দিল ফু-চুং।

রানাও চিত হয়ে শুয়ে পড়ল চোখ বুজে।

মৃদু শব্দে চোখ খুলে দেখল ফু-চুং উঠে দাঁড়িয়েছে। খালি গা। দেখলেই বোঝা যায় প্রচণ্ড শক্তি এ শরীরে। কাত হয়ে দেখল স্বর্ণকেশীও নেই। হেঁটে যাচ্ছে ওপাশে জেটির দিকে। ফু-চুং কোন কথা না বলে বিকিনির ত্রিকোণে ঢাকা কল্লোলিত নিতম্বের পিছন পিছন চলল। একেই তবে ফলো করছে ফু-চুং!

দশ মিনিট পর রানা দেখল স্বর্ণকেশ উড়ছে বাতাসে। মেয়েটি ওয়াটার স্কী করছে সমুদ্রে। উঠে দাঁড়াল রানা। মেয়েটির স্পীড বোট দুবার কাছাকাছি পাক খেলো। পানিতে কাত হয়ে স্প্রে করে বেরিয়ে গেল। জিগজাগ গতি দেখে রানা বুঝল স্কীতে এই মেয়ে পাকা।

মেয়েটিকে দড়ির মাথায় নিয়ে স্পীড বোট গভীর সমুদ্রের দিকে চলে যাচ্ছে। ফু-চুংকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে রানা বলল, 'চিড়িয়া উড় গিয়া দোস্ত।'

ফু-চুং কথার উত্তর না দিয়ে জেটির দিকে গেল। পাঁচ মিনিট পর দেখা গেল ফু-চুং একটা স্পীড বোটের পেছনে সাঁ সাঁ করে চলে যাচ্ছে স্কী করে। খেলা জমেছে, রানা ভাবল।

'স্যার, আপনি স্কী করবেন?'

জংলা ছাপের প্যান্ট পরা নাকবোঁচা কিশোর রানাকেই জিজ্ঞেস করছে।

রানা একবার ভাবল: অনেক দিন প্র্যাকটিস নেই। হয়তো ব্যালেন্স থাকবে না। জিজ্ঞেস করল, 'কার বোট?'

'আমাদের দু'ভাইয়ের,' কিশোর উত্তর দিল। একটু ভেবে কিশোরকে অনুসরণ করল রানা।

ছ'মিনিট পর রানাকেও দেখা গেল সাগরে।

আন্দামান সাগরের পানি দু'দিকে ছলকে যাচ্ছে, এগিয়ে চলছে রানা। বোটটার নাম 'পেহাং'। রানা সামনে ছুটে চলছে নানা ভঙ্গিতে।

আবিষ্কার করল ভুলে যায়নি ওয়টার স্কী। অনেক কসরত করে পরীক্ষা করল নিজেকে, বোট চালক দু ভাই বেশ পাকা। বুঝে নিয়েছে কি চায় খদ্দের। সেই ভাবেই এগিয়ে চলছে ওরা।

হাওয়া লাগছে মুখে, উজ্জ্বল রোদ, উত্তাল পানি সাকী, প্রিন্স, অলোকা, মেজর জেনারেল রাহাত খান—সব ভুলে গেল রানা।

স্পীড বোট এগিয়ে যাচ্ছে আরও গভীর সমুদ্রে। আরও, আরও যাক। পেছন ফিরে ও দেখল বীচ ছাড়িয়ে চলে এসেছে অনেক দূর। চোখ বুজে পা দুটো স্কী-সহ সামনে ঠেলে দিয়ে দু-হাতে শক্ত করে ধরল দড়ি। পেছনে হেলান দিয়ে চোখ বুজল রানা।

হঠাৎ খেয়াল হলো ওর দড়িতে টান নেই। এগিয়ে গেল রানা কিছুটা, দড়ি ঢিল হয়ে পানিতে ডুবে গেল। হাত থেকে খসে পড়ল দড়ি। পানিতে আছড়ে পড়ল রানা, ডুবে গেল। তারপর কোন মতে মাথা তুলে পা থেকে খসে যাওয়া স্কী সামনের দিকে এনে তার উপর ভর দিয়ে ভেসে রইল। দম নিল বড় বড় করে। নোনা পানি। প্রখর রোদ। ভেজা কাঁধ মুখ মুহূর্তে শুকিয়ে যাচ্ছে।

এগিয়ে আসছে 'পেহাং'।

রানা সাঁতরে সামনে এগুতে গিয়ে থেমে গেল। 'পেহাং'-এর শব্দটা দ্রুত তালে জলশব্দের সঙ্গে মিশেছে। কেউ নেই চারদিকে। ছুটে আসছে 'পেহাং' প্রচণ্ড গতিতে, রানাই তাদের লক্ষ্য।

স্কী ছেড়ে দিল ও। প্রাণপণে ডুব দিল। দম বন্ধ করে নিচে যাবার চেষ্টা করল। উপরে পানিতে আলোড়ন, শব্দ। ভেসে উঠে দেখল বোটটা পঞ্চাশ ফুট দূরে চলে গেছে। বোট দেখতে পেল না, দেখল শুধু পানির স্প্রে। আবার দেখা গেল বোটটাকে। আবার তার দিকে ফিরেছে। স্কীটা দূরে ছুঁড়ে দিল রানা। 'পেহাং'-এর গতি চব্বিশ নট। এক রোখা ভাবে ছুটে আসছে ওর দিকে। শব্দ, জলোচ্ছ্বাস সব মিলিয়ে ছোট বোটটাকে মনে হচ্ছে জান্তব দৈত্য। বোটটা কয়েক হাতের ভেতর এসে পড়ার জন্যে অপেক্ষা করল রানা, তারপর আবার ডুব দিল। বাঁ কাঁধটা জ্বলে জ্বলে উঠল ওর—কিসে যেন ছিঁড়ে নিয়ে গেল খানিকটা মাংস। প্রপেল..র লেগেছে। শব্দটা দূরে যেতেই আবার ভেসে উঠল রানা। নোনা পানিতে জ্বলে যাচ্ছে ক্ষতটা। বুক ভরে হাপরের মত শ্বাস নিল রানা।

আবার আসছে পেহাং। শেষ মুহূর্তের জন্যে আর অপেক্ষা করল না রানা, ডুব দিল। পানির ভেতর থেকে ইঞ্জিনের গুড় গুড় শব্দটার দ্রুততা কমে গেছে মনে হলো ওর। পানির ওপর মুখ তুলল শ্বাস নিতে। কয়েক হাতের মধ্যে এসে গেছে পেহাং। রানাকে অনুসরণ করে গতি কমিয়ে ফেলেছিল। হঠাৎ যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল যন্ত্রটা। ডুব দিল না ও। প্রাণপণ শক্তিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল পাশে। আর না। আর কোন মানে হয় না। রানা ভাবল, এই নির্জন সমুদ্রে আর কতক্ষণ সে এভাবে বাঁচতে পারবে? চিৎ হয়ে দম নিল ও। জ্বলন্ত সূর্য দুচোখ ঝলসে দিল। ঠোঁট ভেজাল জিভ দিয়ে।

রানা অপেক্ষা করতে লাগল প্রপেলারে লেগে মাথা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবার।

এগিয়ে আসেছ পেহাং নতুন শক্তিতে।

নিজের বোকামির জন্যে ওর এই অবস্থা। রানা মারা যাবে আন্দামান সাগরে। হাঙর টুকরো টুকরো করে খাবে ওকে। মারা যাবে সাকী। সব কিছুর জন্যে নিজেকে দায়ী মনে হলো রানার।

গর্জন করে এগিয়ে আসছে বোটটা, শব্দটা পুরো শূন্যতা ভরিয়ে দিচ্ছে।··· শেষ মুহূর্তে মৃত্যুকে ভয় পেল রানা। ডুব দিল অতলে। তলিয়ে যেতে লাগল প্রাণপণে। কিন্তু পানি আবার ঠেলে দিল উপরে। একটু শ্বাসের জন্যে ব্যাকুল হয়ে পড়ল ফুসফুস। ভেসে উঠল রানা। শ্বাস নিল। আবার মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াল। হঠাৎ মৃত্যু ভয়টাও থাকল না আর। লড়তে হবে। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়তে হবে, ভাবল ও। কাছেই ভাবছে স্কী। একটু সাঁতরে গিয়ে ধরল ওটা। তারপর ওটার ওপর ভর করে ভেসে রইল কিছুক্ষণ।

দূরে আবার ঘুরে দাঁড়িয়েছে পেহাং। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে পজিশন নিয়ে ছুটে আসতে লাগল আরও প্রচণ্ড বেগে।

স্থির হয়ে রইল রানা। স্কীতে ভর দিয়ে সমস্ত মাংসপেশী কয়েক মুহূর্তের জন্যে শিথিল করে দিয়েই আবার একত্র করল। চোখ দুটো বোটের নাকের উপর অকম্পিত ভাবে রাখল। এবার একটু ভুল হলেই প্রপেলারের মুখে গিয়ে পড়তে হবে তাকে। পেহাং বিশ ফুটের মধ্যে এসে গেছে। রানা দেখল হুইল ধরা মালয়ী লোকটার চাউনি। বিস্মিত হয়েছে লোকটা। অথচ চোখে একরোখা জিঘাংসা। পানি থেকে স্কীটা তুলো ফেলল রানা। শরীরের প্রচণ্ড শক্তি দিয়ে একটু পেছন দিকে হেলে পাশে ছিটকে পড়ল ও। হাতে খাড়া করে ধরা একটা স্কী। হারপুনের মত।

বোটের গায়ে গিয়ে লাগল স্কী। উপর দিয়ে চলে গেল বোটটা স্কী নিচে ফেলে। শব্দ হলো, কিছু ভেঙে চুরমার হয়ে যাবার শব্দ। ছিটকে বের হলো কাঠের টুকরো। পেহাং-এর গতি মন্থর হয়ে গেল। প্রপেলারে লেগেছে।

উল্টো দিকে সাঁতার কাটতে লাগল রানা। যত দূরে যাওয়া সম্ভব যেতে হবে।

আবার গর্জন শুনল ইঞ্জিনের।

পেছন ফিরে তাকাল। দূর থেকে ছুটে আসছে পেহাং। চমকে গেল রানা। গা আলগা হয়ে এল ওর সব শেষ। মালয়ীর হাতে চক চক করছে বিশাল পিস্তল। পয়েন্ট ফোর ফাইভ মাউজার।

সাত

ওরা গুলি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

অবশ হয়ে এল রানার সমস্ত স্নায়ু মাংসপেশী—কয়েক সেকেন্ডের জন্যে। দ্য গেম ইজ ওভার। তবু সাঁতার কাটতে লাগল ও। যতদূরে সম্ভব সরে যেতে হবে। মুখ পানিতে ডুবিয়ে পানির সঙ্গে মিশে এগুলো ও। মাঝে মাঝে কানে এল পেহাং-এর গর্জন। শব্দ অনেকগুণ বেশি হচ্ছে, কিন্তু গতি বিক্ষিপ্ত। কিন্তু আর কয়েক

মিনিটের ভেতর ধরে ফেলবে রানাকে। ধরারও প্রয়োজন নেই। ওরা মাউজারের রেঞ্জে ওকে পেলেই কাজ শেষ করতে পারে। মুখ তুলল রানা। গুলির শব্দ হলো।...ডুব দিল ও। আবার উঠল। আরও কাছে চলে এসেছে পেহাং—দুশো গজের ভেতর।

আবার মুখ ডুবিয়ে দিল রানা। এক মিনিট একভাবে সাঁতার কেটে মাথা তুলল। আরও একটা শব্দ। গর গর করে শব্দটা কাছে চলে আসছে। থেমে গেছে পেহাং।

রানা তিনশো ষাট ডিগ্রি এ্যাঙ্গেলে চোখ ঘুরিয়ে নিল শব্দের উৎস খুঁজতে গিয়ে। দেখল এগিয়ে আসছে ছোট রক্তবর্ণ স্পীড বোট। এদিকেই আসছে।

এবার যেন শক্তি ফিরে পেল রানা। মাথা পানিতে ডুবিয়ে সাঁতার কাটতে লাগল। প্রাণপণে। 'পেহাং' থেকে দূরে যেতে হবে। পেহাংকে দেখল না। শুধু সাঁতার কেটে চলল। কিন্তু অবশ হয়ে আসছে সমস্ত শরীর।

আরও কতক্ষণ পর রানা জানে না, শুধু অনুভব করল কেউ তাকে টেনে তুলছে। সূর্যের আলোয় চোখ ঝলসে গেল। হলুদ নীল আলো চোখের সামনে নাচল।

যেন স্বপ্ন দেখছে ও। স্বপ্নে কোথাও ভেসে যাচ্ছে। কেউ ডাকছে, 'মিস্টার মাসুদ, মিস্টার মাসুদ।'

স্বপ্নের ভেতর চমকে উঠল রানা। কে এই লোক? এই অচেনা কণ্ঠস্বর কার! চোখ মেলে তাকাল ও। সূর্যে ঝলমল করছে আকাশের প্রগাঢ় নীল। বাতাস। চিৎ হয়ে শুয়ে আছে রানা বোটের উপর। বোট চলছে শব্দ করে, পানি স্প্রে করে।

তার মুখের উপর ঝুঁকে পড়েছে আর একটি মুখ। অচেনা মুখ। কোন দিন দেখেনি রানা।

কিন্তু লোকটা রানাকে চেনে। কে? চোখ বুজল রানা। স্মৃতি থেকে উদ্ধার করতে চেষ্টা করল। লাল চুল। বড় জুলফী। বছর পঁয়ত্রিশেক মত বয়স—শ্বেতাঙ্গ। না, রানা একে দেখেনি।

'ঘুমিয়ে পড়েছে?' নারী কণ্ঠ জিজ্ঞেস করল।

'মনে হচ্ছে।' রানা লোকটার গলা শুনতে পেল। 'তুমি সোজা হোটেল প্রিন্সের দিকে চালিয়ে যাও। ও ওখানেই উঠেছে।'

'তুমি একে চেনো কি ভাবে?'

'স্টেটসে আলাপ হয়েছিল,' বলল লোকটা। 'ওয়াশিংটনে হোটেল এক্সেলশিয়র, রুম নাম্বার সিক্স টু টু।'

পিগট! চমকে তাকাল রানা। সি. আই. এ এজেন্ট। ওর রুমে এসেছিল রানার ডবল সেজে।* সেজন্যে আসল চেহারা দেখা হয়নি। একে বেদম পিটিয়েছিল রানা।

ওকে চোখ মেলতে দেখে হাসল পিগট। রানার ঠোঁটের কোণে হাসি দেখা

---

* জাল

গেল। বলল, 'হ্যালো, পিগট?'
'পিগট?' মেয়েটির কণ্ঠস্বর, 'হু ইজ পিগট?'
কনুইতে ভর দিয়ে উঠে বসল রানা। কাঁধ জ্বলছে ছড়ে গিয়ে। দেখল মেয়েটিকে। ঈস্ট মিটস ওয়েস্ট। ইউরেশিয়ান। কালো চুল। কালো চোখ। পোড়া শরীর। সাদা বিকিনি। হুইল ধরে আছে।
'আমার নাম বার্নার্ড। জেমস বার্নার্ড। মিস কোরের সঙ্গে এখানে এসেছি। অ্যান্ড শি ইজ মাই ফ্রেন্ড—কিকি। ক্যাবারে ডান্সার,' বলল লোকটা। 'ওরা আপনাকে মারতে চাচ্ছিল কেন?'
উত্তর দিল না রানা। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল পিগটের চোখে।
'আমরা জেটিতে এসে গেছি,' বলল পিগট। 'আপনাকে পৌঁছে দেব হোটেল প্রিন্সে, মিস্টার মাসুদ?'
'আমাকে চেনেন কিভাবে?' জিজ্ঞেস করল রানা।
'হোটেল প্রিন্সে দেখেছি,' বলল পিগট।
রানা কোন কথা না বলে, ধন্যবাদ না দিয়ে নামল জেটিতে। সোজা বেরিয়ে এল বীচে। হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে।
মাথায় একরাশ চিন্তা নিয়ে হোটেলে পৌঁছাল রানা। লিফটে উঠে এল উপরে। ঘরে ঢুকল। তখন ও রীতিমত টলছে। গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। দরজা বন্ধ করল।
'হ্যান্ডস আপ।'
নারী কণ্ঠে ফিরে দাঁড়াল রানা। ডিভানে কাত হয়ে শোয়া অলোকা। পরনে বোতাম খোলা কোমর-ঝুল জ্যাকেট। নিচে রিভিয়েরা বিকিনি। হাতে পিস্তল। রানার ওয়ালথার পি. পি. কে।
অন্য হাতে গ্লাস। সামনের টিপয়ে বরফের পাত্রে বসানো শ্যাম্পেনের বোতল।
দাঁড়িয়ে রইল রানা। ফ্যাকাসে দৃষ্টি।
উঠে দাঁড়াল অলোকা। নামিয়ে রাখল গ্লাস। এগিয়ে এল পিস্তল হাতে। কাছে এসে রানার নগ্ন বুকে চেপে ধরল ওয়ালথারে শীতল মুখ।
'রানা, কি হয়েছে তোমার?' অলোকার কণ্ঠে বিস্ময়। রানা একভাবে দাঁড়িয়ে রইল দরজায় হেলান দিয়ে। মনে হলো পড়ে যাবে। ধরে ফেলল অলোকা। কিন্তু পারল না বিরাট দেহের ওজন রাখতে। হাঁটুর উপর ভেঙে পড়ল রানা। বসে পড়ল অলোকাও। দেখল জ্ঞান হারিয়েছে রানা।
'রানা, রানা ঠাট্টা করছিলাম!' মাটিতে শুইয়ে দিয়ে ওর মুখে মৃদু চাপড় দিল অলোকা। কোন সাড়া দিল না রানা। অলোকা দেখল মুখটা। সাদাটে মুখ। কাঁধে রক্তের ছোপ। চারদিকে তাকাল। হাতের পিস্তল ছুঁড়ে ফেলল ডিভানে। নিজের বীচ ব্যাগ থেকে তোয়ালে বের করল অলোকা। বরফ নিল পাত্র থেকে, ঝুঁকে পড়ল রানার উপর।

জ্ঞান ফিরে রানা দেখল বিছানায় শুয়ে আছে সে। গলা পর্যন্ত চাদর টানা। অলোকা ঝুঁকে পড়ে তার কাঁধের ক্ষতে ডেটল দিচ্ছে তুলো দিয়ে।

রানাকে চোখ মেলতে দেখে খুশি হয়ে উঠল মেয়েটি। চারদিক দেখল রানা। জিজ্ঞেস করল, 'বিছানায় আনল কে? তুমি?'

'তোমাকে উঁচু করব আমি!' চোখ কপালে তুলল অলোকা। 'মাই গুডনেস! বেল বয়কে ডেকে তারপর এখানে এনেছি।'

'তাই বলে বেদিং কস্টিউম খসিয়ে এভাবে···' চাদরের নিচে নিজের নগ্নতাকে অনুভব করল রানা।

'আজ্ঞে, না,' অলোকা হাসল, 'ব্যাটাছেলের কাপড় খসানোর কাজ ব্যাটাছেলের না—ও আমিই করছি। খাবার দিতে বলেছি। তুমি একটু কাত হয়ে শোও, আমি কাঁধের ব্যান্ডেজটা সেরে ফেলি। বেশ কেটে গেছে। ডাক্তারকে খবর দেইনি। কারণ, কি না কি করেছ তুমি। আমার ফার্স্ট এইড বক্স দিয়েই সব সারছি। বলো তো ডাক্তার ডাকি···'

রানা তাকাল অদ্ভুত এই মেয়েটার দিকে। সরল অথবা সরলতার ভান? কিংবা সব কিছুকে জেনে শুনেই সহজ করে দেখে হয়তো, ভেবেছে রানা কোন গ্যাংস্টার হবে। তবু বন্ধুকে বন্ধু ছাড়া অন্য কিছু ভাবার ইচ্ছে তার নেই। অলোকার কাঁধে হাত রাখল রানা। কাছে টানল। অলোকা সরিয়ে দিল হাতটা। বলল, 'এখন না।'

কোন কথা না বলে কাত হলো রানা। হাঁটু মুড়ে বসেছে অলোকা। নগ্ন উরু। ফার্স্ট এইড বক্সটা পাশে রাখা।

ওর উরুতে হাত রাখল রানা। ডেটলে একটু জ্বলে উঠল কাঁধ। 'আজকে তোমার পার্টিতে যাবে তো?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'দেরি আছে—এখনও চারঘণ্টা।'

'আমি কি পোশাক পরব বলত?'

'উঠে দাঁড়াতে পারবে কিনা সেটা আগে দেখো,' বলল অলোকা।

'আমার ছদ্মবেশ প্রিন্স ধরতে পারবে না।' ফার্স্ট এইড বক্স থেকে ব্যান্ডেজের রোলটা তুলল রানা। বলল, 'কাউকে দিয়ে আমাকে তিনশো গজ ব্যান্ডেজ আনিয়ে দাও তুমি।'

'তিনশো গজ!' চোখ কপালে তুলল অলোকা। 'কি করবে?'

রানা কাঁধে হাত রেখে এবার জোর করে কাছে টানল অলোকাকে। 'তোমাকে একটা চুমু খাব লক্ষ্মী মেয়ে।'

এক এক করে ভেতরে যাচ্ছে গেস্টরা।

নকশা করা বিশাল দরজা পেরিয়ে যে ঘরটাতে সবাই প্রথম ঢুকছে, তার দরজায় দাঁড়িয়ে স্থির-মুখো কতগুলো জার্মান জেনারেল-মার্কা লোক। ওরা প্রিন্সের ব্যক্তিগত পুলিস বাহিনীর সদস্য। একটা ডিভানে কাত হয়ে বসে আছে একটি মেয়ে, যেন ধরে আনা হয়েছে মধ্য যুগের রাজপুত প্রাসাদ থেকে। সচ্ছ কাপড় আর সোনার কারুকাজ করা পোশাক—আবরণ নয়, অলঙ্কারের মত। মুখে শুধু টেনে দিয়েছে কালো নেকাব। গেস্টরা গেটে কার্ড দেখিয়ে এনে রাখছে মেয়েটির সামনে ভেলভেটে ঢাকা ট্রের উপর। মেহমানদের সবাই প্রায় যুগলে আসছে। পুরুষদের বিচিত্র পোশাক। মেয়েরা সবাই একটি অতিরিক্ত চাদরে ঢেকে আসছে। মুখে

নেকাব। চেনা যায় না। কিন্তু হারেম কন্যা সবাইকেই এক একটা নাম ধরে সম্বোধন করছে কার্ড দেখে দেখে। ওদের কেউ কেউ হাসছে। মৃদু হেসে বলছে, 'হ্যালো, অলোকা।'

দশ মিনিট হলো আর কেউ আসছে না। অলোকা লকেটের সোনার ঘড়িটা দেখল। 'প্রবেশ' সময় পার হয়ে গেছে। উঠে দাঁড়াল ও। এগিয়ে গেল দরজার কাছে। গার্ড দরজা বন্ধের অনুমতি চাইল। না করল অলোকা। দু মিনিট পর দেখল এগিয়ে আসছে এক অদ্ভুত মূর্তি।

মেকাপ বটে। সারা গা মোড়া ব্যান্ডেজে। কোথাও এক ইঞ্চি ফাঁক নেই। শুধু চোখ আর মুখে ফুটো। হাসি পেল অলোকার। সে নিজের হাতে ব্যান্ডেজ করেছে।

ব্যান্ডেজ-মূর্তি দরজার সামনে এগিয়ে আসতেই অলোকা তার ডিভানে বসতে গেল আগের মত।

'অলোকা।'

ডাক শুনে গম্ভীর মুখে নবাগতের দিকে তাকাল ও, তারপর সন্ত্রস্ত ভাব নিয়ে ডিভান ছেড়ে দরজার কাছে এগিয়ে গেল। নেকাবটা নামিয়ে দিয়ে মাথা নিচু করে 'বাউ' করে বলল অলোকা, 'ওয়েল কাম, নবাবজাদা মাসুদ রানা।'

রানা এগিয়ে এল। সরে দাঁড়াল পুলিস-বাহিনীর সর্দার। ভেতরে এসে রানা বলল, 'মাই গড! ফ্যান্টাস্টিক।'

'কি?'

'তুমি। একি পোশাক!'

'অবাক হচ্ছ কেন? তুমি তো আগেও দেখছ, তাছাড়া তোমার দেখার কিছু বাকি আছে নাকি।' রানার হাত ধরে টানল অলোকা, 'কাম অন, কুইক! প্রিন্স একা পেলে হয়তো তোমার ডিজগাইজের জন্য ধন্যবাদ জানাতে চাইবে।' তারপর পুলিস বাহিনীর উদ্দেশে বলল, 'ক্লোজ দ্য ডোর। নো মোর গেস্ট।'

রানাকে টানা এক করিডর দিয়ে নিয়ে চলল অলোকা। দু পাশে নকশা করা লাইটের শেডের আলোগুলো ছাড়া কোন কিছুকেই বাস্তব মনে হচ্ছে না। নির্জন ভৌতিক মনে হয়। অলোকার দিকে তাকাল রানা। কেবল চোখ জোড়া দেখা যাচ্ছে ওর।

করিডরের শেষ মাথায় পৌঁছাতেই মৃদু গুঞ্জন শুনতে পেল রানা। মানুষের অস্তিত্ব অনুভব করল। সামনে বিশাল দরজাটা খুলে ভেতরে গেল অলোকা, ওকে অনুসরণ করল রানা।

ভেতরে অন্য এক জগৎ।

একটাও ইলেকট্রিক বালব নেই, সারা ঘরে জ্বলছে বিরাট আকারের মোমবাতি। ঝালরেও মোমবাতির আলোর বিচ্ছুরণ।

শ'খানেক নারী পুরুষের ভিড়। অদ্ভুত সুরে কোথায় যেন বাজছে অর্কেস্ট্রা। কেউ ফিরেও তাকাল না রানার দিকে। সবার মুখেই মুখোশ, পরনে বিচিত্র পোশাক। মেয়েদের পরনে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে কিছুই নেই, যাদের আছে তাও আবার দেখা যাচ্ছে না, শরীরের রঙের সঙ্গে মিশে গেছে।

রানা আর অলোকার সামনে এক মালয়ী অর্ধ নগ্ন ওয়েট্রেস এসে দাঁড়াল ট্রে নিয়ে। রানা তুলে নিল গ্লাস। অলোকা নিল না। এগিয়ে গেল বুফে টেবিলের দিকে। রানা অনুসরণ করল।

টেবিল থেকে একটা ফোর্ক তুলে নিল রানা—রেড ওয়াইনে ভেজানো বরফ দেয়া রোস্টেড চাইনিজ ডাকের বুকে গেঁথে তুলে নিল প্লেটে। অলোকাও তাই করল। দুজন এল একটা থামের পাশে।

সবাই বসেছে জোড়ায় জোড়ায় ডিভানে অথবা সোফায়। কোথাও একাধিক পুরুষ বা একাধিক মেয়ে। মেয়েদের হাসিই বেশি শোনা যাচ্ছে। পুরুষ হয় খাচ্ছে অথবা মুখ ডুবিয়ে দিয়েছে সঙ্গিনীর ঠোঁটে, বুকে।

রানা খুঁজছে প্রিন্সকে।

হঠাৎ একটা মেয়ের উপর চোখ আটকে গেল ওর। সোনালী চুলের আধুনিক লেডি গোডাইভা! একেবারে নগ্ন নয়। পায়ে মধ্য উরু পর্যন্ত চামড়ার বুট। এক পায়ে কালো অন্য পায়ে হলদে। সারা অঙ্গে আর কিছু নেই বলে মনে হয়—চোখের কালো মুখোশটা ছাড়া। চুল দিয়ে বুক ঢেকেছে। নিম্নাঙ্গে গায়ের সঙ্গে মিলিয়ে পরা জাঙ্গিয়া, খুঁজলে পাওয়া যেতে পারে।

সঙ্গের লোকটা প্রিন্স। প্রিন্স সেজেছে জাপানী সামুরাই। এক হাতে গ্লাস। অন্য হাত সোনালী চুলের নিচে।

এই স্বর্ণকেশীকেই সী-বীচে দেখেছিল রানা।

পাশের একটা লোকের সঙ্গে কথা বলছে অলোকা দেখল ও। এই সুযোগ। পায়ে পায়ে ডান দিকের দরজার দিকে গেল রানা।

অর্কেস্ট্রার সুর হঠাৎ বদলে গেল।

'রানা,' মৃদু কণ্ঠে ডাকল অলোকা। দৌড়ে কাছে এল। 'নাচবে?'

পালানো হলো না। কয়েকটা জোড়া উঠে দাঁড়িয়েছে। নাচছে। মৃদু আলোয় নাচ মনে হয় না। মনে হয় অজান্তার মিথুন-মূর্তি। 'এখানে নাচতে আসিনি,' বলল রানা।

'তবে?'

'দেখাটাই বেশি এক্সাইটিং মনে হচ্ছে।' অলোকার কোমর চেপে ধরে মৃদু হাত বুলাল ও।

'চলো, তবে কোথাও বসি,' তৃপ্ত কণ্ঠে বলল অলোকা।

ওরা পাশের ঘরে এল। এখানে ইলেকট্রিক ভালব জ্বলছে। নীল আলো। কিন্তু একটা সোফায় এক জোড়া মিথুন-মূর্তি, মেঝেতে ছড়ানো পোশাক। অপরিচিত মুখোশ ঢাকা—দুটো মুখ এদিকে একবার তাকিয়েই আবার নিজেদের মধ্যে বিভোর হলো। পাশের ঘরও বে-দখল। এ ঘরে দু'জোড়া।

কোথাও নির্জন ঘর পেল না ওরা। এক জোড়া, দু'তিন জোড়া—আনাচে কানাচে সব অন্ধকার ক্রমেই ভরে তুলেছে। ওরা ঘুরতে ঘুরতে এসে পৌঁছাল সুইমিং পুলে। রানা একটা ডেক চেয়ারে ধপাস করে বসে পড়ল। অলোকা বসল ওর কোল জুড়ে। চুমো খেতে লাগল পাগলের মত। নিজেকে রানার সঙ্গে মিশিয়ে দিতে চাইল, ঘসতে লাগল যাঁতার মত।

‘এখানে নয়।’ বাধা দিল রানা।
‘এখানেই।’ ব্রা আলগা করে ফেলল অলোকা। ‘এখনই।’
‘আমি পারব না।’ গালে হাত বুলিয়ে ওকে শান্ত করার চেষ্টা করে বলল রানা, ‘এ বিষয়ে আমি প্রাইভেসি না হলে…’
উঠে দাঁড়াল অলোকা। ওর হাত ধরল। বলল, ‘দেন কাম উইথ মি।’
‘কোথায়?’
‘প্রিন্সের প্রাইভেট চেম্বারে।’
দু’জন ছুটল। অলোকা তার পোশাকের কথা ভাবছে না। কিন্তু রানার হাতটা ধরাই রইল। রানাকে আরেকটা নির্জন বারান্দায় নিয়ে এল অলোকা। দুজন এগিয়ে গেল। বারান্দার বাঁ দিকে ঘুরল। ‘অলোকা একটা খাবারের প্লেট নিয়ে এলে হত,’ বলল রানা।
‘না,’ ধমকে উঠল অলোকা। নগ্ন বুকে আঁকড়ে ধরল রানার হাত। রানা বুঝল আধঘণ্টার মধ্যে তার রেহাই নেই। একটা হাসির শব্দে দুজনই থমকে দাঁড়াল। একটা খোলা দরজা দিয়ে ঘরে এল প্রিন্স আর স্বর্ণকেশী তাদের পেছনে আরও পাঁচ ছটা জুটি। রানা আর অলোকাকে দেখে থমকে গেল প্রিন্স। কিন্তু মুখোশের জন্যে বোঝা গেল না মুখের ভাব।
‘অলোকা তুমি এদিকে?’ জিজ্ঞেস করল প্রিন্স।
থতমত খেয়ে হাসল অলোকা। বলল, ‘সব ঘর অকুপাইড।’
হো হো করে হাসল সবাই। প্রিন্সের চোখ অলোকার বুকের উপর নিবদ্ধ। ‘চলো এঁদের নিয়ে যাচ্ছি একটা মজার জিনিস দেখাতে। তুমিও দেখবে,’ বলল সে।
প্রিন্স যে ঘরটায় সবাইকে নিয়ে এল সেটা পুরোপুরি সাউন্ড প্রুফ, এয়ার কন্ডিশন করা। সারপ্রাইজ দিতে এনেছে প্রিন্স—ঘরটা দেখেই সবাই বিস্ময়ে হতবাক। চারদিকের দেয়াল সোনালী ব্রোকেটের ড্রাপারী দিয়ে মোড়া। মেঝেতে দামী কার্পেট—মাঝখানে একটা জায়গায় বিছানা পাতা। বিছানাটা হলুদ কাপড়ে ঢাকা—ঝালর লাগানো চাদর, বালিশ।
‘এটা আমার ঘর। আপনাদের আমি দেখাব আরব্য রূপকথার ফ্লাইং কার্পেট। তবে এটাকে ঠিক বিদেশ ভ্রমণের জন্যে না হলেও ফ্লাইং বেড অনায়াসে বলা যায়।’ ঘরের এক দিকে প্রিন্স এগিয়ে গেল। ‘ফ্লাইং বেড, ওনলি ফর ফ্লাইং মেট,’ বলেই ড্রয়ার থেকে একটি কালো বাক্স বের করল সে। বাক্সটা আসলে একটা সুইচ প্যানেল। একটা সুইচে চাপ দিল প্রিন্স। সবাই অবাক হয়ে দেখল ঘরের মাঝখানে মেঝেতে পাতা বিছানাটা উপরে উঠছে। আরেকটা সুইচে চাপ দিল প্রিন্স। এখন দুলছে— এদিকে ওদিকে ঘুরছে।
সবাই হতবাক। তারপরই বিস্মিত ঝঙ্কার শোনা গেল, ‘বিউটিফুল। চমৎকার। আশ্চর্য!’
‘এটা আমার এক জাপানী ফ্রেন্ড তৈরি করে দিয়েছে। রেডিওতে চলে,’ সুইচ বন্ধ করে বলল প্রিন্স। ‘সাদামাটা পার্টি ভাল লাগে না। আমরা লাইফ প্রোগ্রাম দেখতে চাই। কে বেড পার্ফমেন্স দেখাবে? কে ব্যবহার করবে এ বেড সবার আগে?’

'আমি!' রানার পাশ থেকে এগিয়ে গেল অলোকা।

সবাই চিৎকার করে উঠল, 'হুররে।' একজন বলল, 'আমি পার্টনার হতে চাই।'

অলোকা আশেপাশে তাকাল। দেখল, রানা পাশের ঘরে দরজা দিয়ে ভেতরে চলে যাচ্ছে। ডাকল অলোকা, 'রানা, রানা, শোনো।' দৌড়ে ওকে অনুসরণ করল সে।

চমকে গেল রানা। প্রিন্সের পাশে দাঁড়ানো লিন্ডার চোখেও চমক।

দাঁড়াল না রানা।

দৌড়ে লাফ দিয়ে পড়ল অন্ধকারে চলে এল আরেক নির্জন করিডরে। পেছনে আরও কে যেন ছুটছে। লাফিয়ে ছোট আঙিনায় নামল রানা। ওপাশে কালো একটা ছায়া। থমথমে বাড়ি। দেখে মনে হয় বন্দীশালা। মনে হলো, এরই কোথাও আছে সাকী।

পায়ে বীচ শূ। শব্দ হয় না। তবুও রানা সাবধানে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল। এক পা দু'পা করে অন্ধকারে মিশে যেতে চাইল। পিছনে পায়ের শব্দ। অন্ধকারে সর্পিল পদক্ষেপ। দেয়াল ঘেঁষে উঠে পড়ল রানা অন্ধকার সিঁড়িতে। আরেকটা বারান্দা। বারান্দার ওপাশে, পঁচিশ হাত দূরে একটা দেয়াল। অন্ধকারে মিশে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল দেয়ালের উপর। পালাতে হবে।

কেউ নেই।

অথচ একটা শব্দ শুনল রানা। তারপরই একটা হুঙ্কার। কুকুর। হিংস্র ভয়ঙ্কর ডোবারম্যান পিনশার! বিদ্যুতের মত অন্ধকার ভেদ করে প্রচণ্ড ভারী কিছু ওর উপর এসে পড়ল। দেয়াল থেকে নিচে পড়ে গেল রানা। জানোয়ারটার আক্রোশ বিক্ষুব্ধ গোঙানী শুনল ও। চারদিকে দপ করে আলো জ্বলে উঠেই নিভে গেল সাথে সাথেই। জানোয়ার দাঁতটা বসিয়ে দিয়েছে ওর কাঁধে—ব্যান্ডেজের ভেতর।

চিৎকার করে উঠল রানা।

কোমরে হাত দিয়ে বের করল ব্যান্ডেজে লুকিয়ে রাখা ছুরিটা।

আরও বসে যাচ্ছে দাঁত। হাত নাড়তে পারল না রানা।

আলোটা আবার জ্বলে উঠল, এবং নিভে গেল সঙ্গে সঙ্গে। কেউ মেরেছে মাথায়, পেছন থেকে। খসে পড়ল ছুরি।

রানার অজ্ঞান দেহ লুটিয়ে পড়ল ঘাসে।

আট

সাইকাডেলিক-পার্টির অর্কেস্ট্রা কানের কাছে অনেকক্ষণ ধরে বেজে চলছে। চোখ খুলেই বন্ধ করল রানা। আলোয় যেন চোখ ঝলসে গেল। রোদ উঠেছে। চোখ বন্ধ করে আবার সাইকো-অর্কেস্ট্রা শুনতে লাগল।

কোথায় আমি, ভাবল রানা। ঢাকা, করাচী, তেহরান অথবা ব্যাঙ্কক কিংবা তাইপিং বীচে সূর্যের নিচে? তাইপিং···সমুদ্রের ডাক শোনা যাচ্ছে। চোখ মেলল

ও। একটা সাজানো ঘরে শুয়ে আছে সে। গায়ে টেনে দেওয়া ব্ল্যাঙ্কেট। ঘরটার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর সব কিছু সাদা। ব্ল্যাঙ্কেট সরিয়ে উঠে বসল রানা। সাদার মধ্যে তার তামাটে শরীর আর পরনের গোল্ডেন কর্ডের বেদিং শর্টসকে রীতিমত বেমানান মনে হচ্ছে। গতরাতের ব্যান্ডেজগুলো গেল কোথায়?

মনে মনে সব ঘটনা হিসেব করে ফেলতেই মাথাটা টন টন করে উঠল রানার। হাত দিল—জায়গাটা এখনও ফুলে আছে। আর চিন্তা করল না ও। এখন সে প্রিন্স কুয়ানটাং শাহনেওয়াজ আদিব-অর-রহমান অভ মালয়েশিয়ার অতিথি। এই সুযোগে ঘুমিয়ে নেয়া যাক। কাদাটে আরশোলার উৎপাত ভরা মেঝেতে ফেলে রাখেনি ওকে। এর অর্থ শিগগিরই শীর্ষ সম্মেলন বসবে।

রানা দরজা খোলার একটা শব্দ শোনার আশায় একমিনিট কান খাড়া করে রেখে ঘুমিয়ে পড়ল আবার।

ঘুম ভেঙে দেখল একটা বিশাল বাঁকা ছুরি চোখের সামনে জ্বল-জ্বল করছে। ছুরিটা চিক চিক করে উঠল, তাকে ইঙ্গিত করা হচ্ছে। শক্ত হাতের মুঠোয় ধরা ছুরি। হাতের কব্জিতে কালো চার ইঞ্চি বেল্ট।

ছুরির মালিকের দিকে তাকাল রানা।

ছড়ানো নাক, তার মাঝখানে কেউ যেন আরও একটা থাবা দিয়ে দিয়েছে। চওড়া চোয়াল, চৌকো থুতনি। এমন মুখ ও জীবনে দেখেনি। দৈর্ঘ্যের চেয়ে প্রস্থ বেশি। কান দুটো বড়। চোখ অনেকগুলো ভাঁজের সমন্বয়। মাথায় চুল নেই। ছুরিটা দরজার দিকে ইশারা করল।

উঠে দাঁড়াল রানা। খুঁজল পায়ে দেবার কিছু—এবার সামনের দিকে ধাক্কা দিল লোকটা। রানা বুঝল এটা মোটামুটি মানুষের আকারবিশিষ্ট জীব—আগেকার রাজা বাদশাদের মত আধুনিক প্রিন্সেরও রেয়ার কালেকশনের বাতিক আছে।

খালি পা, খালি গা শুধু একটা শর্টস পরা অবস্থায় এক রাজকীয় বারান্দা দিয়ে এগিয়ে চলল রানা।

প্রিন্সের হাতে চুরুট। পরনে মালয়ী পোশাক। বসেছে একটা ডিভানে কাত হয়ে। পাশে বসা স্বর্ণকেশী। আজকে সেই বুট নেই। পরনে সাদা শর্টস, লাল অর্লনের সোয়েটার। দেখেই বোঝা যায় অন্তর্বাস নেই। ওদের সামনে কফির পট, কাপ এবং কতগুলো বিচিত্রবর্ণের ফল গামলায় রাখা।

ঘরের মাঝখানে দাঁড়াল রানা।

ঘোলাটে চোখে রানার চোখের দিকে তাকাল প্রিন্স। স্বর্ণকেশীর চোখ ওর সুদৃঢ় মাংশপেশীতে নিবদ্ধ। হাত বাড়িয়ে একটা আপেল নিয়ে কামড় দিল মেয়েটা।

'আপনারা এখন কি করতে চান প্রিন্স?' অস্বস্তিকর নীরবতা ভাঙল রানা। মেয়েটির হাতে কামড় দেয়া আপেলটা দেখে মনে হলো খিদে পেয়েছে ওর।

স্বর্ণকেশীর উরুতে রাখা প্রিন্সের হাতের আঙুলগুলো হঠাৎ থেমে গেল, বসে গেল মসৃণ মাংসে। 'আপনি কি আশা করছেন মাসুদ রানা?' বলল প্রিন্স।

'আজকেই আমাকে মেরে ফেলা হবে,' বলল রানা। 'আপনাকে ধন্যবাদ...'

'কেন?'

'রাতে একটা ভাল বিছানা দেবার জন্য।'

রানার উত্তর শুনে সোজা হয়ে বসল প্রিন্স। রেগে গেছে। একটু ভাবল। বলল, 'আজ রাতেও বিছানার সুব্যবস্থা থাকবে। আপনার সঙ্গে আমি বিরোধিতা করতে চাই না।'

'দরকার নেই,' বলল রানা, 'আপনি এখনই অনায়াসে আমাকে খুন করতে পারেন। তাই যখন করবেন তখন আর দেরি করছেন কেন?'

'হত্যা আমি ঘৃণা করি, মিস্টার রানা, অকারণ হত্যাকে,' বলল প্রিন্স। 'হত্যার প্রয়োজন আমার হয় না। এই পুরো এলাকাটা আমার। পারিবারিক ঐতিহ্য এবং প্রতিপত্তির জন্যে মালয়ে কেউ আমার কোন কাজে হস্তক্ষেপ করবে না। আপনার সরকারকে দিয়েও কিছু করতে পারবেন না আপনি—কারণ দু'দেশের মধ্যে কোন কূটনৈতিক সম্পর্ক নেই। আমার এখানে আপনাকে কিছুদিন থাকতে হবে। আপনাকে কাজে লাগাতে চাই আমি।' প্রিন্স একটু থেমে বলল, 'আপনি মেজর জেনারেল ওয়াসিমকে একটা চিঠি লিখবেন, তার মেয়ে সাকীর অবস্থা বর্ণনা করে। জেনারেল ওয়াসিম ভাবছেন আমি তার সঙ্গে রসিকতা করছি...'

'আমার সঙ্গেই য করেছেন না তাই বা কি করে বলি,' প্রিন্সের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল রানা।

ওর কথার উত্তর দিল না প্রিন্স। 'জেনারেল ওয়াসিম বুঝতে পারবেন আমি কাঁচা কথায় ভুলব না,' বলল সে। 'আমি তাঁর কাছে যা চেয়েছি তা চাই! আপনার চিঠির সঙ্গে সাকীর আরেকটা আঙুল যাবে।'

'তার মানে,' রানা আস্তে আস্তে বলল, 'আপনি সাকীর উপর আরও অত্যাচার চালাতে চান?'

'অত্যাচার শব্দটার ব্যবহার ঠিক হলো না,' আহত দেখাল প্রিন্সকে, 'আমি চেয়েছিলাম সাকীর কষ্ট না হোক। ডা. আকিহিতো নিখুঁতভাবে তার কাজ করেছিলেন। এখন আমাকে নির্ভর করতে হচ্ছে সাকাবাকের উপর।' দরজার দিকে সেই জানোয়ারের মত রেয়ার কালেকশনটিকে দেখাল সে।

শিউরে উঠল রানা। 'আমি কোন চিঠি লিখছি না,' বলল ও। 'এবং আপনাকে আবার জানিয়ে দিচ্ছি, মেজর জেনারেল ওয়াসিম মারা গেছেন।'

মৃদু হাসল স্বর্ণকেশী। হাসল প্রিন্স। উরুর উপর হাতটা আরও একটু দুঃসাহসী হতে গিয়ে থেমে গেল। প্রিন্স বলল, 'আরেক কাজ করা যায়। চিঠি লিখবে সাকী নিজে। আপনি তাকে সাহায্য করবেন। এখানে এসে মেয়েটি কথা বলা ছেড়ে দিয়েছে।'

'সাকী অসুস্থ,' বলল রানা। 'ও লিখতে পারে না।' ওর চোখ দরজা দিয়ে বাইরে গেল। দেখা যাচ্ছে কয়েকজন বিদেশী ঘুরে ঘুরে দেখছে প্রাসাদের কারুকাজ। সকালের রোদ কেবল তেতে উঠেছে। সবকিছু কেমন ঝকঝকে আর সজীব মনে হচ্ছে—অথচ এখানে মধ্যযুগীয় ভয়াবহতা।

প্রিন্স ইশারা করল দরজায় দাঁড়ানো সাকাবাক নামের সেই দৈত্যটাকে। দেশী

ভাষায় কি যেন বলল। রানা তাকিয়ে দেখল চলে যাচ্ছে সাকাবাক। ঘরে আর কেউ নেই এরা দু'জন ছাড়া। মেয়েটি উঠে দাঁড়াল। আড়মোড়া ভেঙে বলল, 'আমি পুলের দিকে চললাম।'

বেরিয়ে গেল সে।

দু'মিনিটের নীরবতা।

হঠাৎ নীরবতা খান খান হয়ে গেল নারীকণ্ঠের আর্তনাদে। চমকে তাকাল রানা। ঘরের ভেতর কি যেন এসে আছড়ে পড়ল।

প্রায় নগ্ন এক নারী দেহ।

অলোকা।

গতকালের সেই পোশাকটাই পরনে—কিন্তু শত ছিন্ন হয়েছে। পিঠে কালচে দাগ—এলোমেলো চুল মেঝেতে লুটিয়ে উপুড় হয়ে পড়েছে অলোকা। যন্ত্রণায় কুঁকড়ে উঠেছে।

কিছু বলতে পারল না রানা। অলোকাকে দেখল। দেখল সাকাবাকের কুৎসিত মুখ। চোখের আদিম দৃষ্টি! দেখল প্রিন্সের মুখের কৌতুক। রানা মৃদু কণ্ঠে বলল, 'জানোয়ার।'

ওর গলা শুনে মুখ উঁচু করল অলোকা। দেখল ওকে। উচ্চারণ করল, 'রানা!' আবার উপুড় হয়ে পড়ল অলোকা।

'ওকে নিয়ে যাও,' দৈতটাকে বলল প্রিন্স। আরও কি যেন বলল দেশী ভাষায়। রানা শুধু দেখতে লাগল নৃশংস মানুষটাকে। কিছু ভাবতে পারছে না ও। ইচ্ছে হচ্ছে এখনই ঝাঁপিয়ে পড়ে—ইচ্ছে হচ্ছে এই লোকটার গলাটা দু'আঙুলে চেপে ধরে।

'মিস্টার মাসুদ,' বলল প্রিন্স, 'অলোকা আপনাকে নিয়ে এসেছিল সে জন্যে ওর শাস্তি মৃত্যু। হত্যা আমি ঘৃণা করি—কিন্তু সব সময় হত্যা এড়িয়ে চলা সম্ভব নয়। যদিও অলোকাকে আমিও বাঁচাতে চাই। একটা সুন্দরী মেয়েকে মেরে ফেলা···আই কান্ট ইমাজিন। ওকে আমি বাঁচিয়ে রাখব, আপনার হাতেই ছেড়ে দেব, যদি আমার সঙ্গে সহযোগিতা করেন। এবার সাকীর সঙ্গে কথা বলুন। একটা চিঠি লিখিয়ে আমাকে দিন। আসুন আমার সঙ্গে।'

প্রিন্সকে অনুসরণ করে আরেকটা ঘরে এল রানা।

'কিন্তু কাকে লিখব চিঠি? মেজর জেনারেল ওয়াসিম নেই,' বলল রানা। ছোট্ট ঘরটার চারপাশে তাকাল ও, গতকাল এ ঘরেই মিথুন-দৃশ্য দেখেছিল। ডিভান, সোফা দিয়ে সাজানো। দেয়ালে ছবি।

'কথা বাড়াবেন না। আপনার কথা বিশ্বাস করি না আমি। আপনাদের চীফ এত বোকা নয় যে শুধু একটি অসুস্থ মেয়েকে উদ্ধার করার জন্যে লোক পাঠাবে।'

উত্তর দিল না রানা। একে বিশ্বাস করানো সম্ভব নয়। অথচ···

'প্রিন্স,' রানা বলল, 'আপনার কপালে খারাবি আছে। আপনাকে আমি হত্যা করবই।'

হো হো করে হাসল প্রিন্স। হয়তো আরও হাসত। কিন্তু থেমে গেল দরজার দিকে তাকিয়ে।

সাকাবাক নিয়ে আসছে একটি মেয়েকে। ফ্রক পরা, অথচ পূর্ণ শরীর। চোখ দুটো বড় বড়—তাতে নির্বিকার দৃষ্টি।

ড. রেগানের কাছ থেকে নেয়া সেই ছবিটার মতই দেখতে। এই হচ্ছে সমস্ত ঘটনার উৎস। এই হচ্ছে সাকী! রানার চোখ ওর বাঁ হাতের আঙুলে গেল। আঙুলটায় ব্যান্ডেজ।

'মিস্টার মাসুদ, আমি হত্যাকারী নই। একজন যৌন বিলাসী প্রিন্স। ঘটনাচক্রে জড়িয়ে পড়েছি এর সঙ্গে। হ্যাঁ, কিছুটা লোভেও বটে। আমি যা চাই পেলেই কারও কোন ক্ষতি করব না,' নাটকীয় ভাবে বলল প্রিন্স। 'নইলে এ প্যালেস থেকে বেরুতে পারবেন না আপনি। কেউ না। অলোকা, আপনি, সাকী—সবাইকে তিলে তিলে হত্যা করা হবে। পৃথিবীর কেউ জানবে না।'

'আমাদের চীফ জানবে,' বলল রানা। 'আমাকে হত্যার পরদিনই আমাদের প্রত্যেকটা অপারেটরের কাছে গোপন সার্কুলার যাবে: 'কিল প্রিন্স শাহনেয়াজ আবিদ-অর-রহমান।' একটু থেমে রানা বলল, 'মেজর জেনারেল ওয়াসিমের কাছে আপনি কি চান?'

'চাই সাউথ ইস্ট এশিয়ায় কর্মরত পাকিস্তানী স্পাইদের তালিকা। এদের একটা বিরাট অংশ কাজ করছে চায়নার হয়ে। পুরো লিস্টটাই আমার প্রয়োজন।'

'আপনার?' অবাক হলো রানা, 'আপনি কি করবেন এ লিস্ট দিয়ে?' মালয়েশিয়ার এতে কি স্বার্থ?'

'মালয়েশিয়ার স্বার্থ নয়, মিস্টার মাসুদ,' বলল প্রিন্স। 'আমার স্বার্থ। এ লিস্ট আমি সি. আই. এ-র হাতে তুলে দেব।'

'সি. আই. এ?' চমকে উঠল রানা, বুঝতে পারল ফু-চুং এখানে কেন।

দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

রানা একা কথা বলতে চেয়েছে সাকীর সাথে। সাকী একটা ডিভানে বসে ভয়ে ভয়ে তাকাচ্ছে এদিকে। ডান হাতের বুড়ো আঙুল মুখে।

একভাবে রানাকে দেখছে সাকী। রানার পরনে শুধু একটা প্যান্ট। ও কাপড় চেয়েছিল। কিন্তু প্রিন্স মৃদু হেসে বলেছিল, 'সাকী ওসব কিছু বোঝে না।'

রানাকেই দেখেছে সাকী। অবাক হয়ে। দু'এক পা করে এগিয়ে গেল রানা।

'সাকী,' আস্তে করে ডাকল ও। সাকীর মুখ থেকে নামল আঙুলটা। একটু সরে যেতে চাইল। রানার দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর হঠাৎ গিয়ে বসল ওর পাশে একটু দূরত্ব রেখে। 'সাকী আমি তোমার বন্ধু। আমাকে ভয়ের কিছু নেই,' বলল ও।

সাকী তাকিয়েই রইল, একভাবে। রানার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে—সি. আই. এ…ফু-চুং। বিশ্রী সব নাম আর এই প্রাসাদের বন্দীত্বের ভয়াবহতা—মৃত্যু, প্রিন্স, সাকাবাক, এজেন্ট লিস্ট—সবকিছুর সঙ্গে কি অদ্ভুত কনট্রাস্ট এই নির্বোধ কিশোরী! মনে পড়ল অলোকার কথা। আরেকটা বোকা মেয়ে। তাকে সাহায্য করতে গিয়ে এখন জীবন দিতে বসেছে! প্রিন্স সবার জীবন ছেড়ে দিয়েছে এই সাকীর হাতে। ও কিছু বোঝে না, অথচ ভয় পাচ্ছে, আঙুল কাটার কথা মনে করে অথবা নতুন জায়গায় এসে।

রানা আরও কাছে এগিয়ে গেল। এবার সরে বসল না সাকী। ওর কাঁধে হাত রাখল রানা। অবাক হয়ে তাকাল মেয়েটা। মৃদু হাসল রানা। অনেকক্ষণ এক ভাবে তাকিয়ে থেকে নিজে থেকেই কাছে সরে এল সাকী। রানার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল। ওর রেশমের মত চুলে হাত রাখল রানা। 'তুমি কে?' জিজ্ঞেস করল সাকী।

'তোমার বন্ধু,' বলল রানা। 'তোমার আব্বা পাঠিয়েছেন।'

এবার সাকীর চোখে জমে উঠল পানি। রানার হাত-আঁকড়ে ধরল। ফিসফিস করে বলল, 'আমার ভয় করছে। তুমি আমাকে নিয়ে চলো।'

চারদিক ভয়ঙ্করভাবে নীরব।

দরজা বন্ধ। ওরা অপেক্ষা করছে।

'আমরা দু'জনই পালাব,' বলল রানা।

এবার সাকী দু'হাতে জড়িয়ে ধরল রানার গলা। রানার কাঁধে মুখ গুঁজে কাঁদতে লাগল ফুঁফিয়ে ফুঁফিয়ে। কান্নার ফাঁকে ফাঁকে বলল, 'এখনই নিয়ে চলো।'

কিছু বলতে পারল না রানা, ওর মাথায় হাত বুলানো ছাড়া। অবাক হয়ে দেখল মেয়েটির মেধা চার বছরের শিশুর হলেও মৃত্যু ভয় ঠিকই আছে। অবধারিত মৃত্যুকে এই মেয়েও উপলব্ধি করতে পারছে।

দু'ঘন্টা কেটে গেল। কোণের টেবিলে রাখা কাগজ আর কলমের দিকে একবারও চোখ গেল না রানার।

দেখল সাকীকে। সমস্ত ভার রানার উপর ছেড়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে পরম নিশ্চিন্তে। ভারী, ফোলা ফোলা মুখ। শিশুর সরলতা। অথচ পূর্ণ যুবতীর শরীর। ফ্রকের আড়ালে শাকীর যৌবন সম্ভার যে কোন পুরুষের চিত্ত-চাঞ্চল্য ঘটাতে পারে। মনে পড়ল ডক্টর রেগানের উক্তি। যুবতীর পুরো অনুভূতি এর আছে।

একটু নড়ে আরাম করে বসতে গেল রানা। সাকী আদুরে বিড়ালের মত মুখ দিয়ে শব্দ করে আরও আঁকড়ে ধরল ওকে। 'ভয় নেই। যাব না,' বলল রানা।

ঠিক তখনই খুলে গেল দরজা। দরজায় দাঁড়িয়ে প্রিন্স ও সাকাবাক।

'মিস্টার রানা, আপনি দেখছি কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের পেইড এজেন্ট না হয়ে ভাল পেইড ক্যাসানোভা হতে পারতেন।' হাসল প্রিন্স, 'নির্বোধ মেয়েটিকেও বেশ পটিয়ে ফেলেছেন। এবার তবে চিঠিটা লিখে ফেলুন।'

ঘুম ভেঙে গেল সাকীর। দেখল প্রিন্সের দিকে, দেখল সাকাবাককে। নিঃশব্দ ভয় সঞ্চারিত হলো ওর ঘুম ভাঙা চোখেমুখে। দেখল রানাকে। আরও আঁকড়ে ধরল ওকে। আরও আশ্রয় চাইল। রানাও ওকে টেনে নিল কাছে। হেসে বলল, 'ভয় নেই, সাকী।'

রানার কাঁধে মুখ গুঁজল ও।

'আপনি আমাকে হত্যা করতে পারেন, প্রিন্স,' বলল রানা। 'সেটাই আপনার জন্যে নিরাপদ। আমি বেঁচে থাকলে আপনাকে খুন করবই।'

'সাকী তবে চিঠি লিখবে না?'

'ও চিঠি লিখতে পারে না, প্রিন্স,' বলল রানা। 'তাছাড়া লিখে লাভ কি, ওয়াসিম খান বেঁচে নেই যখন?'

'আমি বাজে কথায় কান দিই না,' বলল প্রিন্স। 'আজকের পুরো রাতটা সময় দিচ্ছি। কাল চিঠি না পেলে সাকীর আঙুল না, একটা চোখ তুলে ফেলা হবে।'

'জানোয়ার!' দাঁতে দাঁত চেপে উচ্চারণ করল রানা, 'আপনি যা চাচ্ছেন তা মিস্টার ওয়াসিম খান বেঁচে থাকলেও দিতেন না। কেন আপনি একটা অসহায় মেয়েকে এভাবে যন্ত্রণা দেবেন?'

'আগামীকাল মেরে ফেলা হবে অসহায় প্রিন্সেস অলোকাকে,' বলল প্রিন্স, 'আপনার সামনে।'

উত্তর দিল না রানা।

'তারপর,' গম্ভীর গলায় বলল প্রিন্স, 'আপনাকে হারাবে মেজর জেনারেল রাহাত খান। তারপরও চুপ করে থাকবেন?'

চুপ করে থাকল রানা। দেখল দরজায় দাঁড়িয়ে লিন্ডা। রানাকে দেখছে। ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি।

'আপনি জানেন প্রিন্স,' বলল রানা, 'আপনার সি. আই. এ বন্ধুদেরকে তাদের কাজের জন্যে কৈফিয়ত দিতে হবে। কলভিন আমার পরিচিত।'

'সি. আই. এ-বস্ বন্ধুত্ব করে প্রয়োজনে। একটা কাজ শেষ হলেই আরেকটা শুরু হয়,' উত্তর দিল লিন্ডা। 'সি. আই. এ. বন্ধু-বৎসল প্রজাহিতকর দাতব্য প্রতিষ্ঠান নয়। তা আপনি জানেন, মিস্টার মাসুদ রানা।' দু'পা এগিয়ে এল স্বর্ণকেশী। নীল চোখ রানার চোখে রাখল। ঠোঁটের কোণে শীতল হাসি।

'আরও দু'ঘণ্টা সময় দিলাম,' বলল প্রিন্স। হাত তুলে দিল লিন্ডার কাঁধে। দু'জন বের হয়ে গেল ঘর থেকে। সাকাবাক দরজায় দাঁড়াল।

সাকী আরও কাছে সরে এল রানার।

বন্ধ হয়ে গেল দরজাটা।

সাকীকে দেখল রানা, চেয়ে আছে ওর মুখের দিকে। রানাকে তাকাতে দেখে হাসল। আরও জড়িয়ে ধরল। ওর নরম, পুষ্ট শরীর ডক্টর রেগানের কথা মনে করিয়ে দিল রানাকে। চার বছরের শিশুর মত মন। অথচ স্বাভাবিক নারীর অনুভূতি দেহে। রানা একটু অস্বস্তি বোধ করতে লাগল।

'সাকী, ঘুমুবে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

বাধ্য মেয়ের মত মাথা নাড়ল ও, ঘুমুবে।

'তবে শুয়ে পড়ো।'

শুয়ে পড়ল সাকী বিছানার এক পাশে। রানা উঠে দাঁড়াল।

'তুমি ঘুমোবে না?'

সাকীর প্রশ্নে অবাক হয়ে তাকাল রানা। বলল, 'ঘুমোব। ওখানে।' সোফাটা দেখল ও।

সাকী উঠে বসল। বালিশটা টেনে নিল। 'আমিও তবে ওখানে ঘুমাব,' বলল সে।

প্রমাদ গুনল রানা। এগিয়ে গেল সাকীর কাছে। বিছানার পাশে বসল। 'তুমি ঘুমাও। আমি পরে ঘুমাব,' বলল ও।

সাকী তার পাশের জায়গাটা দেখাল, 'এখানে?'

রানা বলল, 'হ্যাঁ, এখানে।'
'এখনই ঘুমাও।'
রানা তাকাল সাকীর দিকে। চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল রানা সাকীর পাশে। তাকাল সিলিং-এর নকশায়। সাকী হাতে ভর দিয়ে ঝুঁকে পড়ে রানাকে দেখল। রানার চোখে চোখ পড়তেই হাসল। বলল, 'কি দেখো তুমি?'
'দেখছি…' কি উত্তর দেবে একে ভাবল রানা। বলল, 'তুমি পুতুল খেলো?'
'হুঁ।' মাথা নাড়ল সাকী। উৎসাহ দেখা গেল না। আরও কাছে সরে এল ও। রানার কাঁধে মাথা রেখে সারা শরীরের ভার ছেড়ে দিল। পা তুলে দিল। রানা দেখল সাকী আর শিশু নেই। বড় বড় শ্বাস নিচ্ছে। চোখ দুটো ভেজা ভেজা। বিভ্রান্ত চাউনি। নিজেকে ঘষছে, পিষে ফেলতে চাইছে রানাকে। স্থির হয়ে রইল রানা। আরও কিছুক্ষণ পর মুখ তুলল সাকী। ওকে দেখল দুর্বোধ্য দৃষ্টিতে। তারপর আবার জড়িয়ে ধরে পড়ে রইল শান্ত মেয়ের মত। দশ মিনিট পর রানা বুঝল ঘুমিয়ে গেছে মেয়েটা। হাতের বেষ্টন মুক্ত করল ও। নামিয়ে দিল পা-টা। উঠে বসল। ঘুম ভাঙল না মেয়েটার।
উঠে বসল রানা।
বসেই রইল।
ঠিক দুই ঘণ্টা পর খুলে গেল দরজা। সাকাবাক। ইশারা করল সেই ছুরি দিয়ে। উঠতে বলছে। উঠে দাঁড়াল রানা। এগিয়ে গেল দরজার দিকে। সরে পথ দিল। ভদ্রলোকের মত বেরুল রানা।
ওকে পাশের ঘরে এনে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে চলে গেল সাকাবাক।
দশ মিনিট পর আবার খুলে গেল দরজা।
ঘরের ভেতর এসে ধপাস করে পড়ল ভারী একটা কিছু। পড়েই 'উক' করে উঠল। রানা দেখল অলোকা। চেনা যায় না। কিন্তু গত রাতের পোশাক এখনও পরনে। ব্রা স্ট্র্যাপ ছিঁড়ে গেছে। খালি পিঠে রক্তের ছাপ। কুঁকড়ে আছে মেয়েটা। গোঁ গোঁ করছে। ওরা মেরেছে।
দরজায় দাঁড়িয়ে প্রিন্স, পাশে স্বর্ণকেশী। পিছনে সাকাবাক। কেউ কোন কথা বলছে না। দেখছে রানাকে। তাকিয়ে দেখল তিনটি নির্বিকার মুখ। ককিয়ে উঠল অলোকা। কিছু বলল না রানা। এগিয়ে গেল অলোকার কাছে। পাশে বসল।
ডাকল, 'অলোকা।'
কোন জবাব এল না, শুধু একটু শব্দ বেরুল। নাকে রক্ত। কানের লতি থেকে ছিঁড়ে নেয়া হয়েছে দুল। ভয়ঙ্কর! আরও ঝুঁকে পড়ল রানা। ডাকল, 'অলোকা!'
চোখ মেলে তাকাবার চেষ্টা করল মেয়েটি। পারল না।
'মিস্টার মাসুদ, একে সারারাত আপনার জিম্মায় রেখে গেলাম।' প্রিন্সের কণ্ঠস্বরে চোখ তুলে তাকাল রানা। দাঁড়াতে পারছে না প্রিন্স। মাতাল। টলছে। ভর দিয়েছে স্বর্ণকেশীর কাঁধে। হাসল মাতালটা। বলল, 'আপনার লেখা চিঠি আমার কাল সকালেই চাই। না পেলে—সকালে মনে হয় অলোকার জ্ঞান ফিরবে। সময় ঠিক ছটা। তখন সাকাবাক শঙ্কর মাছের চাবুক দিয়ে আপনার সামনে পিটিয়ে মারবে ওকে। সারারাত আপনার সঙ্গিনী দিয়ে গেলাম। সঙ্গিনী পেয়ে আমাদের

ভুলবেন না নিশ্চয়ই! ভাবার প্রচুর অবসর। ঠিক সাড়ে পাঁচটায় দেখা হবে।'

একমুহূর্ত রানাকে দেখে নিয়ে স্বর্ণকেশীর দিকে তাকাল প্রিন্স। বলল, 'আমাদের হাতেও অনেক সময়। আমি তোমাকে ফ্লাইং কার্পেট দেখাব। কাল তো দেখা শেষ হলো না।'

কথা বলতে বলতে প্রিন্স আর তার সঙ্গিনী চলে গেল।

সাকাবাক সশব্দে বন্ধ করল কপাট।

দাঁড়িয়ে রইল রানা।

নিথর পড়ে আছে অলোকা। মাঝে মাঝে শব্দ করছে—শিউরে উঠছে। ওর পাশে বসল রানা। ঘাড় আর হাঁটুর নিচে হাত গলিয়ে দিয়ে তুলে ফেলল ওকে। বিড় বিড় করে কি সব বলল মেয়েটি। আস্তে করে ওকে বিছানায় নামিয়ে দিল রানা।

চিৎ হয়ে শুয়েছে অলোকা। বুকে একটা দগদগে দাগ—জলন্ত চুরুট চেপে ধরেছিল কেউ! রানার জন্যেই অকারণে জীবন দিতে বসেছে মেয়েটা। ওকে সাহায্য করেছে, না জেনেই। কিছুই জানে না। বলার মত কিছু নেই এর, তাই বাঁচারও উপায় নেই। এজন্যেই বোধহয় বলে ট্রুথ ইজ স্ট্রেঞ্জার দ্যান ফিকশন। এদের কাছে অবিশ্বাস্য জেনারেল ওয়াসিমের মৃত্যুও।

সমস্ত ঘটনা, পরিস্থিতি ঘোরাল হয়ে উঠেছে। অথচ জেনারেলের মৃত্যুর খবরটা এদের কাছে বিশ্বাসযোগ্য হলে অন্য খাতে প্রবাহিত হত সব কিছু।

অলোকার পাশে বসে পুরো ঘটনাটা ভাবল রানা। ফু-চুং, সি.আই.এ., পিগট, সব কিছু নিয়ে। ভাবতে ভাবতে কোন কূল কিনারা পেল না। ক্রমেই হারিয়ে যেতে লাগল অসহায় ঘটনা স্রোতে। ওর মনে হলো জীবনে এমন অ্যাসাইনমেন্ট সে পায়নি যাতে কেউ ঘটনা তৈরি করছে না, আপনা আপনি তৈরি হচ্ছে ঘটনা। কোন লক্ষ্যে পৌঁছবার আগেই সব উল্টে যাচ্ছে। অথচ সবাই চাইছে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে।

অথচ সিদ্ধান্ত হাতের বাইরে। কে চালাবে তুরুপের তাস? প্রিন্স? ফু-চুং? পিগট? নাকি স্বর্ণকেশী।

অথবা রানা?

মনে মনে হাসল ও। আপন মনে হাসতে হাসতে শেষ পর্যন্ত শব্দ করেই হাসল—একা একা।

অলোকা চোখ মেলে তাকাল। রানা ঝুঁকে পড়ল। ডাকল, 'অলোকা!'

রানাকে চেনার চেষ্টা করছে অলোকা। চিনল কিনা বোঝা গেল না। চোখ বুজল। মিনিটখানেক পর আবার চোখ মেলল। বলল, খুব আস্তে, 'রানা, আমি জানতাম না, তুমি একজন, তুমি একজন খুনে গ্যাঙস্টার। আগে জানলে তোমাকে এড়িয়ে যেতাম আমি। ওরা মনে করেছে আমিও তোমার দলের লোক। বিশ্বাস করছে না আমার কথা।' অনেকক্ষণ ধরে ভেঙে ভেঙে কথা কটা বলে হাঁপাতে লাগল অলোকা। জিভ চেটে বলল, 'জল। একটু জল দাও।'

এতক্ষণে রানা দেখল ঘরের কোণে টেবিলে রাখা তার খাবার। জগ থেকে পানি ঢেলে গ্লাসটা একটু উঁচু করে অলোকার মুখে ধরল ও। দু'ঢোক পান করে আবার এলিয়ে পড়ল অলোকা। দু'মিনিট পর তাকাল রানার দিকে। একটু হাসল,

'আমি তোমাকে…'

ওকে থামিয়ে দিল রানা।

বাইরে কার যেন পায়ের শব্দ। গার্ডের নয়। এমন সন্ত্রস্ত পদচারণা গার্ডের হতে পারে না। ভারী কিছু পড়ল কোথাও।

অলোকাও উঠে বসেছে।

দু'জন কান খাড়া করে বসে রইল। সব চুপচাপ। জানালার কাছে এগিয়ে গেল রানা। পর্দা সরিয়ে বাইরে উঁকি দিল। কেউ কোথাও নেই। পঁচিশ হাত দূরে গার্ড কোয়ার্টার, তারপর দেয়াল। দেয়ালের ওপাশে পাহাড়ে কালো ছায়া সাদাটে আকাশকে ভৌতিক করে তুলেছে।

কেউ নেই কোথাও।

একটা গার্ডও না।

ফিরে এসে আবার অলোকার পাশে বসল রানা। ওর উরুতে মাথা রাখল অলোকা।

'রানা, রানা।'

কান খাড়া করল দুইজনই। বাইরে থেকে কে যেন ডাকল। এগিয়ে গেল রানা জানালার কাছে।

ফু-চুং-এর গলা। আরেকটা শব্দ হলো।

জানালার ভারী শিক ধরে দেখার চেষ্টা করল রানা। ফু-চুং সাঁড়াশীর মত চেপে ধরেছে একটা গার্ডের গলা। গার্ড হাত পা ছুঁড়ছে--কিন্তু নিঃশব্দে। আর যাই ঘটুক, শব্দ করতে দেবে না ফু-চুং।

স্থির হয়ে গেল গার্ড।

উঠে দাঁড়াল ফু-চুং। তুলে নিল গার্ডের হাত থেকে খসে পড়া একটা সাব-মেশিনগান। তাকাল উপরের দিকে। তুলে ধরল রানার দিকে। রানা হাত বাড়িয়ে ধরল এস. এম. জি-টা। দেখল ম্যাগাজিন থেকে একটা সীসাও খরচ হয়নি।

ফু-চুং কোমর থেকে বের করেছে গিরোজেট। পিস্তলের মতই দেখতে। রানা জানে ওটা চমৎকার জিনিস। বিশেষ করে একা যখন লড়তে হয় পুরো বাহিনীর সঙ্গে। গিরোজেট থেকে নিক্ষিপ্ত হয় তেরো মিলিমিটার মিসাইল। দুশো গজ দূরের দেয়ালেও পিরিচের আকারে ছিদ্র তৈরি করতে পারে ওটা। ফু-চুং-এর গিরোজে ট টার্গেট করেছে ওপাশের প্রাসাদের মূল অংশের অন্ধকারে। যদি হঠাৎ কারও ছা দেখা যায়।

'রানা,' বলল ফু-চুং। 'সরে দাঁড়া জানালা থেকে। সাবধান।' জানালার লোহার ফ্রেমে গিরোজেট তাক করল ও।

'ফু-চুং,' রানা ফিসফিস করে বলল, 'সাবধান! এখানে অন্তত একশো আর্মড গার্ড আছে। ঘুরে বেড়াচ্ছে ডোবারম্যান পিনশার।'

'পিনশার সব সময় ছাড়া হয় না। আর একশো গার্ডের ৭৫ জন ঘুমাচ্ছে। বাকিগুলোর মধ্যে এদিকের দুটো খতম। অন্যরা এদিকে আসার আগেই কেল্লা ফতে হয়ে যাবে। তুই ওদিকের দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে দে।'

রানা দরজার ভিতরে খিল পেল না। অলোকা সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ওর

চোখে শুধু বিস্ময়। রানা বিছানাটা টেনে দরজায় লাগিয়ে দিল। কান পাতলা দরজায়। বাইরের করিডরে গার্ডের পায়চারি একটু থেমে আবার একতালে চলতে লাগল। অলোকাকে টেনে পাশে নিয়ে গেল ও। বসে পড়ল মাটিতে। দু'হাতে কান বন্ধ করে বলল, 'ও. কে।'

লাল আলো চমকে উঠল, প্রচণ্ড শব্দ কাঁপিয়ে দিল চারদিক। রানা অলোকাকে ছেড়ে এক লাফে গিয়ে পড়ল জানালার কাছে। লোহার ফ্রেমের একদিক খসে গেছে। আলগা হয়ে গেছে শিকের এক মুখ। আলগা মুখটা প্রচণ্ড শক্তিতে উপরের দিকে টেনে তুলতে লাগল রানা।

দ্বিতীয়বার লাল আলো জ্বলল। শব্দের সঙ্গে শোনা গেল বিকট চিৎকার। চিৎকারটা মিলিয়ে যাবার আগেই একটা গড় গড় শব্দ শুনল রানা। হুড়মুড় করে আরেকবার শব্দ হলো। কি যেন ভাঙল, যেন ভূমিকম্প হচ্ছে। বুলডোজার অথবা লরি! রানা শিকটা বেঁকিয়ে ফেলেছে। তাকাল অন্ধকারে। আলো বন্ধ করে ওপাশের দেয়াল ভেঙে এগিয়ে আসছে ৩০০ হর্স পাওয়ারের রেকার.এটা পাহাড়ী এলাকায় ট্যাঙ্কের মত স্বাধীন ভাবে বিচরণ করতে পারে। এসে দাঁড়াল জানালার পাশে। ফু-চুং বলল, 'কুইক।'

অলোকাকে গলিয়ে দিল জানালা দিয়ে রানা। ফু-চুং ধরে ফেলল।

রানাও লাফিয়ে নামল ট্রাকের উপর। ফু-চুং চিৎকার করে উঠল, 'মুভ!'

চলতে শুরু করল গাড়ি।

রানা বলল, 'সাকী পাশের ঘরেই আছে। ওকে বের করতে হবে।'

'লুক!' বলেই ঘুরে দাঁড়াল ফু-চুং। ওর-গিরোজেট থেকে বেরিয়ে গেল আরেকটা মিসাইল। ওপাশের উঠানে এক দল গার্ড ছুটে আসছিল—দু'জন ছিটকে পড়ল। রানা কথা না বলে সাব-মেশিনগানের ট্রিগার চেপে ধরল। বেরিয়ে এল জ্বলন্ত সীসা। চারদিক থেকে হঠাৎ জ্বলে উঠল ফ্লাড লাইট। চোখ ঝলসে গেল।

কিন্তু গাড়ি তখন বেরিয়ে পড়েছে বাইরে গোঁ গোঁ করে ছুটে চলেছে। ওপাশ থেকে এক নাগাড়ে গুলি হচ্ছে। ওরা মাথা নিচু করে বসে থাকল। কিছু দূর এসে থামল রেকার লাফিয়ে নামল রানা, ফু-চুং। অলোকাকে নামাল রানা। সামনে ছোট্ট একটা ফিয়াট। রেকার-এর ড্রাইভার মালয়ী পোশাক পরা। লোকটা ড্রাইভিং সীটে উঠে বসল। ফিয়াট ছুটে চলল।

'ওটা কাদের?' রেকারটা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল রানা।

'বোধহয় প্রিন্সের—ড্রাইভারটাকে বেঁধে রেখেছি,' বলল ফু-চুং। 'ফিয়াটটা আমার বন্ধুর।' সামনে সীটে বসা ড্রাইভারকে দেখাল ও।

'আমার ব্যাপারে তুই নাক গলাচ্ছিস কেন?' এবার সরাসরি জিজ্ঞেস করল রানা।

'ভাল রে ভাল—বলে কি!' ফু-চুং বলল। 'ব্যাটা বড় বাঁচা বেঁচে গেছিস এ যাত্রায়।'

'কিন্তু…সাকী?'

'সাকী?' ফু-চুং অবাক হয়ে তাকাল, 'সাকীটা কে?' একটা সিগারেট এগিয়ে দিল রানার দিকে।

যেন কিছুই জানে না। ধোয়া তুলসী পাতা। রেগে গেল রানা। মেশিনগানের মুখ চেপে ধরল ওর পেটে, 'শালা, রংবাজীর জায়গা পাওনি। আমার সব খবর রাখো আর জানো না সাকী কে! বল, তুই এখানে কেন এসেছিস। নইলে…'

'দ্যাখ রানা, বাড়াবাড়ি করিস না,' বলল ফু-চুং। 'তোকে বাঁচালাম, আর তুই কিনা… দে, দে দেখি আমার ভুঁড়ি বের করে—দেখ তো কথা বের করতে পারিস কিনা।'

'তুই আমাকে কেন বাঁচালি এত বড় রিস্ক নিয়ে তা কি আর বুঝি না! আমার পিছনেই তোকে লাগানো হয়েছে।' রানা সিগারেট ধরাল। 'কিন্তু সাকীর কি হবে? আমি আমার অ্যাসাইনমেন্টে ফেল করব। ওরা সাকীকে খুন করবে। ওরা বিশ্বাস করে না, জেনারেল ওয়াসিম এখন মৃত।'

'খুন করলে তো আর ঝামেলা থাকে না।' নির্বিকার গলায় বলল ফু-চুং। 'তুই নিশ্চিন্ত মনে দেশে ফিরতে পারবি। কিন্তু…জেনারেল ওয়াসিম মরলে তুই এখানে কেন এসেছিস?'

'স্টপ।' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল রানা, 'সাকীকে নিয়েই আমি দেশে ফিরব।'

'রানা।' ধরে ফেলল ফু-চুং। 'পাগলামি করিস না। আর খানিক পরেই সকাল হবে। এখন আমাদের আর করার কিছু নেই।'

কিছু বলল না রানা। হেলান দিয়ে বসল সীটে। পাশে অলোকা ঘুমিয়ে পড়েছে। কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে জিজ্ঞেস করল, 'তুই এখানে আমার পেছনেই এসেছিস?'

উত্তর দিল না ফু-চুং। সিগারেট টান দিল কয়েকবার। তারপর বলল, 'কমিউনিস্ট চায়নার ইচ্ছে নয় তুই প্রিন্সের হাতে পড়িস। সে জন্যেই আমি এখানে এসেছি। জেনারেল ওয়াসিম আমাদের অনেক কিছু জানেন।'

'কিন্তু তিনি এখন নেই।'

হাসল ফু-চুং।

'তুইও অবিশ্বাস করিস আমাকে?' রানা জিজ্ঞেস করল, 'তোর কাছে মিথ্যে বলে লাভ?'

'স্পাই-এর পক্ষে মিথ্যে বলাটা লাভ লোকসান না—অভ্যেস।'

গাড়ি এসে থামল এক পরিচিত বাড়ির সামনে। রানা বুঝল ফু-চুংও জানে হোটেলে ফেরা এখন নিরাপদ নয়।

বেলা দশটা। তাইপিং-এর পুলিস স্টেশন। রানা আর ফু-চুং-এর পরিচয়-পত্র দেখতে দেখতে অফিসার বলল, 'স্যার আপনাদের সাহায্য করতে পারলে আমরা বাধিত হতাম। কিন্তু…'

'কিন্তু…' রানার চোখ দুটো একটু ছোট হয়ে এল। ভাল করে দেখল ছোটখাট লোকটাকে।

'প্রিন্স রাজ পরিবারের লোক। তিনি অনেকগুলো সুবিধা পান। তার একটা হচ্ছে তাঁর প্রাসাদে তাঁর অনুমতি ছাড়া পুলিস সার্চ চলবে না, অন্তত থানার সে অধিকার নেই।'

'কিন্তু মালয়েশিয়া গণতান্ত্রিক দেশ বলেই জানি,' রানা বলল।
'তবু আমরা কিছু পুরানো নিয়ম মেনে চলি। চলতে হয়,' বলল অফিসার।
'আমরা তবে পত্রিকায় বিবৃতি দেব যে আমাদের লোককে প্রিন্স জোর করে আটকে রেখেছে।' রানা চাল চালল, 'আপনাদের পররাষ্ট্র দফতরে জানাব।'
ঘুমাতে পারেনি ও। বাকি রাতটুকু মনে মনে পরিকল্পনা করেছে সাকীকে বাঁচাবার। কোন দিশা না পেয়ে সিদ্ধান্ত নেয় পুলিসের সাহায্য নেয়ার। ফু-চুং আপত্তি করেও সায় দিতে বাধ্য হয়েছে। পুলিসের কাছে যাওয়ার দুটো কারণ, যাতে পুলিস আজই অবাঞ্ছিত লোক বলে ঘোষণা না করে ওকে, এবং যাতে সাকীকে পাওয়া যায়।
অফিসার আস্তে কথা বলে। 'আপনাদের বিবৃতিটা এক কপি আমাকেও দেবেন,' বলল সে। 'আমি হেড অফিসে পাঠিয়ে দেব।' হঠাৎ ফোনটা তুলে নিল অফিসার। ডায়াল করল, বলল, 'আমি তাইপিং থানা থেকে বলছি। হ্যাঁ, ডি. আই. জি.-কে চাই।··· কি···উনি এখানে আসছেন হেলিকপ্টারে··· কেন? জানেন না···'
সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল অফিসার। নামিয়ে রাখল ফোন। চিৎকার করে উঠল, 'কে আছ জলদি।' একজন পুলিস স্যালুট করে দাঁড়াল। আস্তে কথা বলা লোকটা চেঁচিয়ে বলল, 'গেট রেডি—ডি.আই.জি. আসছে, 'কপ্টারে। দশ মিনিটের মধ্যে।' তারপর রানাদের দিকে তাকাল অফিসার। 'স্যার, আমি কিছু করতে পারছি না। এখন একটু ব্যস্ত থাকব,' বলল সে।
উঠে দাঁড়াল রানা আর ফু-চুং।
বেরিয়ে গেল অফিসার। রানা ও ফু-চুং পরস্পরের দিকে তাকাল।
'আমি এসেছিলাম একটা পুলিসের গাড়ি বাগাতে। এখন হেলিকপ্টারই পাওয়া যাচ্ছে,' বলল রানা। 'লেটস ট্রাই।'
রানাকে অনুসরণ করল ফু-চুং। বাইরে একটা চত্বর ঘিরে পুলিস বাহিনীর লোক দাঁড়িয়ে গেছে। আর্মড। সেরেছে, গার্ড অব অনার দেবে। দূরে গুড় গুড় শব্দ শোনা যাচ্ছে 'কপ্টারের।
'কি, দোস্ত, সম্ভব?' জিজ্ঞেস করল ফু-চুং।
'সম্ভব হতেই হবে,' রানা বলল। 'না হলে···সাকীকে পাওয়া যাবে না।' উত্তেজিত কণ্ঠে রানা হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, 'তুই তো ভাল মালয়ী জানিস—না?'
'জানি। তোর চেয়ে অন্তত ভাল জানি।'
'এক কাজ করা যাক—চল।' ফিয়াটে চেপে থানার গেট দিয়ে বেরিয়ে গেল ওরা।
'কপ্টারটা এখন দেখা যাচ্ছে।
মিনিট খানেক পর অফিসারের নির্জন ঘরে টেলিফোনটা ঝন ঝন করে বেজে উঠল। তিন চারবার বাজার পর দরজার সামনে বসা লোকটা গিয়ে তুলল টেলিফোন। এবং সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে এল বাইরে। চিৎকার করতে করতে বাইরে এল, 'স্যার, স্যার—টেলিফোন। জরুরী।'
কাছে এসে গেছে 'কপ্টার। অফিসার 'কপ্টারের গায়ের রঙটা সবুজ হয়ে আসা দেখতে দেখতে বলল, 'লাইন কেটে দাও।'

'স্যার,' শিউরে উঠল লোকটা, 'প্রিন্সের ফোন।' স্থানীয় লোক। চেনে প্রিন্স কি জিনিস।

চেনে অফিসারও। সে বেচারা 'কপ্টার দেখবে না ফোন ধরবে। কি ভেবে দৌড়ে ভিতরে এল অফিসার।

আধ মিনিট পর পাগলের মত ছুটে বাইরে এল সে। এসে গেছে 'কপ্টার একেবারে কাছে। কিন্তু ল্যান্ডিং গার্ড অব অনার ইত্যাদি দিতে গেলে অন্তত পনেরো মিনিট সময় চলে যাবে। ততক্ষণে প্রিন্স সোজা কুয়ালালামপুরের সঙ্গে যোগাযোগ করে চাকরিটা খতম করে দেবে। হঠাৎ সিদ্ধান্ত নিয়ে অফিসার চিৎকার করে ঘোষণা করল, 'প্রিন্সের বাড়ি সন্ত্রাসবাদীরা আক্রমণ করেছে। ভেতরে কিছু অবাঞ্ছিত লোক ঢুকে পড়েছে। সার্জেন্ট, আপনি পুরো ট্রুপ নিয়ে চলে যান। আমি আসছি। হয়তো আর্মিকে জানাতে হতে পারে। প্রিন্স খুব উত্তেজিত।'

দুই মিনিটের ভেতর তিনটে পুলিস ভ্যান বেরিয়ে গেল থানা থেকে। এবং রানাদের ফিয়াট আবার এসে ঢুকল চত্বরে। রানা হাসল। ফু-চুং-এর পিঠে চাপড় দিয়ে বলল, 'তুই, শালা, আগের জন্মে প্রিন্স ছিলি।'

ওরা দেখল 'কপ্টারটা থেমেছে। দরজা খুলে গেছে।

তিনজন পুলিস বীরদর্পে গার্ড অব অনার দিচ্ছে। রানা এগিয়ে গেল 'কপ্টারের দিকে।

'কপ্টারের বাইরে বের হয়ে এল নীল স্যুট পরা এক ভদ্রলোক। তার পেছনে এক বিদেশী—পিগট?

অন্য কোন কথা ভাবল না রানা। এবার আর ঘটনার পিছনে ছোটা নয়। নিজের হাতে, নিজের মত করে নিতে হবে সবকিছুকে। বের করে আনল ফু-চুং-এর কাছ থেকে ধার করা নাইন এম. এম. ল্যুগার।

ধরল নীল স্যুট পরা ডি. আই. জির বুক টার্গেট ক'রে। রানার হাতের চকচকে জিনিসটা আর কেউ না দেখুক—ডি. আই. জি দেখেছে, চোখ দুটো আতঙ্কে গোল হয়ে গেল তার।

পুলিস তিনজনের নাকের কাছে ধরা রাইফেলের একটা চলে গেল ফু-চুং-এর হাতে। রাইফেলটা কাত করে ধরে ঠেলে দিয়েছে—তিনজন ছিটকে পড়ল কয়েক হাত দূরে। 'ডোন্ট মুভ,' বলল রানা। 'একটু নড়লেই মাথার খুলি উড়ে যাবে। 'আমি কিছুক্ষণের জন্যে 'কপ্টারটা ধার চাই। আর কিছু নয়।'

'কপ্টারের দিকে এগিয়ে গেল রানা। ককপিটের পাইলট হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওকে সরিয়ে দিয়ে উঠে বসল রানা। ফু-চুং রাইফেল ধরে রেখেই পাশে উঠে এল।

রোটর ব্লেড ঘুরতে লাগল। একটা সবুজ গংগাফড়িং-এর মত আকাশে উড়ল হেলিকপ্টারটা।

'কে, লোকটা কে?' জিজ্ঞেস করল ডি. আই. জি।

'মাসুদ রানা। পাকিস্তানী ব্যবসায়ী,' বলল অফিসার, 'ডায়েরি করাতে এসেছিল, ওদের একটি মেয়েকে নাকি আটকে রেখেছে প্রিন্স।'

সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিল পিগট। 'আমার লোক এর সঙ্গে জড়িত,' বলল

সে। 'ওরা প্রাসাদেই আছে বলে আমার বিশ্বাস। আমি চাই না ওরা পালিয়ে যাক।'

'আমরা প্রিন্সের প্রাসাদ সার্চ করতে পারি না,' ডি. আই. জি. বলল। 'আমি বড়জোর আলোচনা করতে পারতাম প্রিন্সের সঙ্গে। এখন আমাকে এয়ার ফোর্সের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। ওরা··· 'কপ্টারটা চলে যাচ্ছে।'

'ওরা প্রাসাদেই যাবে। এবং নিজেরাই সার্চ করবে,' পিগট বলল।

পুলিস বাহিনীর লোকেরা বাধা পেল প্রাসাদের গেটে। সার্জেন্ট জানাল তারা এসেছে ফোন পেয়ে। প্রিন্সের সঙ্গে দেখা করতে হবে। এখানে নাকি সন্ত্রাসবাদী হামলা হয়েছে।

'হামলা?' গার্ড ক্যাপ্টেন বলল, 'প্রাসাদে কোন হামলা হলে আমরা গার্ডরাই তার জন্যে যথেষ্ট। পুলিসের সাহায্য নেব কেন?'

অবাক হলো সার্জেন্ট। 'কিন্তু প্রিন্স নিজে টেলিফোন করেছিলেন—সাহায্যের জন্যে,' বলল সে।

'প্রিন্স নিজে?' অবাক হলো গার্ড। 'অসম্ভব। প্রিন্স তাঁর চেম্বার থেকে বের হননি সারা সকাল।'

'কিন্তু আমরা প্রিন্সের সঙ্গে কথা বলতে চাই,' সার্জেন্ট বলল।

'এখন আর ভাবনা কি?' প্রিন্স বলল স্বর্ণকেশী লিন্ডাকে। লিন্ডা প্রিন্সের হাতটা টেনে এনে রাখল সাদা শর্টসের জীপারে। প্রিন্স টেনে নামাল জীপার। বের হয়ে এল সাদা কোমর। 'ওরা পালিয়েছে। সারারাত ঘুমাতে পারিনি। এখন নিশ্চিন্তে ঘুমাব। কাল একটা চোখ পাঠিয়ে দেব। আর এদিকে এয়ারপোর্টে পুলিস আটকাবে ওই স্পাই কুত্তাটাকে। তারপর···'

লিন্ডা কোমর উঁচু করল। প্রিন্স নিতম্বে সেঁটে থাকা প্যান্টটা নামিয়ে দিল নিচে। পা বের করল লিন্ডা। জড়িয়ে ধরল প্রিন্সকে। বলল, 'এবার ঘুমাব। কিন্তু তার আগে ফ্লাইং কার্পেটে···'

'অবকোর্স, ডার্লিং।' উঠে দাঁড়াল প্রিন্স। 'এসো।' ব্লাউজ পরা লিন্ডাও উঠে দাঁড়াল। প্রিন্স মৃদু হাসল। বলল, 'তুমি যদি সি. আই. এ. না হতে তবে এখানেই রেখে দিতাম। তোমাকে আমার প্রিন্সেস বানাতাম।···কিন্তু সি. আই. এ. ···নো, ভয়ঙ্কর নাম। শুনলে আমার সাহসে কুলায় না। তোমাকে আজ আমি···'

লিন্ডাকে কাছে টেনে নিল সে। লিন্ডার কানে তখন একটা শব্দই বাজছে: প্রিন্সেস। তার ছেলেবেলার স্বপ্ন, সে দেখত পুব দেশের কোন রাজার সবুজ দেশে সে রাণীর সিংহাসনে বসেছে। প্রিন্সের কণ্ঠ বেষ্টন করল ও, 'যদি আমি থেকে যেতে চাই?'

'ট্রয় রাজী হবে না,' বলল প্রিন্স। 'তোমার বন্ধুটি এখন আপত্তি করছে না—কিন্তু কাজ শেষ হলে? নো, নো। সি. আই. এ-র সঙ্গে আমি বিরোধিতা করতে চাই না। স্টীল মিলের প্রজেক্ট আমার চাই।'

'আমি তোমাকে চাই,' বলল লিন্ডা। 'আমি ক্লান্ত—ট্রয়ের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে আমি

ক্লান্ত।'

প্রিন্স জানে, অনেক মেয়েই এই প্রাসাদে এসে জীবনের প্রতি আসক্তি হারায়। লিন্ডার মসৃণ শীতল নিতম্বে হাত রাখল সে। কেঁপে উঠল স্বর্ণকেশী। সরে গিয়ে খুলে ফেলল ব্লাউজের বোতাম। সরে দাঁড়াল একটু দূরে। যাতে প্রিন্স তার পুরো শরীর দেখতে পায়।

সোনালী চুল। পোড়াটে শরীর, ভরাট বুক হাত বাড়াল প্রিন্স। কিন্তু কাছে এল না লিন্ডা।

'প্রিন্স,' লিন্ডা বলল, 'ইউ ক্যান কিল ট্রয়। নো বডি উইল নো···নো বডি।'

স্তব্ধ হয়ে গেল প্রিন্স। হাত নেমে গেল। বসে পড়ল, 'বাট মাই স্টীল···'

'ট্রয় কিছুই তোমাকে দিতে পারবে না,' বলল লিন্ডা। 'ওর কোন ক্ষমতা নেই। ওর একমাত্র শক্তি আমি। আমার যৌবন।'

'কিন্তু সি. আই. এ···' বিভ্রান্ত হয়ে গেল প্রিন্স।

এগিয়ে এল লিন্ডা শরীরে তরঙ্গ তুলে। বসল প্রিন্সের কোলে। চুমু খেলো কানের লতিতে। দাঁত বসিয়ে দিল—এবং দু'ঠোঁটে চেপে ধরল ঠোঁট। প্রিন্সের হাত সচল হয়ে উঠল।

'সোফা নয়, কার্পেট,' বলল প্রিন্স। লিন্ডা গিয়ে শুয়ে পড়ল কার্পেট বিছানো উঁচু বিছানায়। সুইচ প্যানেলটা হাতে নিয়ে পাশে এসে শুয়ে পড়ল প্রিন্স। চাপ দিল সুইচে। দুলে উঠল বিছানা, উপরে উঠতে লাগল। অন্ধকার ঘর। উপরের অন্ধকারে আকাশের তারার মিছিল। বাইরের কোন শব্দ নেই এখানে।

নামল হেলিকপ্টারটা চত্বরে। পুলিসের আগমনবার্তা পুরো প্রাসাদ জেনে গেছে। গার্ডরা অবাক। পুলিসের হেলিকপ্টার নামতে দেখে অবাক হলো তারা। এগিয়ে গেল একজন গার্ড। ককপিট থেকে রানা নামল না, বেশ ভারিক্কি চালে নামল ফু-চুং। একজনকে জিজ্ঞেস করল, 'প্রিন্স কোথায়? বলো ডি. আই. জি. এসেছেন, জর্জ টাউন থেকে।'

এগিয়ে গেল গার্ড। ফু-চুংকে নিয়ে এল একটা ঘরে।

এবার রানা নামল।

পাশ দিয়ে সরে গিয়ে পড়ল বারান্দায়। ছুটে এগুলো সেই সাইকাডেলিক পার্টির ঘরগুলোর দিকে। এদিকটা কেউ নেই। সার সার পিলারের গায়ে রোদ।

রানা ছুটছে।

অনুমান করে এসে পৌঁছাল গত রাতের সেই ঘরগুলোর কাছে—যেখানে সাকীকে রাখা হয়েছে। একটা অন্ধকার ঘর থেকে বারান্দার মোড়ে গার্ডকে থমকে দাঁড়াতে দেখে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়াল রানা। হেলিকপ্টার সবাইকে সচকিত করে দিয়েছে। ভাবনায় ফেলেছে। ডান হাতে ল্যুগারের ব্যারেল ধরল রানা। পিছন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল লোকটার উপর। মারল মাথার পেছনে। কোন শব্দ করতে পারল না লোকটা। লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

বাঁ দিকে ঘুরে কয়েক পা এগিয়ে থমকে দাঁড়াল ও।

চিৎকার! মেয়েলী কণ্ঠ।

'না, না, আমাকে মেরো না।'

চিৎকারটা আসছে সেই সেলের দিক থেকে না—ডানদিকের করিডর থেকে। ল্যুগারটা চেপে ধরল রানা। কিন্তু ডানদিকের করিডরের সেই দৈত্যের মুখোমুখি পড়ল—সাকাবাক। এবার গুলি করতে হবে।

দাঁড়িয়ে আছে সাকাবাক।

ট্রিগারে আঙুল ছোঁয়াতে গিয়ে থমকে গেল রানা। সাকাবাকের পেছনে দরজাটা বন্ধ। কান্নার শব্দ আসছে ওপাশ থেকে।

গুলি বেরিয়ে গেল ল্যুগার থেকে। সাকাবাকের চোখ দুটো বিস্ফারিত হলো। সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল। হাত রাখল বুকের বাঁ ধারে। রানা এগিয়ে গেল। কিন্তু আবার সোজা হয়ে দাঁড়াল সাকাবাক। বিকৃত মুখটা আরও বিকৃত হয়ে গেছে। কিন্তু চোখে ফুটে উঠেছে ভয়ঙ্কর জিঘাংসা। ছুটে আসছে জানোয়ারটা। ল্যুগার গর্জে উঠল পর পর দু'বার।

আর এগুতে পারল না দৈত্য! হাঁটু ভেঙে বসে পড়ল। রানা ওকে ডিঙিয়ে দরজার কাছে দাঁড়াল। ওপাশ থেকে বন্ধ।

উল্টো দিকে ছুটল রানা। আরেকটা দরজা পেল। গিয়ে পড়ল এক শোবার ঘরে। কেউ নেই। সবাই ছুটছে, সবাই ব্যস্ত। রানা গোলক ধাঁধায় পড়ে গেল। কোনটা বেরুবার পথ ভেবে পেল না।

প্রিন্সকে খবর দিতে গার্ডটা বাইরে যেতে ফু-চুং-এর হাতে বেরিয়ে এল পিস্তল। আরেকটা দরজা দিয়ে পড়ল গিয়ে ওপাশের উঠানে। দেখল একটা কালো ক্যাডিলাক দাঁড়িয়ে। মনে হলো প্রিন্স যেন এখনই উঠবে এতে।

লোক আসছে।

এগিয়ে গেল ফু-চুং গাড়িটার দিকে।

প্রাসাদের কোথায় এত মানুষ লুকিয়ে ছিল? লোকে লোকারণ্য। পুলিস ভেতরে ঢুকে পড়েছে। রানা বুঝতে পারছে এখন তারা প্রিন্সকে খুঁজছে না, খুঁজছে তাদের। কিন্তু কোথায় ওরা সাকীকে নিয়ে গেল? রানা সুইমিং পুল পেরিয়ে সেই ফ্লাইং কার্পেটের ঘরটাকে দেখল। এখানে কেউ নেই। এটা নিষিদ্ধ এলাকা। ঘরের দরজা খোলা।

অন্ধকার ঘর। কেউ নেই। হঠাৎ খেয়াল হলো গোঁ গোঁ একটা শব্দ। মেঝেতে কি একটা পড়ে আছে। অন্ধকারেই দেখতে পেল একটা নগ্ন দেহ। কার্পেটটা নেমে এসেছে নিচে—তার নিচে নগ্ন দেহের ওপরের অংশ চাপা পড়েছে। বিছানার উপর সুইচ প্যানেলটা রয়েছে। হলদে সুইচটা চাপ দিতেই উঠতে লাগল ফ্লাইং কার্পেট। থেতলে গেছে মাথাটা। কিন্তু তবু চেনা যায়—প্রিন্স।

অনেকগুলো পায়ের শব্দে পেছন ফিরে তাকাল রানা। দেখল ডি. আই. জি., থানা অফিসার এবং পিগট। সবার হাতে পিস্তল। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে রইল রানা। পায়ের কাছে মৃদু থেতলে যাওয়া প্রিন্স—উপরে তারকাখচিত আকাশের মত নকল

আকাশ। ওরা দেখল প্রিন্সকে। 'কে?' জিজ্ঞেস করল ডি. আই. জি, গলায় রীতিমত আতঙ্ক, ভয়।

'প্রিন্স,' বলল রানা।

উপরের কার্পেটটা দেখল সবাই অবাক হয়ে। রানা দেখল পিগট দেখছে রানাকে।

'ট্রয় কোথায়?' জিজ্ঞেস করল পিগট, সি. আই. এ. এজেন্ট। 'কোথায় গেল লিন্ডা?'

'জানি না,' রানা বলল। 'তুমিই জিতলে,'—বিকৃত স্বরে বলল ও।

'আপনাকে অ্যারেস্ট করা হলো।' এগিয়ে এল থানা অফিসার।

কোন কথা না বলে উত্তেজিত অবস্থায় বের হয়ে গেল পিগট ঘর থেকে। তার সাথে ডি. আই. জি।

রানাও ছুটল। থানা অফিসারটাকে বলল, 'এ ঘরে ডিনামাইট বসানো হয়েছে।'

'কি?' থানা অফিসার কিছু বুঝে ওঠার আগেই বেরিয়ে গেল রানা।

কিছুদূর আসতেই দেখা ফু-চুং-এর সঙ্গে। ছুটতে লাগল দু'জন।

হঠাৎ গুলির আওয়াজে থমকে দাঁড়াল ওরা। শব্দ লক্ষ করে ছুটল দু'জন। গিয়ে দেখল পিগট দাঁড়িয়ে। ওই গুলি করেছে।

'ফলো দ্য ক্যাডি।' চেঁচিয়ে বলল পিগট। 'ওরা পালাচ্ছে।'

রানা আর ফু-চুং দাঁড়িয়ে পড়ল। পিগট আবার ছুটতে যাচ্ছিল। বাধা দিল ফু-চুং। 'কোন দরকার নেই,' বলল ও। 'আমার নাম ফু-চুং। লিউ ফু-চুং। সিঙ্গাপুরের লোক। থাকি কোলকাতা। বেড়াতে এসে এর পাল্লায় পড়েছি।' রানাকে দেখিয়ে হাসল ও। পিগট উত্তর না দিয়ে আবার ছোটার চেষ্টা করতে ধরে ফেলল ওকে। খেলা খতম। ও ক্যাডিলাক নিয়ে বেশি দূর যেতে পারবে না ওরা—আমি টাইম বম্ব রেখে দিয়েছি একটা। আগেই ভেবেছিলাম প্রিন্স এটাতে পালাতে পারে।'

'কে কে গেছে গাড়িতে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

পিগট পিস্তলটা পকেটে রেখে বলল, 'ট্রয় এবং তার বান্ধবী লিন্ডা। আর একটা মেয়ে। যদ্দূর মনে হয় সেই মেয়েটা।'

ফ্যাকাসে হয়ে গেল রানার মুখ। ল্যুগারটা বের করল ও। 'আই মাস্ট স্টপ দ্য কার।'

'দরকার কি?' বলল ফু-চুং। 'ও গেলেই তো সব ঝামেলা মিটে যায়।'

'ঝামেলা?' রানা ছুটল, 'ঝামেলা মিটে গেছে জেনারেল ওয়াসিমের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে,' দাঁতে দাঁত চেপে বলল ও। 'ঝামেলা চীনের বা পাকিস্তানের হতে পারে। আমার দায়িত্ব ওকে বাঁচানো। সাকীকে বাঁচাতে হবে।'

'উপায় নেই,' পিগট বলল। 'গাড়ি অনেক দূরে চলে গেছে। জীপ দিয়ে ক্যাডিলাক থামানো যায় না।'

রানা তাকাল হেলিকপ্টারের দিকে। চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল ওর। 'হেলিকপ্টার পারে।'

হেলিকপ্টারের দিকে ছুটল রানা। বাধা দিতে গেলেন ডি. আই. জি। 'নো,'

বললেন তিনি। পিগট পিছু নিল। পিগটকে অনুসরণ করল ফু-চুং।

রানা ককপিটে বসেই রোটর ব্লেড স্টার্ট দিল। লাফিয়ে উঠল দু'জন। মুহূর্তে ওটা উপরে উঠতে লাগল। পুলিস বাহিনী থমকে দাঁড়িয়ে রইল।

'আমেরিকানটা কে, স্যার?' জিজ্ঞেস করল থানা অফিসার।

'ইউ. এস. অ্যাম্বাসির লোক! ডিপুটি কন্সাল।'

চুপ করে গেল থানা অফিসার।

রানা প্রথমে বেশ কিছুটা উপরে উঠে গেল।

'কোনদিকে যাবে?' জিজ্ঞেস করল পিগট।

'জর্জ টাউনের দিকে,' বলল রানা।

ভেসে চলল 'কপ্টার।

পাঁচ মিনিট পর ওরা দেখতে পেল কালো ক্যাডিলাকটা সমুদ্রে কোল ঘেঁসে হাইওয়ে ধরেছে। ছুটে চলেছে অন্তত সত্তর মাইল বেগে।

'কয় মিনিটে ফিক্স করেছ?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'টুয়েলভ থারটি,' জানাল ফু-চুং।

ঘড়ি দেখল তিনজনই। নয় মিনিট বাকি।

মুহূর্তে 'কপ্টার নিচে নামিয়ে আনল রানা। ফাঁকা হাইওয়ে। গাড়ির ঠিক পনেরো ফিট উপরে এনে সোজা চলতে লাগল। পিছনে ফিরে অবাক হয়ে দেখছে ট্রয়। রানা তাকাল পিগটের দিকে।

'আমি কিছু চাই না,' বলল রানা। 'শুধু সাকীকে চাই।'

'আমি,' পিগট বলল, 'হ্যাঁ, আমি ট্রয়কে চাই!'

চমকে গেল রানা। একটা রাইফেলের ব্যারেল বের হয়ে এসেছে জানালা দিয়ে। পিগটও দেখেছে। মেগাফোনটা তুলে নিয়েছে ও। জানালা দিয়ে ঝুঁকে চেঁচিয়ে বলছে। 'স্টপ। স্টপ দ্য কার। ইউ হ্যাভ গট এ বম্ব ইন দ্য এঞ্জিন। ইউ উইল ব্লো আপ উইদিন ফাইভ মিনিটস। অ্যাটেনশন, অ্যাটেনশন।'

'কপ্টার আরও নামাল রানা। রাইফেল সরে গেছে। দেখল, সাকী এদিকে ফিরে হাত নাড়ছে—খুশিতেই।

ছ'মিনিট বাকি আছে বোমা ফাটতে।

থামল না ক্যাডিলাক।

আবার সাবধান করল পিগট।

রানা শুধু দেখছে সাকীকে। ওকে দেখতে পেয়েছে সাকী। হাসছে, এখনই সব শেষ হয়ে যাবে।

এগিয়ে এল রানা। ক্যাডিলাক ছাড়িয়ে। আধমাইল দূরত্বে গিয়ে রাস্তার মাঝখানে রাখল 'কপ্টারটা। লাফিয়ে নামল তিনজন। ওপাশে থেমে গেছে ক্যাডিলাক স্কীড করে।

'ওরা এখন তাইপিং-এর দিকে যাবে,' বলল পিগট।

'না,' বলল রানা। 'ওরা জানে ওপথে পুলিস এগিয়ে আসছে।'

রানা পিস্তল বের করল না। পিগটের হাত থেকে শুধু মেগাফোনটা নিয়ে ছুটে

গেল সামনে। চেঁচিয়ে বলল, 'অ্যাটেনশন। তিন মিনিটের মধ্যে গাড়ি উড়ে যাবে। গাড়ি থেকে বেরিয়ে এসো। মাত্র তিন মিনিট।'

একদিকে পাহাড়। অন্য দিকে সমুদ্র। মেগাফোনে রানার কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনিত হলো পাহাড়ে। এবার ওরা শুনছে। দু'জন দু'দরজা দিয়ে ছিটকে পড়ল বাইরে, দেখল ও। এবং ফায়ার করল। রাস্তার উপর শুয়ে পড়ল রানা। ওরা দৌড়ে গেল পাহাড়ের দিকে। উঠে দাঁড়াতে পারল না রানা। ওরা ফায়ার করছে আর ছুটছে। হামাগুড়ি দিয়ে এগোল রানা।

সাকী বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে। সাদা জামা বাতাসে উড়ছে। উড়ছে রেশমের মত চুলগুলো। সোজা হয়ে দাঁড়াল রানা। রানাকে দেখে বিস্মিত সাকী ছুটে এল।

ফিরে দাঁড়িয়েছে ট্রয়। হাতে পিস্তল।

সাকীকে ধরে ফেলল রানা।

পিস্তল টার্গেট করল পিগট। ছিটকে পড়ল ট্রয়ের পিস্তল। একটা চিৎকার শোনা গেল বাতাস চিরে। পড়ে গেল ট্রয়। সাকীকে ধরে রাস্তায় গড়িয়ে পড়ল রানা। লিন্ডা ছুটছে। সমুদ্রের দিকে। পিগট আবার পিস্তল তুলল। বাধা দিল ফু-চুং। 'ডোন্ট শুট।' হাসলো ফু-চুং। 'মেয়েটি রক্তাক্ত হয়ে মরার জন্যে জন্মায়নি। বড় সুন্দর দেখতে।'

সবকিছু চুরমার করে প্রচণ্ড এক বিস্ফোরণ হলো। বসে পড়ল পিগট আর ফু-চুং।

ঢাকা এয়ারপোর্ট।

থাই এয়ারের বোয়িং স্পর্শ করল ঢাকার মাটি। রানা উঠে দাঁড়াল পাশে বসা সাকীর হাত ধরে। সাকীর অন্য হাত ধরেছে অলোকা। ওরা তিনজন নামবে। পেছনের সীটে বসেছে ফু-চুং আর পিগট। ওরা আলোচনা করছে কেন এশিয়ান দেশগুলো অলিম্পিকে ভাল করতে পারে না। যেন কতকালের বন্ধু। ফু-চুং-এর যুক্তি; চাইনিজরা এতে অংশ গ্রহণ করে না—তাই। পিগট বলেছিল, তাতেও লাভ হত না কিছু—ওরাও তো গড়ে পাঁচ ফুট দুই ইঞ্চি লম্বা এশিয়ান। এবার ফু-চুং খেপে ওঠে। সারা রাস্তা ওদের কথায় মাথা ধরে গেছে।

রানা, পিগট এবং ফু-চুং—তিনজনকেই অবাঞ্ছিত ব্যক্তি বলে ঘোষণা করা হয়েছে মালয়েশিয়ায়। লিন্ডাকে আটক করা হয়েছে প্রিন্সের হত্যাকারী হিসেবে। ফু-চুং দিল্লীতে নামবে, পিগট করাচী থেকে প্যান-অ্যাম ধরবে।

রানার সঙ্গে নেমে এল ওরা।

লাউঞ্জ থেকে বিদায় নিল ফু-চুং আবার দেখা হবে 'দোস্ত' বলে। রানা পিগটকে পাশে ডেকে নিয়ে গেল। জানতে চাইল, 'ট্রয় কি সত্যি মাফিয়ার লোক—সি. আই. এ-র কাছে তথ্য বিক্রি করতে চেয়েছিল?'

পিগট হাসল। 'মিস্টার মাসুদ, আপনি বড্ড সন্দেহপ্রবণ লোক,' বলল সে।

ফু-চুংকে আড়ালে বলেছিল রানা, 'তুই, শালা, আসলে সাকীকে মার্ডার করতে গিয়েছিলি; এবং তুই এখনও বিশ্বাস করিস না যে জেনারেল ওয়াসিম মারা গেছে।'

ফু-চুং বলেছিল, 'ওসব আর ভাবছি না—সাকী যখন বাপের কাছেই ফিরবে, তখন আর ভাবনা কি?'

ওরা বিদায় নিয়ে এগিয়ে গেল প্লেনের দিকে। পাশাপাশি—দু'বন্ধুর মত।

রানা হো-হো করে হাসল চীন-আমেরিকা পরস্পর সহাবস্থানের নমুনা দেখে।

'হাসছ কেন?'

জিজ্ঞেস করল পাশ থেকে অলোকা নয়, সোহানা। রানার হাসি উড়ে গেল। অলোকাকে দেখছে সোহানা। দেখছে সাকীকে। সাকীর হাত ধরল সোহানা। জিজ্ঞেস করল, 'তুমি, সাকী?'

মাথা নাড়ল সাকী। কাছে টেনে নিল সোহানা। অলোকাকে বলল, 'আপনার নাম অলোকা গিরি। আপনার কথা শুনেছি। রয়াল নেপাল এয়ারে আপনার জন্য সীট বুক করে রেখেছি। আজকে বিকেলে প্লেন। আপনি নিশ্চয় দেশে ফেরার জন্যে উদগ্রীব?'

অলোকা একটু গম্ভীর হয়েই হাসল। 'অশেষ ধন্যবাদ,' বলল ও। তারপর রানার ফ্যাকাসে মুখের দিকে আড়চোখে দেখে বলল, 'কিছু মনে করবেন না। আপনি কি মিসেস মাসুদ?'

সোহানা আড়চোখে দেখল রানাকে। মৃদু হাসি ফুটল ঠোঁটের কোণে। উত্তর দিল না রানা।

কি সাংঘাতিক মেয়ে রে বাবা।

গর্জন করে উঠল থাই এয়ারের লন্ডনগামী বোয়িংটা।

* * *